শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মূল, অন্বয়, গীতামাহাত্ম্যদ্বয়, বঙ্গানুবাদ
ও টিপ্পনী প্রভৃতি সম্বলিত।

"সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ॥"

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়-কৃত
বঙ্গানুবাদ সহ।

সম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১৩২৯ সাল।

কলিকাতা।

মূল্য ॥৵০ নয় আনা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা,
গঙ্গা-জল-লব কণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা,
তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাঃ॥"

কালিকা প্রেস
কলিকাতা, ২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতী"

নিবেদন

প্রথমগীতাপাঠার্থিগণ আচার্য্যের উপদেশব্যতীত অতি সহজে গীতার ভাষা বুঝিয়া গীতার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া এই সংস্করণে শ্লোকের নীচেই অন্বয়, এবং বঙ্গানুবাদটি অন্বয়ের ঠিক্ অনুযায়ী করা হইয়াছে। সুতরাং কোন্ শব্দের কোন্‌টি অর্থ, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। অনুবাদ সরল করিবার জন্য যেখানে অতিরিক্ত শব্দ-যোজনা করা হইয়াছে, সেখানে সেই শব্দটিকে [ ] এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে এবং মূলের কঠিন শব্দের অর্থ ( ) এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্বয়মধ্যে সংস্কৃত প্রতিশব্দ প্রভৃতি দিয়া অন্বয়ের কলেবরবৃদ্ধি করা হয় নাই; কারণ, তাহাতে শ্লোকের অন্বয় বুঝিতে বিলম্ব হয়। সংস্কৃত শব্দের অনুবাদে তাহার প্রতিশব্দ দিয়া ভাষার মাধুর্য্যবৃদ্ধি না করিয়া মূলের যে শব্দটি বিভক্তি-বিহীন করিলে বাঙ্গালা ভাষায় চলে, সেই শব্দটিই বঙ্গানুবাদে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং গীতার উপদেশ যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গীতার ব্যাখ্যায় নানা মতভেদ আছে বলিয়া এই সংস্করণে শ্রীধরস্বামীর টীকাই প্রধানতঃ অবলম্বিত হইয়াছে। যেখানে আচার্য্য শঙ্করের সহিত স্বামীর মতভেদ দেখা গিয়াছে, সেইখানে

ব্রহ্মানন্দগিরি নামক একটি উপাদেয় টীকার অনুগমন করা গেল। এ টীকাটি আচার্য্যের প্রকৃ অভিপ্রায়প্রকাশে অদ্বিতীয বলিয়া বিবেচিত হয়।

বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় এই সংস্করণের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে বিশুদ্ধও হইয়াছে, তাহা আশা করা যায়।

বিনী

সম্পাদক।

নিবেদন—(চতুর্থসংস্করণ)

পূর্ব্বসংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের উৎকর্ষসাধন জন্য সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় স্থলে টীপ্পনী সংযোজিত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সম্বন্ধ কি, মুক্তিতে জীবব্রহ্মের ভেদ থাকে কিনা ইত্যাদি বিবাদাস্পদীভূত বহু দার্শনিক সিদ্ধান্ত টীপ্পনীমধ্যে সংক্ষেপে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করা গেল। ভগবানের বাক্যদ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত জানিবার পক্ষে গীতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর অন্য কোনও উপায় নাই ; এই সংস্করণে তাহাই বুঝাইবার জন্য কথঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইল। ইতি।

কলিকাতা
১৭ই পৌষ ১৮৪৪ শকাব্দ।
১৩২৯ সাল।

বিনীত

সম্পাদক।

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়, বিষাদযোগ — শ্লোক।

২য় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ　　শ্লোক।

৩য় অধ্যায়, কর্ম্মযোগ

৪র্থ অধ্যায়, জ্ঞানযোগ

৫ম অধ্যায়, সন্ন্যাসযোগ — শ্লোক।

৬ষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ

৭ম অধ্যায়, জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

৮ম অধ্যায়, অক্ষরব্রহ্মযোগ

৯ম অধ্যায়, রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

১০ম অধ্যায়, বিভূতিযোগ — শ্লোক।

১১শ অধ্যায়, বিশ্বরূপদর্শনযোগ

১২শ অধ্যায়, ভক্তিযোগ

শ্লোক ।

১৩শ অধ্যায়, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

১৪শ অধ্যায়, গুণত্রয়বিভাগযোগ

১৫শ অধ্যায়, পুরুষোত্তমযোগ

১৬শ অধ্যায়, দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

১৭শ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক।

১৮শ অধ্যায়, মোক্ষযোগ

গীতাপাঠের নিয়ম

শুদ্ধভাবে আসনে উপবেশন করিয়া, পবিত্র আধারে গীতাপুস্তককে রক্ষা করিয়া প্রথমে করন্যাস করিতে হয়। সেই করন্যাস করিতে হইলে—

করন্যাস

"ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠমন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা, অশো-চ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীজম্, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ইতি কীলকম্।"

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা তর্জ্জনীস্পর্শ করিয়া—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং
দহতি পাবক ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ"

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া তৎপরে পুনরায় ঐরূপে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া—

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়াত
মারুতঃ ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ"

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিয়া—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যো-
ঽশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।"

এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে, তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিয়া—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং
সনাতন ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ"

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা, কনিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া —

"পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ
সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ"

এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে, তৎপরে দক্ষিণ হস্তের করতলদ্বারা বামহস্তের করতলকে বেষ্টন করিবার কালে

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণা-
কৃতীনি চ ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ"

এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে ও বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতলদ্বারা হাততালি দিবে। ইহা হইলে করন্যাস করা হইবে। ইতি করন্যাস।

হৃদয়াদিন্যাস

করন্যাসের পর হৃদয়াদিন্যাস করিবে। এই ন্যাসের জন্য—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং
দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ।"

এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুত ইতি শিরসে স্বাহা"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যো-
ঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিখাস্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং
সনাতন ইতি কবচায় হুম্"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কবচ স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ
ইতি নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নেত্রদ্বয় ও ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিবে, তৎপরে—

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি
অস্ত্রায় ফট্ শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হাততালি দিবে। ইহাই হইল হৃদয়াদিন্যাস। এই হৃদয়াদিন্যাসের পর ধ্যান করিয়া গীতা পাঠ করিবে। সেই ধ্যানটি এই—

ধ্যান

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসংদধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ ৩

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৪

বসুদেব সুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দনং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥৬
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানকসেরকং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষটপদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমল প্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে॥ ৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৮
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

এই ধ্যানটি পাঠ করিয়া সমাহিত-মনে গীতা পাঠ করিবে। হাঁচি কাসি প্রভৃতি ঘটিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনরায় পাঠ করিবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়! ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

১। ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—[হে] সঞ্জয়! যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ [সন্তঃ] এব কিম্ অকুর্ব্বত।

২। সঞ্জয়ঃ উবাচ—তদা তু রাজা দুর্য্যোধনঃ পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য [ইদং] বচনম্ অব্রবীৎ।

১। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, [হে] সঞ্জয়! যুদ্ধাভিলাষী মৎপুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে সমবেত [হইয়া]ই কি করিলেন?

২। সঞ্জয় কহিলেন, তখন কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকটে যাইয়া [এই] কথা বলিতে লাগিলেন—

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য! মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫

৩। [হে] আচার্য্য! তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য।

৪। অত্র শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ, যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ, যুযুধানঃ বিরাটঃ চ, মহারথঃ দ্রুপদঃ চ—

৫। ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ; পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ—

৩। [হে] আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কর্ত্তৃক ব্যূহাকারে অবস্থাপিত, পাণ্ডুপুত্র-গণের এই মহতী সেনা দেখুন।

৪। এখানে শূরগণ মহাধনুর্দ্ধারী, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের সমান; যুযুধান (সাত্যকি) ও বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ—

৫। ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য—

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম !
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থংতান্ ব্রবীমি তে ॥৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ * ৮

৬। বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ; সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ [এতে] সর্ব্বে এব মহারথাঃ।

৭। [হে] দ্বিজোত্তম ! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ, তান্ নিবোধ, তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি।

৮। ভবান্, ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ, তথা এব সৌমদত্তিঃ চ—

৬। এবং বিক্রমশীল যুধামন্যু ও বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা সুভদ্রাকুমার ও দ্রৌপদীপুত্রগণ[ইহারা]সকলেই মহারথ।

৭। [হে] দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমাদের মধ্যে কিন্তু যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমার সেনার নায়ক, তাঁহাদিগকে জানুন, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি।

৮। আপনি ও ভীষ্ম ও কর্ণ এবং রণজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ও সেইরূপই সোমদত্তনন্দন—

* সৌমদত্তিস্তথৈব চ — সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ—পাঠভেদ

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

৯। অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ [সন্তি, তে] সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ।

১০। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তদ্ বলম্ অপর্য্যাপ্তম্, তু ভীমাভিরক্ষিতম্ এতেষাম্ ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্।

১১। ভবন্তঃ সর্ব্বে এব হি সর্ব্বেষু অয়নেষু চ যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু।

৯। আরও অনেক বীর [আছেন, তাঁহারা] সকলে যুদ্ধবিশারদ, আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প [ও] বিবিধশস্ত্রপ্রহারপটু।

১০। ভীষ্মকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত আমাদের সেই বল অপর্য্যাপ্ত (অর্থাৎ যথেষ্ট নহে); কিন্তু ভীমকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত ইহাদের এই বল পর্য্যাপ্ত।

১১। আপনারা সকলেই সকল পথে বিভাগানুসারে অবস্থিত[হইয়া]ভীষ্মকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খংদধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪

১২। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ [ভীষ্মঃ] তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ ।

১৩। ততঃ শঙ্খাঃ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ চ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত, সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ ।

১৪। ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ দিব্যৌ এব শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।

১২। প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ [ভীষ্ম] তাঁহার (অর্থাৎ দুর্য্যোধনের) আনন্দ উৎপাদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন।

১৩। তদনন্তর শঙ্খ ও ভেরী, এবং পণব (অর্থাৎ মাদল), আনক (অর্থাৎ পটহ)ও গোমুখ (অর্থাৎ রণশিঙ্গা) সকল সহসাই বাজিয়া উঠিল ; সেই শব্দ তুমুল হইল।

১৪। তদনন্তর শ্বেত অশ্বের দ্বারা যুক্ত বৃহৎ রথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্যাই শঙ্খ বাজাইলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭

১৫। হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং দধ্মৌ।

১৬। কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ [দধ্মৌ]।

১৭। পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ—

১৫। হৃষীকেশ 'পাঞ্চজন্য,' অর্জ্জুন 'দেবদত্ত', ভীমকর্ম্মা বৃকোদর 'পৌণ্ড্র' [নামক] মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

১৬। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়,' নকুল ও সহদেব 'সুঘোষ' ও 'মণিপুষ্পক' [নামক শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন।]

১৭। আর মহাধনুর্দ্ধারী কাশীপতি ও মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট, এবং অপরাজিত, সাত্যকি--

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে !
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্‌পৃথক্॥১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ! ॥২০

১৮। [হে] পৃথিবীপতে। দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ, সর্ব্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ।

১৯। নভঃ চ পৃথিবীং চ অভ্যনুনাদয়ন্ এব সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ("ব্যনুনাদয়ন্" ইতি বা পাঠঃ)।

২০। [হে] মহীপতে। অথ শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে [সতি]

১৮। [হে] পৃথিবীপতে ! দ্রুপদ ও দ্রৌপদীতনয়-গণ এবং মহাবাহু সুভদ্রাকুমার সকল দিক্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খসকল বাজাইলেন।

১৯। আর আকাশ এবং পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়াই সেই তুমুল শব্দ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হৃদয়সমূহ বিদীর্ণ করিল।

২০। [হে] রাজন্ ! অনন্তর শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ [হইলে]

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত !২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণ-সমুদ্যমে॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ।

২১-২৩। অর্জ্জুনঃ উবাচ। [হে] অচ্যুত ! যাবৎ অহম্ অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ নিরীক্ষে, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্, অত্র যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ এতে যে সমাগতাঃ, [তান্] যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে, [তাবৎ ত্বং] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়।

কপিধ্বজ পাণ্ডব (অর্জ্জুন) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ব্যবস্থিত দেখিয়া ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক তখন শ্রীকৃষ্ণকে এইবাক্য কহিলেন।

২১-২৩। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] অচ্যুত ! যতক্ষণ আমি, অবস্থিত যুদ্ধার্থী ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, [ও] এই সংগ্রামে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, [ও] এই যুদ্ধে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের হিতৈষী এই যাহারা সমাগত, [সেই সমস্ত] যুদ্ধোদ্যতগণকে

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত !
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ;
আচার্য্যান্মাতুলান্ভ্রাতৄন্পুত্রান্পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥

২৪-২৫ । সঞ্জয়ঃ উবাচ । [হে] ভারত ! গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ, উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং [পুরতঃ] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা উবাচ "[হে] পার্থ ! সমবেতান্ এতান্ কুরূন্ পশ্য" ইতি ।

২৬-২৭ । অথ পার্থঃ অপি তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ [মধ্যে]

আমি পর্য্যবেক্ষণ করি, [ততক্ষণ তুমি] উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ।

২৪-২৫ । সঞ্জয় কহিলেন, [হে] ভারত ! গুড়াকেশকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত শ্রীকৃষ্ণ উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণাদির সম্মুখে ও সমুদয় নৃপতিবৃন্দের [সম্মুখে] উত্তম রথ রাখিয়া বলিলেন, "[হে] পার্থ ! সমবেত এই সকল কুরুগণকে দেখুন ।"

২৬-২৭ । অনন্তর পার্থও তথায় উভয় সেনার [মধ্যে] অবস্থিত পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র,

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৭
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৮

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৯

তান্ পিতৃন্, পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, সখীন্, তথা শ্বশুরান্, সুহৃদঃ চ এব অপশ্যৎ।

২৮। সঃ কৌন্তেয়ঃ [তত্র] অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ [সন্] বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ।

২৯। অর্জ্জুনঃ উবাচ। [হে] কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি, মুখং চ পরিশুষ্যতি।

পৌত্র, সখা, এবং শ্বশুর ও সুহৃদ্‌গণকেই দেখিতে পাইলেন।

২৮। সেই কৌন্তেয় [তথায়] অবস্থিত সেই সকল বন্ধুদিগকে দেখিয়া অতীব কৃপার দ্বারা আবিষ্ট [হইয়া] বিষাদ করিতে করিতে ইহা বলিলেন।

২৯। অর্জ্জুন কহিলেন, [হে] কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী এই সকল স্বজনকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥৩০
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব!॥৩১
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥

৩০। মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব।

৩১। [হে] কেশব! [অহম্] অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি, মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি।

৩২। [হে] কৃষ্ণ! আহবে স্বজনং হত্বা [অহং] শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি, বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে চ, রাজ্যং সুখানি চ ন [কাঙ্ক্ষে]।

৩০। আর আমার শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত এবং চর্ম্ম যেন দগ্ধই হইতেছে।

৩১। [হে] কেশব! [আমি] অবস্থান করিতেও পারিতেছি না, আমার মনও যেন ঘুরিতেছে; এবং বিপরীত লক্ষণসকল দেখিতেছি।

৩২। [হে] কৃষ্ণ! যুদ্ধে স্বজনকে বিনাশ করিয়া [আমি] মঙ্গলও দেখিতেছি না, বিজয়ও আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য এবং সুখও [চাহি না]।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ !
কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো
রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩৩

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃপিতরঃপুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৪
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ! ॥ ৩৫

৩৩-৩৬। [হে] গোবিন্দ ! যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং, ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতম্, তে ইমে আচার্য্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ ধনানি প্রাণান্ চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ, [অতঃ] নঃ রাজ্যেন কিম্, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ ? [হে] মধুসূদন ! মহীকৃতে কিং

৩৩-৩৬। [হে] গোবিন্দ ! যাহাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখসকল আকাঙ্ক্ষিত, সে এই আচার্য্য, পিতৃব্য,পুত্র, এবং তদ্রূপই পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ, ধন ও প্রাণের [আশা] ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অবস্থিত ; [অতএব] আমাদের রাজ্যে কি হইবে ? ভোগ ও জীবনধারণই বা কেন ? [হে]

**অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন !॥৩৬
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব !॥ ৩৭**

নু, ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ অপি [বা অহং] ঘ্নতঃ অপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি, [হে] জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ ?

৩৭। [হে] মাধব। এতান্ আততায়িনঃ হত্বা পাপম্ এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ, তস্মাৎ সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ বয়ং হন্তুং ন অর্হাঃ, হি স্বজনং হত্বা [বয়ং] কথং সুখিনঃ স্যাম।

মধুসূদন ! পৃথিবীর জন্য কি, ত্রৈলোক্যরাজ্যের জন্যও, [অথবা আমি] নিহত হইলেও ইঁহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না। [হে] জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ?

৩৭। [হে] মাধব ! এই সকল আততায়িগণকে বধ করিলে পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, সুতরাং সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে আমরা বধ করিতে পারি না। যেহেতু, স্বজনকে বিনাশ করিয়া [আমরা] কি প্রকারে সুখী হইব ? *

* আততায়িগণকে বধ করিলে পাপ নাই ইহা নীতিশাস্ত্রের কথা কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাপ হয়।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন!॥ ৩৯
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৪০

৩৮-৩৯। [হে] জনার্দ্দন! যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি, [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্?।

৪০। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি; ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম্ কুলম্ অভিভবতি উত।

৩৮-৩৯। [হে] জনার্দ্দন! যদিও লোভাভিভূত-চিত্ত ইহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছে না; [তাহা হইলেও] কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়া আমরা এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে কেন জানিব না? [লোভই সকল অনর্থের মূল।]

৪০। কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্মসমূহ প্রনষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট [হইলে] অধর্ম্ম, সমুদায় কুলকে অভিভূত করেই।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় ! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪৩

৪১। [হে] কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ; [হে] বার্ষ্ণেয় ! স্ত্রীষু দুষ্টাসু [সতীসু] বর্ণসঙ্করঃ জায়তে।

৪২। সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব, এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ [সন্তঃ] পতন্তি হি।

৪৩। কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে।

৪১। [হে] কৃষ্ণ ! অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ প্রদুষ্টা হয়। [হে] বৃষ্ণিবংশোদ্ভব ! স্ত্রীগণ দুষ্টা [হইলে] বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

৪২। বর্ণসঙ্কর, কুলবিনাশকগণের ও কুলের নরকেরই হেতু হয় ; ইহাদিগের পিতৃগণ, বিলুপ্তপিণ্ডতর্পণাদি [হইয়া] নিশ্চয়ই পতিত হয়।

৪৩। কুলঘাতকদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই সমস্ত দোষদ্বারা শাশ্বত জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মসকল উৎসন্ন হয়।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন!
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহো বত! মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

৪৪। [হে] জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি [বয়ম্] অনুশুশ্রুম।

৪৫। অহো বত! বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ, যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ।

৪৬। যদি শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং রণে হন্যুঃ, তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।

৪৪। [হে] জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্ম মানবগণের নিয়ত নরকে বাস হয়, ইহা [আমরা] শুনিয়া আসিতেছি।

৪৫। হায় হায়! আমরা মহাপাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি, যেহেতু, রাজ্যসুখলোভবশতঃ স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

৪৬। যদি শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, প্রতীকারপরাঙ্মুখ, শস্ত্ররহিত আমাকে রণে হনন করে, তাহা আমার কল্যাণকর হয়।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদ-
যোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

৪৭। সঞ্জয়ঃ উবাচ, অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য শোকসংবিগ্নমানসঃ [সন্] রথোপস্থে উপাবিশৎ ।

৪৭। সঞ্জয় কহিলেন,—অর্জ্জুন এই বলিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শর সহিত ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শোকসংবিগ্ন-চিত্ত [হইয়া] রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদ-
যোগ নামক প্রথম অধ্যায় ।

[শ্লোকসংখ্যা—৪৭]

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(সাংখ্যযোগঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্য মকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন!॥ ২

১। সঞ্জয়ঃ উবাচ—[তদা] মধুসূদনঃ কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং তথা বিষীদন্তং তম ইদম্ বাক্যম্ উবাচ।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] অর্জ্জুন! কুতঃ [অস্মিন্] বিষমে ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরং কশ্মলং ত্বা সমুপস্থিতম্।

১। সঞ্জয় কহিলেন—[তখন] মধুসূদন কৃপার দ্বারা আবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণাকুললোচন, উক্তপ্রকার বিষাদ-যুক্ত তাঁহাকে (অর্জ্জুনকে) এই কথা বলিলেন।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন—[হে] অর্জ্জুন! কি কারণে [এই] সঙ্কট-সময়ে এই অনার্য্যসেবিত, অস্বর্গকর [ও] অকীর্ত্তিকর মোহ তোমাতে সমুপস্থিত হইল?।

ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!॥৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন!।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন!॥ ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্,
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

৩। [হে] পার্থ! [ত্বং] ক্লৈব্যং মাস্ম অগমঃ, এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে। [হে] পরন্তপ! ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ।

৪। অর্জ্জুনঃ উবাচ—[হে] অরিসূদন মধুসূদন! অহং ভীষ্মং দ্রোণং চ পূজার্হৌ প্রতি ইষুভিঃ সংখ্যে কথং যোৎস্যামি।

৫। হি মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষম্ অপি

৩। [হে] পার্থ! [তুমি] কাতরভাব প্রাপ্ত হইও না; ইহা তোমাতে উপযুক্ত হয় না। [হে] পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠ।

৪। অর্জ্জুন কহিলেন—[হে] অরিসূদন মধুসূদন! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণ পূজনীয়গণের সহিত বাণ সকল দ্বারা রণে কি প্রকারে যুদ্ধ করিব?

৫। নিশ্চিতই মহানুভাব গুরুদিগকে হত্যা না করিয়া

হত্বাঽর্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব,
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫
ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো,
যদ্‌বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬

ভোক্তুং শ্রেয়ঃ, তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ [অহং] ভুঞ্জীয়।

৬। [বয়ং] জয়েম, যদি বা [এতে] নঃ জয়েয়ুঃ, এতৎ নঃ কতরৎ গরীয়ঃ, [তৎ] ন চ বিদ্মঃ, যদ্‌বা যান্ এব হত্বা ন [বয়ং] জিজীবিষামঃ, তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ।

ইহলোকে ভিক্ষান্নও ভোজন করা শ্রেয়ঃ। কিন্তু গুরু-দিগকে বধ করিলে ইহলোকেই রুধিরাক্ত অর্থ ও কামাত্মক ভোগ্য সকল [আমি] ভোগ করিব।

৬। [আমরা] জয় করি, অথবা [ইহারা] আমা-দিগকে জয় করে—এই দুইটির মধ্যে আমাদের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, [তাহাও] বুঝিতে পারিতেছি না; যেহেতু যাঁহাদিগকেই বধ করিয়া [আমরা] বাঁচিতে চাহি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই পুরোভাগে অবস্থিত।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ,
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং,
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

৭। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি, [অতঃ] মে যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ, তৎ [ত্বং] নিশ্চিতং ব্রূহি, অহং তে শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি।

৮। ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যং, সুরাণাম্ আধিপত্যং চ

৭। [ইঁহাদিগকে মারিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব, এইরূপ] কার্পণ্য ও [স্বকুলক্ষয়কৃত] দোষদ্বারা অভিভূত-স্বভাব এবং ধর্ম্মরূপ কর্ত্তব্যবিষয়ে মুগ্ধচিত্ত [আমি] আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; [এইজন্য] আমার যাহা শ্রেয়ঃ হয়, তাহা [আপনি] নিশ্চয় করিয়া বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাপন্ন আমাকে শিক্ষা দিন।

৮। ভূমণ্ডলে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য এবং সুরগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও যাহা, আমার

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ॥৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত!
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

অবাপ্য অপি যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম উচ্ছোষণং শোকম্ অপনুদ্যাৎ, [তৎ অহং] ন হি প্রপশ্যামি।

৯। সঞ্জয়ঃ উবাচ—পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশম্ এবম্ উক্ত্বা, '[অহং] ন যোৎস্য' ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ।

১০। [হে] ভারত! হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ ইদং বচঃ উবাচ।

ইন্দ্রিয়গণের অত্যন্তশোষণকর শোককে অপনোদন করিবে, [তাহা আমি] দেখিতেছি না।

৯। সঞ্জয় কহিলেন—পরন্তপ, জিতনিদ্র [অর্জ্জুন], হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া "[আমি] যুদ্ধ করিব না" ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তুষ্ণী হইলেন।

১০। [হে] ভারত! হৃষীকেশ যেন হাসিতে হাসিতে উভয়সেনার মধ্যে বিলাপকারী তাঁহাকে [অর্থাৎ অর্জ্জুনকে] এই কথা বলিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

১১ । শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে চ ; [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ গতাসূন্, অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি ।

১২ । অহং জাতু ন আসম্ [ইতি] তু ন, [তথা] ত্বং [জাতু] ন [আসীঃ ইতি ন], ইমে জনাধিপাঃ [জাতু] ন আসন্, [ইতি] ন, অতঃপরং বয়ং সর্ব্বে [জাতু] ন ভবিষ্যামঃ, [ইতি] চ ন এব ।

১১ । শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি অশোচ্যগণের জন্য শোক করিতেছ ও পণ্ডিতের কথা সকল বলিতেছ, [কিন্তু] পণ্ডিতেরা গতাসু (অর্থাৎ মৃত) বা অগতাসু [অর্থাৎ জীবিত] দিগের জন্য অনুশোচনা করেন না । *

১২ । আমি কখনও ছিলাম না, [ইহা] কিন্তু নহে ; [তদ্রূপ] তুমি [কখনও ছিলে না, ইহাও] নহে, এই সকল রাজাও [কখনও] ছিলেন না, [তাহাও] নহে, [আর] অতঃপর আমরা সকলে [কখনও] থাকিব না, [ইহা]ও নহে । †

* এতদ্দ্বারা শোকনাশার্থই গীতার উপক্রম হইল ।

† অর্থাৎ আত্মরূপে আমরা এক ও নিত্য, সূক্ষ্মদেহেই ভিন্ন ও অনিত্য ।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ!।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ১৫

১৩। যথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারং, যৌবনং, জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি।

১৪। [হে] কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ আগমাপায়িনঃ [অতঃ] অনিত্যাঃ, [হে] ভারত! তান্ [ত্বং] তিতিক্ষস্ব।

১৫। [হে] পুরুষর্ষভ! এতে সমদুঃখসুখং ধীরং যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি, সঃ হি অমৃতত্বায় কল্পতে।

১৩। যেমন দেহীর (অর্থাৎ জীবের) এই দেহেই কৌমার, যৌবন ও জরা, সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপ্তি; তাহাতে ধীরব্যক্তিগণ মুগ্ধ হন না।

১৪। [হে] কৌন্তেয়! মাত্রার (বিষয়ের) [সহিত ইন্দ্রিয়ের] [যে] স্পর্শ (সম্বন্ধ) [তাহাই], শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখপ্রদ, ও আগমাপায়ী (অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশীল,)[অতএব] অনিত্য; [হে] ভারত! সেই সকল [তুমি] সহ্য কর।

১৫। [হে] পুরুষপ্রবর! ইহারা দুঃখ ও সুখে

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌।
বিনাশমব্যয়স্যাঽস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

১৬। অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, [তথা] সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে, তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ।

১৭। যেন ইদং সর্ব্বং ততং তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি ; [অতঃ] কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি।

সমান ধীর যে পুরুষকে ব্যথিত করিতে পারে না, তিনি নিশ্চিতই অমৃতত্ব (অর্থাৎ মোক্ষ)প্রাপ্তির যোগ্য হন।

১৬। অসতের (অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম নহে বলিয়া অবিদ্যমান যে শীতোষ্ণাদি তাহাদের) ভাব (অর্থাৎ আত্মাতে সত্তা) নাই, [এবং] সতের (অর্থাৎ সৎ-স্বভাব আত্মার) অভাব (অর্থাৎ নাশ) নাই ; তত্ত্ব-দর্শিগণকর্ত্তৃক কিন্তু এই উভয়েরই অন্ত (অর্থাৎ তত্ত্ব) দৃষ্ট হইয়াছে। [অতএব শীতোষ্ণাদি সহ্য কর।]

১৭। যৎকর্ত্তৃক এই সমুদয় ব্যাপ্ত, তাহা কিন্তু অবিনাশী বলিয়া জানিও ; [এই হেতু] কেহই এই অব্যয়ের বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। *

---

* এই দুই শ্লোকে আত্মাই সত্য, এক ও সর্ব্বব্যাপী এবং অনাত্মা মিথ্যা ইহার ইঙ্গিত করা হইল। এই জ্ঞানের দৃঢ়ীকরণই পরমসাধন।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত!॥১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ংহন্তি ন হন্যতে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

১৮। নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ, [হে] ভারত! তস্মাৎ [ত্বং] যুধ্যস্ব।

১৯। যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, যঃ চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ, [যতঃ] অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে।

২০। অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, বা ম্রিয়তে, অয়ং ভূত্বা ভূয়ঃ ন ভবিতা বা; [যস্মাৎ] অয়ং অজঃ, নিত্যঃ শাশ্বতঃ, পুরাণঃ; শরীরে হন্যমানে [সতি অপি] ন হন্যতে।

১৮। নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় শরীরীর (অর্থাৎ আত্মার) এই সমস্ত দেহ অন্তযুক্ত বলিয়া কথিত হয়; [হে] ভারত! সেইজন্য [তুমি] যুদ্ধ কর।

১৯। যে ইহাকে হননকর্ত্তা জ্ঞান করে, এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না। [কারণ,] ইহা হনন করেন না এবং হতও হন না।

২০। ইহা কখনও জন্মেন না, বা মরেন না, অথবা ইহা

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ?
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

২১। [হে] পার্থ! যঃ এনম্ অবিনাশিনং, নিত্যম্, অজম্, অব্যয়ং বেদ, সঃ পুরুষঃ কথং কং হন্তি, কং (বা) ঘাতয়তি ?

২২। নরঃ যথা জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি [বাসাংসি] গৃহ্লাতি, তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি [শরীরাণি] সংযাতি।

'হইয়া' আবার 'হন' না ; [যেহেতু] ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ ; শরীর হত [হইলেও] হত হন না।

২১। [হে]পার্থ! যে ইহাকে (আত্মাকে) অবিনাশী, নিত্য, অজ (জন্মরহিত) ও অব্যয় বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কিরূপে কাহাকে বধ করেন. [অথবা] কাহাকে বধ করান ?

২২। মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বসনসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন [বস্ত্রসমূহ] গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী জীর্ণ শরীর

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪

২৩। শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ এনং ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতঃ চ ন শোষয়তি।

২৪। অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ চ এব ; [যতঃ] অয়ং নিত্যঃ, সর্ব্বগতঃ, স্থাণুঃ, অচলঃ, সনাতনঃ ; অয়ম্ অব্যক্তঃ, অয়ম্ অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্য্যঃ উচ্যতে।

সকল ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন [শরীর সকল] প্রাপ্ত হয়।

২৩। শস্ত্রসমূহ ইঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে ভিজাইতে পারে না, বায়ুও ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

২৪। ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্যই। [কারণ] ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অচল, সনাতন ; ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য ইনি অবিকারী বলিয়া উক্ত হন। *

* "এক শরীরীর এইসব অনেক দেহ" বলায় জীবব্রহ্মের অভেদ এবং "অতএব যুদ্ধকর" (১৮ শ্লো) বলায় ব্রহ্মজ্ঞও যুদ্ধাদি কর্ম্মও করিতে পারেন বলা হইল। ২৪ শ্লোকে অদ্বৈতবাদই উপদিষ্ট হইয়াছে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত!
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮

২৫। তস্মাৎ এবম্ এনং বিদিত্বা [ত্বম্] অনুশোচিতং ন অর্হসি।

২৬। অথ চ এনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে, তথাপি, [হে] মহাবাহো! ত্বম্ এনং শোচিতং ন অর্হসি।

২৭। হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্, তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে ত্বং শোচিতং ন অর্হসি।

২৮। [হে] ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি এব, তত্র কা পরিদেবনা ?।

২৫। অতএব এরূপ ইঁহাকে জানিয়া [তুমি] অনুশোচনা করিতে পার না।

২৬। আর যদি ইঁহাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত মনেকর, তথাপি [হে] মহাবাহো! তুমি ইঁহার জন্য শোক করিতে পার না।

২৭। যেহেতু, জাতব্যক্তির মরণ নিশ্চিত, মৃতের জন্মও নিশ্চিত; সুতরাং অপরিহার্য্যবিষয়ে শোক করিতে পার না।

২৮। [হে] ভারত! ভূতসমূহ (অর্থাৎ শরীর সকল)

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি,
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত!
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

২৯। কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথা এব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, কশ্চিৎ চ শ্রুত্বা অপি এনং ন বেদ এব।

৩০। [হে] ভারত! সর্ব্বস্য দেহে অয়ং দেহী নিত্যম্ অবধ্যঃ; তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি।

আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত, এবং নিধনে আবার অব্যক্তই হয়, তাহাতে পরিদেবনা (অর্থাৎ শোকনিমিত্ত বিলাপ) কি?

২৯। কেহ ইঁহাকে (আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, সেইরূপই আবার অন্যে ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ বর্ণন করেন, আর অপরে ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, আবার কেহ শ্রবণ করিয়াও ইঁহাকে জানিতেই পারেন না।

৩০। [হে] ভারত! সকলের দেহে এই দেহী * নিত্য অবধ্য; অতএব তুমি সমুদয় (অর্থাৎ কোনও)

* সকলের দেহে এক দেহী বলায় এক আত্মাই বলা হইল।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩

৩১। [ত্বং] স্বধর্ম্মং চ অবেক্ষ্য অপি ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি, হি ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে।

৩২। [হে] পার্থ! যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ অপাবৃতং স্বর্গদ্বারম্ [ইব] ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে।

৩৩। অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ [ত্বং] স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি।

প্রাণীর [জন্য] শোক করিতে পার না।

৩১। [তুমি] স্বধর্ম্ম ভাবিয়াও বিকম্পিত হইতে পার না; যেহেতু, ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয়ঃ নাই।*

৩২। [হে] পার্থ! অপ্রার্থিতভাবে উপস্থিত, উন্মুক্ত-স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়গণ লাভ করেন।

৩৩। আর যদি তুমি এই ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ না কর, তবে [তুমি] স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে।

---

* জ্ঞানীকে উপদেশ দিয়া এইবার কর্ম্মীকে উপদেশ দিতেছেন (৩১ শ্লোঃ)

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩

৩৪। অপি চ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং চ কথয়িষ্যন্তি, সম্ভাবিতস্য চ অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে।

৩৫। মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে; যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি।

৩৬। তব অহিতাঃ, তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি, ততঃ চ দুঃখতরং কিং নু?।

৩৪। আরও প্রাণিগণ তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে। মানীব্যক্তির অকীর্ত্তি, মরণ অপেক্ষাও অধিক।

৩৫। মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধবিমুখ ভাবিবেন, যাহাদের নিকট তুমি বহুমানের পাত্র হইয়াও লঘুত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৩৬। তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যকে নিন্দা করতঃ অনেক অবাচ্য কথা বলিবে, আর তাহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের কি আছে?

হতো বা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭।
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥৩৯

৩৭। [ত্বং] হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসে, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে, তস্মাৎ [হে] কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] উত্তিষ্ঠ।

৩৮। সুখদুঃখে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [চ] সমে কৃত্বা, যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, এবং [সতি] ততঃ পাপং ন অবাপ্স্যসি।

৩৯। [হে] পার্থ! সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা, তু যোগে ইমাং শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্ ত্বং] কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।

৩৭। [তুমি] হত হও যদি ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; অথবা জয় করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব [হে] কৌন্তেয়! যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় [হইয়া] উত্থিত হও।

৩৮। সুখ দুঃখ, লাভালাভ [ও] জয়-পরাজয়কে সমান করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হও, এরূপ [হইলে] তাহা হইতে পাপ প্রাপ্ত হইবে না।

৩৯। [হে] পার্থ! সাংখ্য মতে এই জ্ঞান তোমায়

পাঠান্তরম্—প্রাপ্স্যসে—প্রাপ্স্যাস।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২

৪০। ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ [চ] ন বিদ্যতে, অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে।

৪১। [হে] কুরুনন্দন! ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা; [কিন্তু] অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ হি।

৪২-৪৪। [হে] পার্থ! বেদবাদরতাঃ অবিপশ্চিতঃ 'অন্যৎ

কথিত হইল। কিন্তু (কর্ম্ম-) যোগে ইহা শুন, যে বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইলে তুমি] কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে।

৪০। ইহাতে আরম্ভের নাশ নাই, প্রত্যবায়[ও] নাই। এই ধর্ম্মের স্বল্পও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে।

৪১। [হে] কুরুনন্দন! ইহাতে ব্যবসায়াত্মিকা (=ঈশ্বরপ্রসাদে নিশ্চয়ই মুক্ত হইব এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হয়, [কিন্তু] অব্যবসায়িগণের (=কামিগণের) বুদ্ধি সকল বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্তই (হয়)।

৪২-৪৪। [হে] পার্থ! বেদার্থবাদে রত মূঢ়গণ, 'অন্য

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি॥৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥৪৫

ন অস্তি' ইতিবাদিনঃ, কামাত্মানঃ, স্বর্গপরাঃ, জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

৪৫। [হে] অর্জ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ, [ত্বং] নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ [সন্] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব।

কিছু নাই' এইরূপ বাদিগণ, কামাকুলিতচিত্তগণ ও স্বর্গপরায়ণগণ, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ [এবং] ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুল যে এই পুষ্পিত বাক্য বলিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা অপহৃতচিত্ত [এবং] ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তগণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে উপযুক্ত হয় না।

৪৫। [হে] অর্জ্জুন! বেদসকল ত্রৈগুণ্যবিষয় (অর্থাৎ সকাম অধিকারিবিষয়ক), [তুমি] দ্বন্দ্বরহিত, নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত, নির্যোগক্ষেম (অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি ও

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭

৪৬। উদপানে যাবান্ অর্থঃ, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবান্ [এব অর্থঃ, এবং] সর্ব্বেষু বেদেষু [যাবান্ অর্থঃ, তাবান্] বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য [ভবতি এব]।

৪৭। কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু মা [অস্তু], [ত্বং] কর্ম্মফলহেতুঃ মা অভূঃ, অকর্ম্মণি [অপি] তে সঙ্গঃ মা অস্তু।

লব্ধ বস্তুর রক্ষায় যত্নশূন্য ও) আত্মবান্ (অর্থাৎ অপ্রমত্ত) [হইয়া] নিস্ত্রৈগুণ্য (অর্থাৎ নিষ্কাম) হও।

৪৬। উদপানে (অর্থাৎ বাপীকূপতড়াগাদিতে) যে সমস্ত অর্থ (ফল), সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) তৎসমস্ত [অর্থ ই সিদ্ধ হয়, এইরূপ] সমস্ত বেদে [যে সকল ফল, সেই সমস্ত ফল] ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের [হয়ই]।

৪৭। কর্ম্মেই তোমার অধিকার [আছে], কখনও [কর্ম্ম-] ফলে [তোমার অধিকার অর্থাৎ কামনা] না [হউক, তুমি], কর্ম্মফলহেতু হইও না, অকর্ম্মে[ও] (অর্থাৎ কর্ম্মের অকরণেও) তোমার আসক্তি না হউক।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥৫০

৪৮। [হে] ধনঞ্জয় ! যোগস্থঃ [সন্] সঙ্গং ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্য-সিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু, সমত্বং যোগঃ উচ্যতে।

৪৯। [হে] ধনঞ্জয় ! হি বুদ্ধিযোগাৎ কর্ম্ম দূরেণ অবরম্, [অতঃ] বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ ফলহেতবঃ কৃপণাঃ।

৫০। বুদ্ধিযুক্তঃ [জনঃ] ইহ সুকৃতদুষ্কৃতে উভে জহাতি, তস্মাৎ [ত্বং] যোগায় যুজ্যস্ব, [যতঃ] কর্ম্মসু কৌশলং যোগঃ।

৪৮। [হে] ধনঞ্জয় ! যোগস্থ [হইয়া] আসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান হইয়া কর্ম্ম-সকল কর ; সমতাই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।

৪৯। [হে] ধনঞ্জয় ! যেহেতু বুদ্ধিযোগ (= জ্ঞান বা কর্ম্মযোগ) হইতে (কাম্য-কর্ম্ম অতীব নিকৃষ্ট ; [অতএব] বুদ্ধিযোগের শরণ লও ; ফলপ্রার্থিগণ কৃপণ [= ক্ষুদ্রাশয়]।

৫০। বুদ্ধিযুক্ত [ব্যক্তি] ইহলোকে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করেন ; অতএব [তুমি কর্ম্ম-]-যোগের

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

৫১। হি বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ [সন্তঃ] অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি।

৫২। যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি, তদা [ত্বং] শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ [অর্থস্য] নির্ব্বেদং গন্তা অসি।

৫৩। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ যদা সমাধৌ নিশ্চলা [অতএব] অচলা স্থাস্যতি ; তদা [ত্বং] যোগম্ অবাপ্স্যসি।

জন্য যত্ন কর, [যেহেতু] কর্ম্মসমূহে কৌশলই যোগ।

৫১। যেহেতু, [সমত্ব-]-বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজন্য ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত [হইয়া] অনাময় [মোক্ষ-]পদ প্রাপ্ত হন।

৫২। যখন তোমার বুদ্ধি মোহগহন অতিক্রম করিবে, তখনই [তুমি] শ্রোতব্য ও শ্রুত-[বিষয়ে] নির্ব্বেদ পাইবে।

৫৩ শ্রুতির দ্বারা বিপ্রতিপন্না (অসন্দিগ্ধা) তোমার বুদ্ধি, যখন সমাধিতে নিশ্চলা [সুতরাং] অচলা থাকিবে,

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব!।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

৫৪। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] কেশব! সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত? কিম্ আসীত? কিং ব্রজেত?

৫৫। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] পার্থ! আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ [যোগী] যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে।

তখনই [তুমি] যোগ [অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান] প্রাপ্ত হইবে।

৫৪। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ভাষা (লক্ষণ) কি? স্থিতধী (ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপে বিচরণ করেন? *

৫৫। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[হে] পার্থ! আত্মাতেই আত্মার দ্বারা তুষ্ট [যোগী] যখন সমস্ত মনোগত কামনা

---

* ৫৪ সংখ্যক শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্থিতপ্রজ্ঞবিষয়ক ৪টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরগুলি তদনুসারে জ্ঞাতব্য।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৮

৫৬। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে।

৫৭। যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভি-নন্দতি, [বা] ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [ভবতি]।

৫৮। যদা চ অয়ং, কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব, ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে, [তদা] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

সকল পরিত্যাগ করেন, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।

৫৬। দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ ভয় ও ক্রোধবর্জ্জিত মুনি 'স্থিতধী' (বলিয়া) উক্ত হন।

৫৭। যিনি সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য, সেই সেই শুভাশুভ পাইয়া আনন্দিত হন না [বা] দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত [হয়]।

৫৮। যখন এই (যোগী), কূর্ম্ম অঙ্গ-সমূহকে যেমন [সঙ্কোচ করে, তদ্রূপ] ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল হইতে

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯
যততো হ্যপি কৌন্তেয়! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

৫৯। নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জ্জং বিনিবর্ত্তন্তে, [তু] অস্য রসঃ অপি পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

৬০। [হে] কৌন্তেয়! হি যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি মনঃ প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং হরন্তি।

ইন্দ্রিয়সকল সর্ব্বথা সঙ্কোচ করেন, [তথন] তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫৯। নিরাহার দেহীর (অর্থাৎ বিষয়ভোগরহিত দেহাভিমানী অজ্ঞের) বিষয়সমূহ রসবর্জ্জরূপে নিবৃত্ত হয় (অর্থাৎ বিষয়ভোগ না থাকিলেও বাসনা যায় না ;) [পরন্তু] ইহার [সে] বাসনাও পরমাত্মাকে দেখিলে বিনিবৃত্ত হয়। [অথবা উপবাসিব্যক্তির বিষয়সকল বাসনাসত্ত্বেও নিবৃত্ত হয়, (যেহেতু, ক্ষুধিত ব্যক্তির শব্দাদি বিষয়ের অনুভব থাকে না,) কিন্তু সে বাসনা পরমাত্মাকে দেখিলে নিবৃত্ত হয়।]

৬০। [হে] কৌন্তেয়! যেহেতু [মোক্ষার্থী যত্নবান্ বিবেকী পুরুষেরও মনকে প্রমত্ত ইন্দ্রিয়সকল সবলে হরণ করে। [কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের নহে]।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসঞ্জায়তেকামঃকামাৎক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি॥ ৬৩

৬১। যুক্তঃ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য মৎপরঃ [সন্] আসীত ; হি যস্য বশে ইন্দ্রিয়াণি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

৬২। বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে ; সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে।

৬৩। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ [চ] ভবতি, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

৬১। যোগী সেই সকলকে (ইন্দ্রিয়গ্রামকে) সংযত করিয়া আত্মপরায়ণ [হইয়া] অবস্থান করেন ; যেহেতু, যাঁহার বশে ইন্দ্রিয়গণ [থাকে], তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬২। বিষয়সমূহের ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে অনুরাগ জন্মে, অনুরাগ হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে।

৬৩। ক্রোধ হইতে সম্মোহ [কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

৬৪। বিধেয়াত্মা তু রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ [অপি] প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি।

৬৫। প্রসাদে [সতি] অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে, হি প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে।

৬৬। অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ ন অস্তি ; [যতঃ] অযুক্তস্য ভাবনা চ ন [অস্তি], অভাবয়তঃ শান্তিঃ চ ন [অস্তি], অশান্তস্য সুখং কুতঃ ?।

শূন্যতা], সম্মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে প্রনষ্ট হয়।

৬৪। বশীকৃতচিত্ত (ব্যক্তি, কিন্তু রাগদ্বেষশূন্য আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা [বিষয়ভোগ করিয়াও] প্রসাদ প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ প্রসন্নচিত্ত হন)।

৬৫। প্রসাদ [প্রাপ্ত হইলে] (অর্থাৎ আত্মপ্রসাদ জন্মিলে) ইহার সকল দুঃখের বিনাশ হয় ; যেহেতু, প্রসন্নচেতা (ব্যক্তির) বুদ্ধি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬৬। অযুক্ত ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

৬৮। হি মনঃ চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং [মধ্যে] যৎ অনুবিধীয়তে, তৎ বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব অস্য প্রজ্ঞাং হরতি।

৬৮। [হে] মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

হয় নাই তাহার আত্মবিষয়িণী-)বুদ্ধি নাই [কারণ] অযুক্ত ব্যক্তির [আত্মবিষয়িণী] ভাবনা [নাই]; আর ভাবনাহীনের শান্তি [হয়] না; শান্তিহীনের সুখ কোথায়? [আত্মরত হইলেই যথার্থ সুখ হয়।]

৬৭। যেহেতু, মন বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের [মধ্যে] যাহাকে অনুগমন করে, তাহা বায়ু, সমুদ্রে নৌকার ন্যায় উহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

৬৮। [হে] মহাবাহো! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।*

---

* স্থিতপ্রজ্ঞবিষয়ক চারিটি প্রশ্নের ১ম প্রশ্নের উত্তর ৫৫, ২য় প্রশ্নের উত্তর ৫৬।৫৭, ৩য় প্রশ্নের উত্তর ৫৮-৬৩, এবং ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর ৬৪-৬৮ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং,
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

৬৯। যা সর্ব্বভূতানাং নিশা, সংযমী তস্যাং জাগর্ত্তি, যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি, সা [আত্মতত্ত্বং] পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা।

৭০। যদ্বৎ আপঃ আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং (মুনিং) প্রবিশন্তি, সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি, কামকামী [তু] ন।

৬৯। যাহা (অর্থাৎ যে আত্মনিষ্ঠা) সর্ব্বভূতের নিশা-স্বরূপ, সংযমী তাহাতে জাগরিত থাকেন; যাহাতে (অর্থাৎ যে বিষয় নিষ্ঠাতে) ভূতগণ জাগরিত থাকে, তাহাই [আত্মতত্ত্বকে] দর্শনকারী মুনির রাত্রির স্বরূপ।

৭০। যেমন বারিরাশি, [নানা নদনদীর দ্বারা] পরিপূরিত (হইতে থাকিলেও) অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সকল কামনা, যে মুনিমধ্যে প্রবেশ করে, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন; কামনা-শীল (ব্যক্তি) [কিন্তু শান্তি প্রাপ্ত] হয় না।

**বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২**

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৭১। যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় নিস্পৃহঃ নিরহঙ্কারঃ নির্ম্মমঃ [সন্] চরতি, সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

৭২। [হে] পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাং প্রাপ্য [পুরুষঃ] ন বিমুহ্যতি; অন্তকালে অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি।

৭১। যে ব্যক্তি, সকল কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার (ও) মমতাশূন্য [হইয়া] বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

৭২। [হে] পার্থ! ইহা ব্রহ্মনিষ্ঠা, ইহাকে পাইয়া [পুরুষ] মোহ প্রাপ্ত হন না, অন্তিমকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগ
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা—৭২। প্রথমাবধি—(৪৭ + ৭২) = ১১৯]

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(কর্ম্মযোগঃ)

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥১

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] জনার্দ্দন ! [হে] কেশব ! চেৎ কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা, তৎ কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিযোজয়সি ?

২। [ত্বং] ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন এব মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব, [অতঃ] যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্, তৎ একং নিশ্চিত্য বদ।

১। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] জনার্দ্দন ! [হে] কেশব ! যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, [ইহাই] তোমার মত, তবে কেন ঘোর কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ ?

২। [তুমি কখনও কর্ম্ম, কখনও জ্ঞানের প্রশংসা-রূপ] মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন বিমোহিত করিতেছ ; [অতএব যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হই, তাহার একটি নিশ্চয় করিয়া বল।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

৩। শ্রীভগবান্ উবাচ.—[হে] অনঘ! অস্মিন্ লোকে জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং [নিষ্ঠা] কর্ম্মযোগেন যোগিনাং [নিষ্ঠা] [ইতি] দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা।

৪। পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে, চ সন্ন্যাসনাৎ এব সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি।

৫। জাতু ক্ষণম্ অপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি, হি প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ সর্ব্বঃ অবশঃ [সন্] কর্ম্ম কার্য্যতে।

৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন—[হে] অনঘ! এই লোকে জ্ঞানযোগদ্বারা সাংখ্যদিগের কর্ম্মযোগদ্বারা যোগিদিগের [এই] দ্বিবিধা নিষ্ঠা আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৪। পুরুষ কর্ম্মের অননুষ্ঠান হইতে নৈষ্কর্ম্ম্য (= জ্ঞান) পায় না, এবং সন্ন্যাস হইতেই সিদ্ধিলাভ করে না।

৫। কদাচ একক্ষণও কেহ অকর্ম্মা হইয়া থাকে না

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন !।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭

৬। যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে।

৭। [হে] অর্জ্জুন ! যঃ তু মনসা ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য অসক্তঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে, সঃ বিশিষ্যতে।

যেহেতু প্রকৃতিজাত [রাগদ্বেষাদিরূপ] গুণগণকর্ত্তৃক সকলকে বাধ্য [হইয়া] কর্ম্ম করিতে হয় *

৬। যে (ব্যক্তি) কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহকে স্মরণ করতঃ অবস্থান করে, সেই মূঢ়চেতা কপটাচারী বলিয়া উক্ত হয়।

৭। [হে] অর্জ্জুন ! যে (ব্যক্তি) কিন্তু মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণদ্বারা কর্ম্মযোগ আরম্ভ (অনুষ্ঠান) করে, সেই ব্যক্তিই বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়)।

---

* স্বামীর মতে এই শ্লোকে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু আচার্য্যমতে ইহাতে অজ্ঞানীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আচার্য্যমতে জ্ঞানী কিছু নাও করিতে পারেন।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ। ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥১০

৮। [অতঃ] ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু, হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ, অকর্ম্মণঃ তে শরীরযাত্রা অপি চ ন প্রসিধ্যেৎ।

৯। [হে] কৌন্তেয়! যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ, [অতঃ ত্বং] তদর্থং মুক্তসঙ্গঃ [সন্] কর্ম্ম সমাচর।

১০। পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ, [যূয়ম্] অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্, এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু।

৮। [অতএব] তুমি নিত্য (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত) কর্ম্ম কর। যেহেতু, অকর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্ম না করা) হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, অকর্ম্মকারী তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

৯। [হে] কৌন্তেয়! যজ্ঞার্থ (অর্থাৎ পরমেশ্বরের আরাধনার্থ) কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিলে এই লোক, কর্ম্মে আবদ্ধ হয়, [অতএব তুমি] তদুদ্দেশ্যে কামনা-রহিত [হইয়া] কর্ম্ম আচরণ কর।

১০। পুরাকালে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত বর্ত্তমান

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২

১১ । অনেন [যূয়ং] দেবান্ ভাবয়ত, তে দেবাঃ [অপি] বঃ ভাবয়ন্তু, [এবং] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ ।

১২ । দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্তঃ] বঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে, তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ [স্বয়ং] ভুঙ্‌ক্তে, সঃ স্তেনঃ এব হি ।

প্রজা সকলকে সৃষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন, "[তোমরা] ইহার দ্বারা (অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা) উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর । এই (যজ্ঞ) তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক ।"

১১ । "এই (যজ্ঞ) দ্বারা [তোমরা] দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর, সেই দেবগণ [ও] তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন, [এই-রূপে] পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে ।"

১২ । "দেবগণ যজ্ঞদ্বারা সংবর্দ্ধিত [হইয়া] তোমা-দিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্যসমূহ প্রদান করিবেন । তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত (অন্নাদি ভোগ্যবস্তুসমূহ) তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ব্যক্তি [নিজে] ভোগ করে, সে চোরই [হয়] ।" * [এই জন্য শাস্ত্রে পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যবস্থা ।]

---

* এতদ্দ্বারা অজ্ঞের কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্মও ভাল বলা হইল

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫

১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে, যে তু আত্ম-কারণাৎ পচন্তি, তে পাপাঃ অঘম্ [এব] ভুঞ্জতে।

১৪। ভূতানি অন্নাৎ ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ, পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞঃ [চ] কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।

১৫। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং, ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং বিদ্ধি তস্মাৎ সর্ব্ব-গতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

১৩। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ স ল পাপ হইতে মুক্ত হন; যাহারা কিন্তু নিজের জন্য পাক করে সেই পাপাত্মারা পাপ(ই) ভোগ করে।*

১৪। জীবগণ অন্ন হইতে (উৎপন্ন) হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে হয় [এবং] যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

১৫। কর্ম্ম, ব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদ) হইতে উৎপন্ন [এবং],

* এস্থলে 'যজ্ঞ' শব্দে পঞ্চমহাযজ্ঞ লক্ষ্য।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি॥১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭*
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

১৬। [হে] পার্থ! এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রম্ ইহ যঃ ন অনুবর্ত্তয়তি, সঃ অঘা : ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি।

১৭। যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ আত্মতৃপ্তঃ এব চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।

১৮। ইহ কৃতেন তস্য অর্থঃ ন এব [অস্তি], [চ] অকৃতেন

ব্রহ্ম অক্ষর (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন জানিও, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা লভ্য)। [৪ অঃ ২৩-৩১ শ্লোক দেখ।]

১৬। [হে] পার্থ! এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুসরণ করে না, সেই পাপজীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ [ব্যক্তি] বৃথা জীবিত থাকে।

১৭। কিন্তু যে মানব আত্মাতে রত, ও আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম থাকে না। [ইহা পূর্ণ জ্ঞানীর কথা।]

১৮। ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তাঁহার পুণ্য

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥২০

কশ্চন [প্রত্যবায়ঃ] ন অস্তি, সর্ব্বভূতেষু চ অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন [বিদ্যতে]।

১৯। তস্মাৎ অসক্তঃ [সন্] সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর; হি পূরুষঃ অসক্তঃ [সন্] কর্ম্ম আচরন্ পরম্ আপ্নোতি।

২০। জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ [অতঃ] লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ [কর্ম্ম এব] কর্ত্তুম্ [ত্বম্] অর্হসি।

হয়ই না, [এবং] (কর্ম্মের) অনুষ্ঠান না করিলে কোন [পাপ] হয় না; আর সর্ব্বভূতে ইহাঁর কেহ [মোক্ষরূপ] অর্থসিদ্ধির জন্য আশ্রয়ণীয়ও নাই।

১৯। সেই হেতু অসক্ত (অর্থাৎ ফলকামনাত্যাগী) [হইয়া] সতত কর্ত্তব্যকর্ম্ম আচরণ কর। যেহেতু, পুরুষ অসক্ত [হইয়া] কর্ম্ম আচরণ করিলে পরম (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। [কর্ম্মের ফল কিন্তু চিত্তশুদ্ধি মাত্র]।

২০। জনকাদি কর্ম্মের দ্বারাই (বা কর্ম্মের সহিতই) সম্যক্‌সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; [অতএব] লোকরক্ষণরূপ প্রয়োজনও দেখিয়া [কর্ম্মই] করিতে [তুমি] যোগ্য হও।

যদ্‌যদাচারতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥২৩

২১। শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব [আচরতি], সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।

২২। [হে] পার্থ! মে কর্ত্তব্যং ন অস্তি, [যতঃ] ত্রিষু লোকেষু [মম] অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ কিঞ্চন ন [অস্তি, তথাপি অহং] কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ।

২৩। [হে] পার্থ। যদি অহম্ অতন্দ্রিতঃ [সন্] কর্ম্মণি জাতু ন বর্ত্তেয়ং, [তদ] হি মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে।

২১। শ্রেষ্ঠ (ব্যক্তি) যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর (ব্যক্তি) তাহা তাহাই [অনুষ্ঠান] করে। তিনি যাহা প্রমাণ করেন, লোকে তাহারই অনুগমন করে।

২২। [হে] পার্থ! আমার কর্ত্তব্য নাই, [যেহেতু] ত্রিলোকে [আমার] অপ্রাপ্ত [ও] প্রাপ্য কিছুই নাই। [তথাপি আমি] কর্ম্মে প্রবৃত্তই রহিয়াছি।

২৩। [হে] পার্থ! যদি আমি নিরলস [হইয়া]

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত!
কুর্য্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥২৫

২৪। চেৎ অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং, [তদা] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ চ [অহং] সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্, [এবম্ অহম্ এব] ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্।

২৫। [হে] ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ যথা [কর্ম্মাণি] কুর্ব্বন্তি, তথা অসক্তঃ [সন্] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ বিদ্বান্ [কর্ম্ম] কুর্য্যাৎ।

কর্ম্মে কখনও প্রবৃত্ত না হই, [তাহা হইলে] নিশ্চিতই মনুষ্য সকল আমার পথ সর্ব্বপ্রকারে অনুগমন করিবে।

২৪। যদি আমি কর্ম্ম না করি, [তাহা হইলে] এই লোকসকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং [আমি] বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব; [ঐইরূপে আমিই] এই সমস্ত প্রজাগণকে বিনষ্ট করিব। *

২৫। [হে] ভারত! কর্ম্মে আসক্ত মূর্খগণ যেরূপ [কর্ম্মসমূহ] করে, সেইরূপ অনাসক্ত [হইয়া] লোক-সমূহের রক্ষা ইচ্ছা করিয়া বিদ্বান্ (কর্ম্ম) করেন।

* এ উপদেশ কর্ম্মীরই জন্য এবং ইহা ভগবানের অবতার ভাবের কথা, ঈশ্বরভাবের কথা নহে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

২৬। কর্ম্মসঙ্গিনাম্ অজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ, [অপি তু] বিদ্বান্ যুক্তঃ [সন্] সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ [অজ্ঞানান্ কর্ম্মণি] জোষয়েৎ। ['জোষয়েৎ'—'যোজয়েৎ' পাঠান্তর]।

২৭। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি, [কিন্তু] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা "অহং কর্ত্তা" ইতি মন্যতে।

২৮। তু, [হে] মহাবাহো। গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে, ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

২৬। কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ করা উচিত নয়, [কিন্তু] বিদ্বান্‌ব্যক্তি (ব্রহ্মে)যুক্ত[হইয়া] সমুদায় কর্ম্ম আচরণ করিয়া [অজ্ঞদিগকে কর্ম্মে] নিযুক্ত করিবেন।

২৭। প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা) কর্ম্মসকল সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন হইতেছে; [কিন্তু] অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে।

২৮। পরন্তু [হে] মহাবাহো। গুণ ও কর্ম্মের

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

২৯। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে, কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ।

৩০। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য অধ্যাত্মচেতসা নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ বিগতজ্বরঃ ভূত্বা যুধ্যস্ব।

বিভাগের তত্ত্বজ্ঞ (ব্যক্তি) গুণ ('ইন্দ্রিয়গণই) গুণে (অর্থাৎ বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহা মনে করিয়া আসক্ত হন না (অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান করেন না)। [ইহাই পরম সাধনা]

২৯। প্রকৃতির [সত্ত্বাদি-]গুণদ্বারা সম্যক্ মূঢ়গণ গুণের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও তাহার) কর্ম্মে আসক্ত হয়, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ মন্দবুদ্ধিগণকে বিচালিত করিবেন না।

৩০। সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম-চিত্তদ্বারা (অর্থাৎ 'অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি' এইরূপ ভাবাপন্ন চিত্তের দ্বারা) নিষ্কাম, নির্ম্মম ও বিগতজ্বর হইয়া (অর্থাৎ শোকত্যাগ করিয়া) যুদ্ধ কর" *।

* এস্থলে "যুদ্ধ কর" বলিয়া প্রারব্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠানমাত্র করিতে বলা হইল। 'যুদ্ধই কর' ইহা বলা হইল না।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥৩৩

৩১। [মদ্‌বাক্যে] শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ যে মানবাঃ মে ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে।

৩২। যে তু এতৎ মে মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসঃ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি।

৩৩। জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে [যতঃ] ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি, [অতঃ] নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ?

৩১। [মদ্‌বাক্যে] শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবিবর্জ্জিত যে মানবগণ আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কর্ম্মদ্বারা মুক্তিলাভ করে। *

৩২। যাহারা কিন্তু এই আমার মত অসূয়া (=দ্বেষ) করিয়া অনুষ্ঠান করে না, সেই সকল অবিবেকী সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়গণকে নষ্ট [বলিয়া] জানিও।

৩৩। জ্ঞানবান্‌ও স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম

---

* নিষ্কাম্ কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি ; জ্ঞানের ফল মুক্তি।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

৩৪। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ, [অতএব] তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ।

৩৫। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ [অপি] স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, [তু] পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।

করিয়া থাকেন ; [যেহেতু] প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হয়, [অতএব ইন্দ্রিয়-] নিগ্রহ করিয়া কি করিবে ?

৩৪। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই [স্ব স্ব অনুকূল ও প্রতিকূল] বিষয়ে অনুরাগ ও দ্বেষ আছে ; [অতএব] তাহাদের বশবর্ত্তী হইবে না, যেহেতু, তাহারা ইহার (অর্থাৎ মুমুক্ষুর) শত্রু।

৩৫। সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ-[ও] স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ ; [কিন্তু] পরধর্ম্ম ভয়াবহ (অর্থাৎ নরকাদির হেতু হয়)। *

---

* অর্জ্জুনের পক্ষে এই স্বধর্ম্ম এস্থলে যুদ্ধাদি এবং পরধর্ম্ম এস্থলে ভিক্ষাটনাদি বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

৩৬। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] বার্ষ্ণেয়! অথ অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন: প্রযুক্তঃ [সন্] বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি?

৩৭। শ্রীভগবান্ উবাচ,—রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ [এব], এষঃ ক্রোধঃ, [এব], ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি।

৩৬। অর্জ্জুন কহিলেন, [হে] বার্ষ্ণেয়! আচ্ছা, ইচ্ছা না করিলেও এই পুরুষ কাহার দ্বারা প্রেরিত [হইয়া] বলপূর্ব্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ আচরণ করে।

৩৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন, [ইহা] রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত, দুষ্পূরণীয়, অত্যুগ্র এই কামই, এই ক্রোধই; এখানে (মোক্ষমার্গে) ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।*

---

* ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃই আমাদের পাপপুণ্যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয়। এ সংস্কার অনাদি।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০

৩৮। যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, [যথা] আদর্শঃ মলেন [আব্রিয়তে] যথা চ গর্ভঃ উল্বেন আবৃতঃ, তথা ইদং তেন আবৃতম্।

৩৯। [হে] কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা দুষ্পূরেণ অনলেন চ এতেন কামরূপেণ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

৪০। ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে; এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি।

৩৮। যেমন বহ্নি ধূমদ্বারা আবৃত হয়, [যেমন] দর্পণ মলদ্বারা [আবৃত হয়,] এবং যেমন গর্ভ জরায়ুদ্বারা আবৃত হয়, তদ্রূপ ইহা (অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানাত্মক অন্তঃকরণ) তাহার (অর্থাৎ কামের) দ্বারা আবৃত।

৩৯। [হে] কৌন্তেয়। জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় বহ্নির ন্যায় এই কামরূপদ্বারা জ্ঞান আবৃত।

৪০। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই [কামের] আবির্ভাব-

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ!।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

৪১। [হে] ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং পাপ্মানম্ এনং হি প্রজহি।

৪২। ইন্দ্রিয়াণি [দেহাদিভ্যঃ] পরাণি, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা আহুঃ, যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ, সঃ [এব আত্মা।]

স্থল বলা হয়; এই (কাম) এই (ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা) জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমুগ্ধ করে।

৪১। [হে] ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী পাপরূপ ইহাকে (অর্থাৎ কামকে) বিনাশ কর।

৪২। ইন্দ্রিয়গণ [দেহাদি হইতে] শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে কিন্তু বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বলা হয়, যিনি কিন্তু বুদ্ধির পর (শ্রেষ্ঠ), তিনিই [আত্মা]।

---

* জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ, এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান বুঝিতে হইবে। ইহারা অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ। আত্মা

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

৪৩। [হে] মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরম্ [আত্মানং] বুদ্ধ্বা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।

৪৩। [হে] মহাবাহো! এই প্রকারে বুদ্ধি হইতে পর [আত্মাকে] বিদিত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা মনকে স্থির করিয়া কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগ
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা—৪৩। প্রথমাবধি—(১১৯+৪৩)=১৬২]

মুক্তই, কেবল "আমি মুক্ত" এরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অন্তঃকরণকে লয় করিবার জন্যই সাধনা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ!॥২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ,—অহং বিবস্বতে ইমম্ অব্যয়ং যোগং প্রোক্তবান্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।

২। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং [যোগং] রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ, [হে] পরন্তপ! ইহ সঃ যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ [অভূৎ]।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি সূর্য্যদেবকে এই অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, [এবং] মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।

২। এইরূপে পরম্পরায় প্রাপ্ত এই [যোগ] রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন। [হে] পরন্তপ! ইহলোকে সেই যোগ দীর্ঘকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। *

---

* গীতোক্ত বিদ্যা অল্পজ্ঞ মনুষ্যবুদ্ধিপ্রসূত নহে এবং এই জন্যই যে ইহা প্রমাণ, তাহা এ স্থলে ভগবদ্বাক্য হইতেই জানা যায়। অপিচ ইহা ভগবানের হিরণ্যগর্ভাবস্থার উক্তি।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥

৩। [ত্বং] মে ভক্তঃ, চ সখা অসি, ইতি অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে এব প্রোক্তঃ, হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্।

৪। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—ভবতঃ জন্ম অপরম্, [তু] বিবস্বতঃ জন্ম পরম্ [তস্মাৎ] ত্বম্ আদৌ [বিবস্বতে ইমং যোগং] প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্।

৩। [তুমি] আমার ভক্ত এবং সখা হইতেছ, এজন্য এই সেই পুরাতন যোগ, অদ্য আমাকর্ত্তৃক তোমাকেই কথিত হইল; যেহেতু, ইহা উত্তম রহস্য।

৪। অর্জ্জুন কহিলেন, আপনার জন্ম পরে [হইয়াছে, কিন্তু] সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে [হইয়াছে; অতএব] আপনি প্রথমে [সূর্য্যকে এই যোগ] বলিয়াছিলেন—ইহা কি করিয়া জানিব? *

---

* গীতামধ্যে ভগবদ্বাক্যগুলি কখন ব্রহ্মদৃষ্টিতে, কখন ঈশ্বর ও কখন হিরণ্যগর্ভ দৃষ্টিতে এবং কখন অবতারদৃষ্টিতে উক্ত। অর্জ্জুন অবতাররূপী ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ! ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ! ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ! ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

---

৫ । শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] পরন্তপ অর্জ্জুন ! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি ; অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ, ত্বং [তু] ন বেত্থ ।

৬ । [অহম্] অজঃ অপি সন্, অব্যয়াত্মা [অপি সন্], ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্, স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি ।

৭ । [হে] ভারত ! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ [চ] অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি ।

---

৫ । শ্রীভগবান্ কহিলেন, [হে] পরন্তপ অর্জ্জুন ! আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে । আমি সেই সমস্ত জানি, তুমি [কিন্তু] তাহা জান না ।

৬ । [আমি] অজ হইলেও, অব্যয়স্বরূপ [হইলেও], ভূতসকলের ঈশ্বর হইলেও, নিজ প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া (আশ্রয় করিয়া) আত্মমায়াদ্বারা জন্মগ্রহণ করি ।

৭ । [হে] ভারত ! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি [ও]

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

৮। সাধূনাং পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাং বিনাশায় চ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে [অহং] সম্ভবামি।

৯। [হে] অর্জ্জুন ! যঃ মে এবং দিব্যং জন্ম, কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি [কিন্তু] মাম্ এতি।

১০। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ জ্ঞান-তপসা পূতাঃ বহবঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ।

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়,তখন আমি নিজেকে সৃজন করি।

৮। সাধুগণের (স্বধর্ম্মবর্ত্তিগণের) পরিত্রাণের (রক্ষার) জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে [আমি] জন্মপরিগ্রহ করি।

৯। [হে] অর্জ্জুন ! যিনি আমার এইরূপ দি[ব্য] জন্ম ও কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম প্রাপ্ত হন না, [কিন্তু] আমাকে প্রাপ্ত হন।

১০। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ-বর্জ্জিত, মন্ময় (মদেক-

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতিকর্ম্মজা॥১২

১১। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তান্ অহং তথা এব ভজামি। [হে] পার্থ। মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে।

১২। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ ইহ মানুষে লোকে [মাং বিহায়] দেবতাঃ যজন্তে, হি কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি।

চিত্ত) [ও] আমাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পূত অনেকে মদ্ভাব (মৎসাযুজ্য) প্রাপ্ত হইয়াছেন।*

১১। যাহারা যে-প্রকারে আমাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই প্রকারে (অর্থাৎ তাহাদের কামনানুসারে) অনুগ্রহ করি। [হে] পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার (ভজন-) মার্গের অনুগমন করে।

১২। কর্ম্মসমূহের সিদ্ধিকামিগণ এই মনুষ্যলোকে [আমাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি] দেবতাগণকে আরাধনা করে; যেহেতু, কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র হইয়া থাকে।

---

* ইহাতে বলা হইল জীব মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়। ৬ষ্ঠ শ্লোকে মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ অতি সুস্পষ্ট।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

১৩। ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং, তস্য কর্ত্তারম্ অপি অব্যয়ং মাং [ফলতঃ] অকর্ত্তারম্ [এব] বিদ্ধি।

১৪। কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি [যতঃ] কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন [বিদ্যতে], ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি, সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে।

১৫। এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতং তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্ম এব কুরু।

১৩। আমাকর্ত্তৃক গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে চারিবর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে; তাহার কর্ত্তা হইলেও অব্যয় আমাকে [ফলতঃ] অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও। *

১৪। কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, [যেহেতু] কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই। এইপ্রকারে যে ব্যক্তি আমাকে জানে, সে কর্ম্মসমূহদ্বারা বদ্ধ হয় না।

১৫। এইরূপ জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম

---

* এই চারিবর্ণকে চারিবর্ণী ভাবিয়া জাতিভেদের প্রমাণ দেওয়া হয়।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তেকর্ম্মপ্রবক্ষ্যামিযজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥১৭

১৬। কিং কর্ম্ম, কিম্ অকর্ম্ম, ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ, [অতএব] যৎ জ্ঞাত্বা [ত্বম্] অশুভাৎ মোক্ষ্যসে, তৎ কর্ম্ম তে [অহং] প্রবক্ষ্যামি।

১৭। কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং, অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং [তত্ত্বম্ অস্তি,] হি কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা।

করিয়াছেন ; অতএব তুমি প্রাচীনগণের পূর্ব্বতর কৃত কর্ম্মই কর।

১৬। কোন্‌টি কর্ম্ম, (অর্থাৎ কর্ত্তব্য), কোন্‌টি অকর্ম্ম (অর্থাৎ অকর্ত্তব্য), এই বিষয়ে পণ্ডিতগণও বিমুগ্ধ ; [অতএব] যাহা জানিয়া [তুমি] অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে [আমি] বলিতেছি।

১৭। কর্ম্মের [অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের]ও জ্ঞাতব্য [তত্ত্ব], এবং বিকর্ম্মের [অর্থাৎ অবিহিত কর্ম্মেরও] জ্ঞাতব্য [তত্ত্ব এবং] অকর্ম্মের [অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগেরও] জ্ঞাতব্য [তত্ত্ব আছে], যেহেতু, কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈবকিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

১৮। যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেৎ, চ যঃ অকর্ম্মণি কর্ম্ম [পশ্যেৎ], সঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

১৯। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ, বুধাঃ তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং পণ্ডিতম্ আহুঃ।

২০। [যঃ] কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ সঃ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি।

১৮। যে ব্যক্তি [পরমেশ্বরারাধনরূপ] কর্ম্মে 'কর্ম্ম নয়' দেখেন, ও যিনি কর্ম্মত্যাগে কর্ম্ম [দেখেন,] তিনি মনুষ্য-মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী [ও] সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।

১৯। যাঁহার সকল কর্ম্ম, কাম ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, জ্ঞানিগণ, সেই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্ম্মাকে পণ্ডিত বলেন।

২০। [যিনি] কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত [ও] নিরাশ্রয়, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

২১। [সঃ] কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নিরাশীঃ যতঃ-চিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ [সন্] কিল্বিষং ন আপ্নোতি।

২২। [অপি চ সঃ] যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ [অতএব] বিমৎসরঃ, সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ; [অতঃ সঃ, কর্ম্ম] কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে।

২৩। গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে।

---

২১ [তিনি] কেবল শরীরধারণের জন্য কর্ম্মকারী, নিষ্কাম, সংযতচিত্ত, সংযতশরীর [ও] সমুদায় ভোগোপ-করণপরিত্যাগী [হইয়া] পাপ প্রাপ্ত হন না।

২২। [আরও তিনি] স্বয়মুপস্থিত বস্তুলাভে সন্তুষ্ট, (শীতোষ্ণাদি) দ্বন্দ্বের অতীত, [অতএব] নির্ব্বৈর, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান, [এজন্য কর্ম্ম] করিয়াও আবদ্ধ হন না।

২৩। গতসঙ্গ (নিষ্কাম) ও (রাগাদি)মুক্ত এবং জ্ঞানে

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

২৪। অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং [ব্রহ্ম], তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্।

২৫। অপরে যোগিনঃ দৈবং যজ্ঞম্ এব পর্য্যুপাসতে, অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি।

অবস্থিতচিত্ত, [এবং] যজ্ঞার্থ [অর্থাৎ পরমেশ্বরারাধনার্থ] কর্ম্ম আচরণকারীর সমুদায় কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্ম ও তাহার সংস্কার পর্য্যন্ত) বিলুপ্ত হয়।

২৪। অর্পণ [অর্থাৎ স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র] ব্রহ্ম, হবিঃ (অর্থাৎ ঘৃত) ব্রহ্ম, ব্রহ্ম[রূপ] অগ্নিতে ব্রহ্মকর্তৃক হোমও [ব্রহ্ম], সেইহেতু ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা ব্রহ্মই গন্তব্য। [১২ প্রকার যোগের মধ্যে ইহা ১ম প্রকার]।

২৫। অপর [কর্ম্ম-] যোগিগণ [ইন্দ্র-বরুণাদি দেবতা-পূজারূপ] দৈবযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন; আর অ. (জ্ঞানযোগিগণ) ব্রহ্ম-[-রূপ] অগ্নিতে [ব্রহ্ম]-যজ্ঞ রূপ [উপায়দ্বারাই] যজ্ঞকে হবন করেন (অর্থাৎ কর্ম্মের প্রবিলাপন করেন)। [ইহারা ২য় ও ৩য় প্রকার।]

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮

২৬। অন্যে [নৈষ্ঠিকাঃ] সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি, অন্যে [গৃহস্থাঃ] শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।

২৭। অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি, প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি।

২৮। তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপোযজ্ঞাঃ, যোগযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ।

২৬। অন্য [নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ] সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেন ; অন্য [গৃহিগণ] শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। [ইহারা ৪র্থ ও ৫ম প্রকার।]

২৭। অপর [ধ্যাননিষ্ঠগণ] জ্ঞানদ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞেয়-বিষয়দ্বারা) প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমুদায় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আহুতি দেন। (৬ষ্ঠ প্রকার)।

২৮। তদ্রূপ অপর সংশিতব্রত (অর্থাৎ সম্যক্ তীক্ষ্ণব্রত)

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরেনিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌প্রাণেষু জুহ্বতি॥২৯
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌॥ ৩০

২৯। অপরে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ [সন্তঃ] অপানে প্রাণং জুহ্বতি, তথা প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণে অপানং [জুহ্বতি], অপরে নিয়তাহারাঃ [সন্তঃ] প্রাণেষু প্রাণান্‌ জুহ্বতি।

৩০। এতে সর্ব্বে যজ্ঞবিদঃ অপি যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি।

যতিগণ, দ্রব্যযজ্ঞ (দান), তপোযজ্ঞ (চান্দ্রায়ণাদি ব্রত) যোগযজ্ঞ (সমাধি), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) দ্বারা জ্ঞান-(বেদার্থজ্ঞানরূপ) যজ্ঞপরায়ণ হন। [৭—১০ম প্রকার।]

২৯। অপরে প্রাণায়ামপরায়ণ [হইয়া পূরকদ্বারা] অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুকে হবন করেন, এবং [কুম্ভক-দ্বারা] প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করিয়া প্রাণে অপানকে [হবন করেন ও] অপরে মিতাহারী [হইয়া] প্রাণে প্রাণকে হবন করেন। [ইহারা ১১শ ও ২২শ প্রকার।]

৩০। এই সকল যজ্ঞতত্ত্ববিৎও যজ্ঞদ্বারা ক্ষীণপাপ ও

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩

৩১। [হে] কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য অয়ং লোকঃ ন অস্তি, কুতঃ [তস্য] অন্যঃ।

৩২। ব্রহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধা যজ্ঞাঃ বিততাঃ; [ত্বং] তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।

৩৩। [হে] পরন্তপ। দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ [যতঃ হে] পার্থ। সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

যজ্ঞশেষরূপ অমৃতভোজী [হইয়া] সনাতন ব্রহ্মকে পান।

৩১। [হে] কুরুসত্তম! যজ্ঞহীন ব্যক্তির ইহলোক নাই; কোথায় [তাহার] পরলোক?

৩২। বেদের মুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে, (তুমি) সেইগুলিকে কর্ম্মজাত বলিয়া জানিও, এইরূপ (অর্থাৎ আত্মা কর্ম্মের অগোচর) জানিলে মুক্ত হইবে।

৩৩। [হে] পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, [যেহেতু, হে] পার্থ! সমুদায় অখিল অর্থাৎ ফল সহিত) কর্ম্ম, জ্ঞানে পরিসমাপ্ত (অন্তর্ভূত) হয়।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

৩৪। [ত্বম্] তৎ [জ্ঞানং] প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া [চ] বিদ্ধি, [যৎ] জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ তে উপদেক্ষ্যন্তি।

৩৫। [হে] পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ [ত্বম্] এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন [ত্বম্] ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি।

৩৬। চেৎ [ত্বং] সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ অসি, [তথাপি] সর্ব্বং বৃজিনং [তেন] জ্ঞানপ্লবেন এব সন্তরিষ্যসি।

৩৪। [তুমি] সেই [জ্ঞান] প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা প্রাপ্ত হও; [যে] জ্ঞান তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তোমায় উপদেশ দিবেন।

৩৫। [হে] পাণ্ডব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর [তুমি] ঈদৃশ (বন্ধুবধাদিজন্য) মোহ প্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানদ্বারা [তুমি] ভূত সকলকে আত্মাতে অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দেখিবে।

৩৬। যদি [তুমি] সমুদায় পাপী অপেক্ষা

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

৩৭। [হে] অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

৩৮। ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন হি বিদ্যতে, কালেন যোগসংসিদ্ধঃ আত্মনি স্বয়ম্ [এব] তৎ বিন্দতি।

অধিকতর পাপী হও, [তথাপি] সমুদায় পাপসাগর, [সেই] জ্ঞানরূপ পোতদ্বারাই পার হইবে।

৩৭। [হে] অর্জ্জুন! যেরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি, কাষ্ঠ-সমূহকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকেই ভস্মীভূত করিয়া থাকে। *

৩৮। ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্রকর [কিছুই] নাই। যথাকালে [কর্ম্ম-]-যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তি আত্মাতে স্বয়ংই তাহা (অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞান) লাভ করেন।

* "সকল কর্ম্ম" বলিতে ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। প্রারব্ধকর্ম্ম, ভোগদ্বারাই ক্ষয় হয়।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়! ॥ ৪১

৩৯। শ্রদ্ধাবান্, তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে জ্ঞানং লব্ধা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

৪০। অজ্ঞঃ অশ্রদ্ধধানঃ চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি, সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন, ন পরঃ, ন সুখম্ অস্তি।

৪১। [হে] ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ম্ আত্মবন্তং [জনং] কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।

৩৯। [গুরূপদেশে] শ্রদ্ধাবান্, [গুরূপাসনাদিতে] তৎপর [ও] জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞান-লাভ করিয়া অচিরাৎ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন।

৪০। অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্ম ব্যক্তি [স্বার্থ হইতে] বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংশয়াত্মার ইহ-লোক নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই।

৪১ [হে] ধনঞ্জয়! যিনি [পরমেশ্বরারাধনা-প] যোগদ্বারা [পরমেশ্বরে] সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া-

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত! ৪২

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

৪২। [হে] ভারত! তস্মাৎ [ত্বম্] আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগ আতিষ্ঠ; উত্তিষ্ঠ।

ছেন এবং [আত্মা ও ঈশ্বরের একত্বদর্শনরূপ] জ্ঞানদ্বারা (দেহাদিতে অভিমানলক্ষণ) সমস্ত সংশয় সম্যক্‌রূপে ছিন্ন করিয়াছেন, সেই আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) ব্যক্তিকে [লোকসংগ্রহার্থ অথবা ভিক্ষাটনাদি স্বাভাবিক] কর্ম্মসকল বদ্ধ করিতে পারে না।

৪২। [হে] ভারত! অতএব [তুমি] আত্ম-বিষয়ক অজ্ঞানজনিত হৃদয়নিহিত (অর্থাৎ বুদ্ধিস্থিত) এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া [উপরি-উক্ত কর্ম্ম] যোগের অনুষ্ঠান কর ও উঠ।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

[শ্লোকসংখ্যা—৪২। প্রথমাবধি (১৬২+৪২)=২০৪।]

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাসযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ! পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] কৃষ্ণ! [ত্বং] কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং [কথয়সি] পুনঃ চ যোগং শংসসি, এতয়োঃ যৎ মে শ্রেয়ঃ. তৎ একং সুনিশ্চিতং ব্রূহি।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ,—সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ, তু তয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে।

১। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] কৃষ্ণ! [তুমি] কর্ম্মের ত্যাগের কথা [বলিয়াছ], পুনর্ব্বার কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের কথা বলিতেছ; এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার শ্রেয়স্কর, সেই একটি সুনিশ্চিত করিয়া বল।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[কর্ম্ম]-সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই [জ্ঞানহেতু বলিয়া] মোক্ষজনক; কিন্তু তাহাদের মধ্যে [অজ্ঞানী মুমুক্ষুর নিকট প্রথমতঃ] কর্ম্মত্যাগ হইতে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪

৩। [হে] মহাবাহো! যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি, [চ] সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ হি নির্দ্বন্দ্বঃ সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

৪। বালাঃ সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথক্ [ইতি] প্রবদন্তি, [তু] পণ্ডিতাঃ ন; [উভয়োঃ মধ্যে] একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ [সন্] উভয়োঃ ফলং বিন্দতে।

৩। [হে] মহাবাহো! যিনি দ্বেষ করেন না [ও] আকাঙ্ক্ষা করেন না, [কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও] তিনি নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু [তাদৃশ রাগ-দ্বেষাদি] দ্বন্দ্বপরিশূন্য ব্যক্তিই সুখে বন্ধ (অর্থাৎ সংসারাসক্তি) হইতে মুক্ত হন।•

৪। মূর্খেরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ [এই-রূপ] বলিয়া থাকে, [কিন্তু] পণ্ডিতেরা [তাহা বলেন] না। [উভয়ের মধ্যে] একটিতেও সম্যক্‌রূপে অবস্থিত [হইলে] উভয়ের ফললাভ হয়। *

* সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ অঙ্গ ও প্রধানরূপে অবস্থাভেদে মিলিত হয়, এজন্য ইহাদের বিকল্প সম্ভব হয় না।

যৎসাংখ্যৈঃপ্রাপ্যতেস্থানংতদ্যোগৈরপিগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো! দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

৫। সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে,যোগৈঃ অপি তৎ [এব জ্ঞান-দ্বারেণ] গম্যতে, যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ একং পশ্যতি, সঃ পশ্যতি।
৬। [হে] মহাবাহো! অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ দুঃখম্ আপ্তুম্ [এব]; তু যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি।
৭। যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্ব-ভূতাত্মভূতাত্মা [কর্ম্ম] কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে।

৫। সাংখ্য (অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণকর্ত্তৃক) যে [মোক্ষাখ্য] স্থান প্রাপ্ত হয়, [কর্ম্ম-]যোগিগণকর্ত্তৃকও সেই স্থানই [পরে জ্ঞানদ্বারা] প্রাপ্ত হয়। যিনি সাংখ্য ও কর্ম্ম-যোগকে একরূপ দেখেন, তিনিই [সম্যক্] দর্শন করেন।

৬। [হে] মহাবাহো। [কর্ম্ম]-যোগ ভিন্ন সন্ন্যাস দুঃখলাভেরই হেতু হয়, কিন্তু [কর্ম্ম-]যোগযুক্ত মুনি অবিলম্বে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

৭। যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত বশীকৃতশরীর, জিতে-

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্‌শৃণ্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিঘ্রন্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌
প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌ গৃহ্নন্‌ উন্মিষন্‌ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌॥ ৯

৮-৯। যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্‌ শৃণ্বন্‌, স্পৃশন্‌, জিঘ্রন্‌, অশ্নন্‌, গচ্ছন্‌, স্বপন্‌, শ্বসন্‌, প্রলপন্‌, বিসৃজন্‌, গৃহ্নন্‌, উন্মিষন্‌, নিমিষন্‌ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্‌ [অহং] কিঞ্চিৎ এব করোমি ইতি মন্যে ।

ন্দ্রিয় এবং যাহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, * [তিনি লোককে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এবং স্বাভাবিক শৌচাদি কর্ম্ম] করিলেও লিপ্ত হয় না।

৮-৯। [কর্ম্মযোগ-]যুক্ত [ব্যক্তি ক্রমে] তত্ত্ববিৎ [হইয়া] দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসকর্ম্ম, কথোপকথন, ত্যাগ, গ্রহণ, [চক্ষুর] উন্মীলন ও নিমীলন করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে—এইরূপ ধারণা করিয়া "[আমি] কিছুই করি না" এইরূপ মনে করেন।

* "যাহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ" বলায় বুঝাইল, যিনি স্বীয় আত্মাকে অপর ভূতগণের আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া সর্ব্বভূতস্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে অদ্বৈত বিবেচনা করেন।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

১০। যঃ কর্ম্মাণি ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি, সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন ন লিপ্যতে।

১১। যোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে সঙ্গং ত্যক্ত্বা কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি।

১২। যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠীকীং শান্তিম্ আপ্নোতি, অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ [সন্] নিবধ্যতে।

১০। যিনি কর্ম্ম সকল ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া [এবং কর্ম্মফলের] আসক্তি ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করেন, তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না।

১১। [কর্ম্ম-] যোগিগণ, চিত্তশুদ্ধির জন্য [কর্ম্ম-ফলের] আসক্তি ত্যাগ করিয়া কায়, মন, বুদ্ধি ও কেবল (অর্থাৎ কর্ম্মাভিনিবেশরহিত) ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম করেন।

১২। [যোগ-]যুক্ত [ব্যক্তি] কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিক (আত্যন্তিক) শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। অযুক্ত

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্॥ ১৩
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

১৩। বশী দেহী মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য সুখং নবদ্বারে পুরে ন এব কুর্ব্বন্ ন [এব] কারয়ন্ আস্তে।

১৪। প্রভুঃ লোকস্য ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি ন কর্ম্মফল-সংযোগং [চ] সৃজতি, স্বভাবঃ তু [কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ] প্রবর্ত্ততে।

(অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ব্যক্তি) কামতঃ প্রবৃত্তি-প্রযুক্ত [কর্ম্ম-] ফলে আসক্ত [হইয়া] আবদ্ধ হন।

১৩। বশী (অর্থাৎ জিতচিত্ত) দেহী, মনদ্বারা সর্ব্ব-[বিক্ষেপকর] কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া (অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া) সুখে নয়টি দ্বারবিশিষ্ট পুরে (অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য শরীরে) [স্বয়ং কোন কর্ম্ম] না করিয়া [এবং কাহাকেও কোন কর্ম্ম] না করাইয়া অবস্থান করেন।

১৪। প্রভু (ঈশ্বর) লোকের, না কর্ত্তৃত্ব, না কর্ম্ম, না কর্ম্মফলের সংযোগ—সৃজন করেন, কিন্তু স্বভাব (অর্থাৎ মনুষ্যের পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কাররূপ অবিদ্যা) [কর্ত্তৃত্বাদি-রূপে] প্রবর্ত্তিত হয়।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

১৫। বিভুঃ কস্যচিৎ ন পাপং ন চ সুকৃতম্, এব আদত্তে, অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতম্, তেন (হেতুনা) জন্তবঃ মুহ্যন্তি।

১৬। তু আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তেষাং জ্ঞানম্ তৎ পরম্ আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি।

১৭। তৎপরায়ণাঃ তন্নিষ্ঠাঃ তদাত্মানঃ তদ্‌বুদ্ধয়ঃ জ্ঞাননির্দ্ধূত-কল্মষাঃ [সন্তঃ] অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি।

১৫। বিভু (পূর্ণকাম ঈশ্বর) কাহারও, না পাপ এবং না সুকৃতই গ্রহণ করেন; অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত, সেইহেতু জন্তুগণ মুগ্ধ হয়।

১৬। কিন্তু আত্মার জ্ঞানদ্বারা যাহাদের সেই অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞান সেই পরব্রহ্মকে আদিত্যবৎ প্রকাশ করে, (অর্থাৎ সূর্য্য যেমন তমোনাশদ্বারা সর্ব্ববস্তুকে প্রকাশ করে, পরব্রহ্মকে তদ্রূপ প্রকাশ করে)।

১৭। তিনি যাঁহাদের আশ্রয়, [অতএব] তাহাতেই

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

১৮　বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি শ্বপাকে চ এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ (ভবন্তি)।

১৯। যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ হি, ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ, তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি [এব] স্থিতাঃ।

যাঁহাদের নিষ্ঠা (অর্থাৎ অভিনিবেশ বা তাৎপর্য্য) [অতএব] তাঁহাতেই যাহাদের আত্মা (অর্থাৎ প্রযত্ন, অথবা পরব্রহ্মই যাঁহাদের আত্মা) [অতএব] তাঁহাতেই (অর্থাৎ পরমাত্মাতেই) যাঁহাদের [নিশ্চয়াত্মিকা] বুদ্ধি, তাঁহারা জ্ঞানদ্বারা বিধৌতপাপ [হইয়া] অপুনরাবৃত্তি (অর্থাৎ (মুক্তি) প্রাপ্ত হন।

১৮। বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন।

১৯। যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত, এই স্থানেই তাঁহারা সংসার জয় (নিবৃত্ত) করেন, যেহেতু, ব্রহ্মই সম ও নির্দ্দোষ; সেইহেতু তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত হন।

---

* ১৬-১৭ শ্লোকে অজ্ঞানের জ্ঞাননাশ্যত্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইল।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য,
নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১

* ২০। ব্রহ্মণি [এব] স্থিতঃ ব্রহ্মবিৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ [যতঃ সঃ] স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ।
২১। বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং, [তৎ] বিন্দতি [ততঃ] সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা [তৎ] অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে।

২০। ব্রহ্মে[ই] স্থিত, ব্রহ্মবিৎ, প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্ট হন না, এবং অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না, [যেহেতু তিনি] স্থিরবুদ্ধি ও অসংমূঢ়।

২১। বাহ্যবিষয়ে অনাসক্তচিত্ত (ব্যক্তি), অন্তঃকরণে যে [উপশমাত্মক সাত্ত্বিক] সুখ হয়, [তাহা] লাভ করেন, [তৎপরে] তিনি ব্রহ্মে [সমাধি-যোগদ্বারা] যুক্তমনা হইয়া [সেই] অক্ষয় সুখ লাভ করেন। *

* এই দুই শ্লোকের দ্বারা জীবন্মুক্তের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সুখবোধ যাবৎ দেহাদি বর্ত্তমান থাকে তাবৎকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। দেহাদিনাশে সুখস্বরূপে অবস্থিতি ঘটে। এ সময় ভেদজ্ঞান থাকে কিন্তু তাহা মিথ্যা মনে হয়।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

২২। [হে] কৌন্তেয়! সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ, তে হি দুঃখযোনয়ঃ এব, আদ্যন্তবন্তঃ চ, [অতঃ] বুধঃ তেষু ন রমতে।

২৩। যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ ইহ সোঢ়ুং শক্নোতি, সঃ এব যুক্তঃ, সঃ [এব] নরঃ সুখী।

২৪। যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ, তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ, সঃ এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ [সন্] ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি।

২২। [হে] কৌন্তেয়! বিষয়জনিত যে ভোগসকল তাহারা দুঃখেরই হেতু [এবং] আদি-অন্তযুক্ত হয়। [এই জন্য] পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না।

২৩। যিনি শরীরনাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কামক্রোধোদ্ভব বেগ, তদুদ্ভবসময়ে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত (অর্থাৎ সমাহিত), সেই ব্যক্তিই সুখী।

২৪। যিনি আত্মাতেই সুখী, আত্মক্রীড় এবং যিনি আত্মতৃপ্তিসম্পন্ন, সেই-ই যোগী ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মরূপ)

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরেভ্রুবোঃ
প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭

২৫। ক্ষীণকল্মষাঃ, ছিন্নদ্বৈধাঃ, যতাত্মানঃ, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে।

২৬। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে।

২৭-২৮। বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ [এব] কৃত্বা চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব [কৃত্বা] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা

[হইয়া] ব্রহ্মনির্ব্বাণ (অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য) লাভ করেন। *

২৫। ক্ষীণপাপ, সংশয়রহিত, যতচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতে রত ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

২৬। কামক্রোধপরিমুক্ত, যতচিত্ত, বিদিতাত্মা যতিগণের [ইহকাল পরকাল] উভয়ত্রই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান থাকে। জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন]।

২৭-২৮। বাহ্য বিষয়গুলিকে [মনের] বাহিরে[ই]

---

* এতদ্দ্বারা গীতার লক্ষ্য নির্ব্বাণ নির্ব্বিশেষ মুক্তি জানা যায়।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ, সঃ সদা মুক্তঃ এব ।

২৯ । [সঃ] মাং যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি ।

রাখিয়া এবং চক্ষুকে ভ্রূর মধ্যেই [রাখিয়া], নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানকে সমান করিয়া সংযতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি, মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ-শূন্য যে মুনি, তিনি সদাই [জীবিতাবস্থাতেও] মুক্ত ।

২৯ । [তিনি] আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, (অর্থাৎ তজ্জন্য প্রীতিরূপ ফলের অনুভবকর্ত্তা) সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে
সন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

[শ্লোক-সংখ্যা ২৯ । প্রথমাবধি—(২০৪+২৯)=২৩৩]

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব!
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ,—যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি, সঃ সন্ন্যাসী চ, যোগী চ, ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ।

২। [হে] পাণ্ডব! যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ, তং যোগং বিদ্ধি, হি অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যিনি কর্ম্মফলাকে আশ্রয় না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী; নিরগ্নি (অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী) এবং অক্রিয় (অর্থাৎ পুষ্করিণীখননাদি পূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী) [ব্যক্তি সন্ন্যাসী বা যোগী] নহেন।

২। [হে] পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাই যোগ বলিয়া জান, যেহেতু, সঙ্কল্পত্যাগী না হইলে কেহই যোগী হন না।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

৩। যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে, [তু] তস্য যোগারূঢ়স্য শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে।

৪। [সঃ] যদা হি ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মসু [চ] অনুষজ্জতে তদা সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে।

৫। [বিবেকযুক্তেন] আত্মনা আত্মানং [সংসারাৎ] উদ্ধরেৎ ন [তু] আত্মানম্, অবসাদয়েৎ, হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ।

৩। [জ্ঞান-]-যোগে আরোহণেচ্ছু মুনির কর্ম্মকেই কারণ বলা হয়। [কিন্তু] তিনিই যোগারূঢ় হইলে শমকেই (অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগকেই) কারণ বলা হয়।

৪। [তিনি] যখনই, না ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে [এবং] না [তৎসাধন] কর্ম্মসমূহে আসক্ত হন, তখন সর্ব্ব সঙ্কল্পত্যাগী যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।

৫। [বিবেকযুক্ত] আত্মার (মনের) দ্বারা আত্মাকে

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭

৬। যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ, আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ত্ততে।

৭। জিতাত্মনঃ [অতএব] প্রশান্তস্য পরম্ আত্মা শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ [ভবতি]।

(জীবকে) [সংসার হইতে] উদ্ধার করিবে। [কিন্তু] আত্মাকে অধোনয়ন করিবে না; যেহেতু, আত্মাই (মনই) আত্মার (জীবের) বন্ধু এবং আত্মাই (মনই) আত্মার (জীবের) শত্রু।

৬। যে আত্মার (জীবের) দ্বারাই আত্মা (মন) জয় করা হইয়াছে, আত্মা (মন) সেই আত্মার (সেই জীবের) বন্ধু, এবং অনাত্মার (অর্থাৎ যে জীবের মন বিবেকবলে বশীভূত হয় নাই, তাহার) আত্মাই (মনই) শত্রুর ন্যায় শত্রুতাচরণ করে।

৭। জিতমনা [অতএব] প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিরই কেবল আত্মা শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ এবং মানাপমানে সমাহিত (অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ) থাকে।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা [অতঃ] কূটস্থঃ [অতএব] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।

৯। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষু পাপেষু চ সমবুদ্ধিঃ অপি বিশিষ্যতে।

১০। যোগী একাকী সততং রহসি স্থিতঃ [সন্] যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ [সন্] আত্মানং যুঞ্জীত।

৮। জ্ঞান ও বিজ্ঞানদ্বারা যাঁহার আত্মা তৃপ্ত, যিনি কূটস্থ (নির্ব্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট, পাষাণ ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানী, সেই যোগী 'যুক্ত' নামে অভিহিত হন।

৯। সুহৃদ্, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও পাপীতে যিনি সমবুদ্ধি, তিনিই প্রধান।

১০। যোগী ব্যক্তি একাকী সতত নির্জ্জনে থাকিয়া, অন্তঃকরণ ও দেহকে বশীভূত করিয়া, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য [হইয়া] চিত্তকে সমাহিত করিবেন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩

১১-১২। শুচৌ দেশে ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ আত্মনঃ স্থিরম্ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য, তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ।

১৩-১৪। কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলং ধারয়ন্ স্থিরঃ [সন্] স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ প্রশান্তাত্মা বিগ-

---

১১-১২। পবিত্র স্থানে না অতি-উচ্চ ও না অতি-নীচভাবে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র—এই ক্রমে নিজের জন্য স্থির আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসংযমকারী (যোগী) চিত্তবিশুদ্ধির জন্য যোগ করিবে।

১৩-১৪। দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমান ও অচল রাখিয়া, স্থির [হইয়া] নিজ নাসিকার অগ্রভাগ দেখিয়া এবং দিক্-সমূহ না দেখিয়া প্রশান্তচিত্ত, বিগতভয় ও

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্তআসীত মৎপরঃ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন!॥ ১৬

তভাঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ [সন্] মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ [ভূত্বা] আসীত।

১৫। এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ নিয়তমানসঃ যোগী নির্ব্বাণ-পরমাং মৎসংস্থাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

১৬। [হে] অর্জ্জুন! তু অত্যশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ, ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য, ন চ এব জাগ্রতঃ [যোগম্ অস্তি]।

ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিত [হইয়া] মনকে সংযত করিয়া মৎচিত্ত, মৎপরায়ণ ও যুক্ত [হইয়া] অবস্থান করিবে।

১৫। এইরূপে সদা চিত্তকে সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত যোগী পরমনির্ব্বাণরূপা মদ্রূপে-অবস্থিতরূপা শান্তি প্রাপ্ত হন। [ভগবানে অবস্থিতিই নির্ব্বাণ।]

১৬। [হে] অর্জ্জুন! কিন্তু অধিকভোজনশীলের যোগ হয় না; আর না একান্ত-অনাহারীর ও না অধিক-নিদ্রাতুর এবং না অতিজাগরণশীল ব্যক্তির [যোগ হয়]।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

১৭। যুক্তাহারবিহারস্য, কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য, যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি।

১৮। যদা বিনিয়তং চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ [যোগী] যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।

১৯। যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে, আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা।

১৭। পরিমিত আহারবিহারশীল, কর্ম্মে নিয়মিত চেষ্টা-যুক্ত ও নিয়মিত নিদ্রাজাগরণশীলের যোগ দুঃখহর হয়।

১৮। যখন সুসংযত চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান করে, তখন যাবতীয় কাম্যবিষয়ে নিঃস্পৃহ [যোগী] যুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়।

১৯। যেমন বায়ুশূন্যদেশস্থিত দীপ কম্পিত হয় না। আত্মার যোগ অনুষ্ঠানকারী সংযতচিত্তযোগীর তাহা উপমা বলিয়া স্মরণ করা হয়।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥২২

২০-২৪। যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং উপরমতে, যত্র চ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি, যত্র অয়ং যৎ তৎ (কিম্ অপি) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ আত্যন্তিকং সুখম্ এব বেত্তি, যত্র চ স্থিতঃ [সন্] তত্ত্বতঃ ন চলতি, যং লব্ধ্বা চ ততঃ অধিকম্ অপরং

২০-২৪। যেখানে যোগসেবার দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত হয়, আর যে অবস্থায় [যোগী পবিত্র] অন্তঃ-করণদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মাতেই তুষ্ট হয়; যে অবস্থায় এই [যোগী] সেই যৎকিঞ্চিৎ, বুদ্ধিগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখই অনুভব করে; আর [যে অবস্থায়] স্থিত [হইলে আত্ম-] তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না, আর যাহাকে পাইয়া তদপেক্ষা অধিক অপর [কিছু] লাভ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, যাহাতে থাকিলে মহদ্দুঃখের দ্বারাও বিচালিত হয় না, তাহাকে দুঃখ-

তং বিদ্যাৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥২৩
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃশনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥২৫

লাভং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে, তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ; অনির্ব্বিণ্ণচেতসা সঙ্কল্পপ্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা চ মনসা এব সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য, স যোগঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ।

২৫। ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ।

সংযোগের বিয়োগরূপ যোগ বলিয়া জানিবে; নির্ব্বেদ-শূন্যচিত্তদ্বারা সংকল্পপ্রভব সমুদায় কামনাগুলিকে অশেষ-ভাবে ত্যাগ করিয়া [এবং] মনের দ্বারাই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিশেষরূপে নিয়মিত করিয়া সেই যোগ নিশ্চয়জ্ঞানসহকারে অভ্যাস করিবে।

২৫। ধারণার দ্বারা বশীকৃতা যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি-দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্‌রূপে স্থাপিত করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে; কিছুই চিন্তা করিবে না।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

২৬। [স্বভাবতঃ] চঞ্চলম্ অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি, ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য আত্মনি এব বশং নয়েৎ।

২৭। হি উত্তমং সুখং, শান্তরজসম্ [অতএব] প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্ এনং যোগিনম্ উপৈতি।

২৮। এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে।

২৬। [স্বভাবতঃ] চঞ্চল [ও ধারণা করিলেও] অস্থির মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতেই বশ করিবে।

২৭। যেহেতু, উত্তম সুখ, রজোগুণহীন, [সুতরাং] প্রশান্তমনা, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত এই যোগীকে আশ্রয় করে।

২৮। এইরূপে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ যোগী সুখে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন।)

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥৩১

২৯। যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে।

৩০। যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি, চ ময়ি সর্ব্বং পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি, চ সঃ মে ন প্রণশ্যতি।

৩১। যঃ একত্বম্ আস্থিতঃ [সন্] সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি, সঃ যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ময়ি বর্ত্ততে।

২৯। যোগে যুক্ত-(অর্থাৎ সমাহিত)-চিত্ত, সর্ব্বত্র সম (অর্থাৎ ব্রহ্ম-)-দর্শনকারী [যোগী] আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থিত এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন।

৩০। যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং আমাতে সমুদায়কে দেখেন, আমি তাঁহার প্রনষ্ট হই না (অর্থাৎ আমি তাঁহার পরোক্ষ হই না) এবং তিনি আমার প্রনষ্ট হন না (অর্থাৎ তিনি আমার পরোক্ষ হন না।)

৩১। যে ব্যক্তি [আমার সহিত] অভেদে অব-

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহংনপশ্যামি চঞ্চলত্বাৎস্থিতিংস্থিরাম্ ॥ ৩৩

৩২। [হে] অর্জ্জুন। যঃ সর্ব্বত্র আত্মৌপম্যেন সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি, সঃ যোগী পরমঃ মতঃ।

৩৩। অর্জ্জুনঃ উবাচ—[হে] মধুসূদন। ত্বয়া সাম্যেন অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ অহং [মনসঃ] চঞ্চলত্বাৎ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং ন পশ্যামি।

স্থিত [হইয়া] সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন সেই যোগী সর্ব্বপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিয়াও আমাতেই অবস্থান করিয়া থাকেন।

৩২। [হে] অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি সকল প্রাণীতে নিজ দৃষ্টান্তদ্বারা সুখ বা দুঃখকে সমান দেখেন, (অর্থাৎ নিজের মত অপরে সুখী হউক ভাবেন) সেই যোগীকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

৩৩। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] মধুসূদন! তুমি [মনের] সাম্যরূপ এই যে যোগের কথা বলিলে, আমি চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ ইহার স্থির অবস্থা দেখিতেছি না।

---

২৯ হইতে ৩২ শ্লোকে অদ্বৈতবাদসম্মত সাধনেরই উপদেশ।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৩৫

৩৪। [হে] কৃষ্ণ! হি মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি, [কিঞ্চ] বলবৎ দৃঢ়ম্, [তস্মাৎ] অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে।

৩৫। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে। মহাবাহো! চলং মনঃ দুর্নিগ্রহম্ [এতৎ] অসংশয়ম্ [এব], তু [হে] কৌন্তেয়! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ [তৎ] গৃহ্যতে।

৩৪। [হে] কৃষ্ণ! যেহেতু মনঃ [স্বভাবতঃ] চঞ্চল, প্রমাথি (অর্থাৎ* ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্ষোভকারক), [এবং] বলবান্ ও দৃঢ়, [সেই হেতু] আমি তাহার নিরোধ করা বায়ুর ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।

৩৫। শ্রীভগবান্ কহিলেন, [হে] মহাবাহো! চঞ্চল মনঃ [যে] দুর্নিগ্রহ, ইহাতে সংশয়ই নাই; কিন্তু [হে] কৌন্তেয়! অভ্যাসদ্বারা ও বৈরাগ্যদ্বারা তাহাকে নিরুদ্ধ করিতে হয়। *

---

* যিনিই নিজের উন্নতি কামনা করিবেন, যিনিই রিপুগণকে জয় করিতে চাহিবেন, তাঁহারই এই উপদেশ সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যের কারণ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥৩৭

৩৬। অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ, বশ্যাত্মনা যততা তু উপায়তঃ [যোগঃ] অবাপ্তুং শক্যঃ।

৩৭। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] কৃষ্ণ! [প্রথমতঃ] শ্রদ্ধয়া উপেতঃ [সন্ যোগে প্রবৃত্তঃ, ততঃ পরম্] অযতিঃ যোগাৎ চলিত-মানসঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি?

৩৬। অসংযতচিত্তের দ্বারা যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহাই আমার মত। বশীভূতচিত্ত যত্নশীল ব্যক্তিকর্ত্তৃক কিন্তু উপায়দ্বারা যোগ লাভ করিতে পারা যায়। *

৩৭। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] কৃষ্ণ! [প্রথমতঃ] শ্রদ্ধাযুক্ত [হইয়া যোগে প্রবৃত্ত, কিন্তু তৎপরে] অযত্ন-শীল হওয়ায় যোগ হইতে বিচলিতচিত্তব্যক্তি যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হন?

* বশিষ্ঠোক্ত চিত্তজয়ের উপায়—১ অধ্যাত্মবিদ্যা, ২ সাধুসঙ্গ, ৩ বাসনাত্যাগ এবং ৪ প্রাণস্পন্দনিরোধ—ইহাদিগকে এস্থলে স্মরণ করা যাইতে পারে।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠোমহাবাহো! বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ! ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিংতাত! গচ্ছতি॥৪০

৩৮। [হে] মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ, অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রম্ ইব ন নশ্যতি কচ্চিৎ?

৩৯। [হে] কৃষ্ণ। [ত্বং] মে এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ হি ছেত্তুম্ অর্হসি; ত্বৎ অন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে।

৪০। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] পার্থ। ন ইহ, ন অমুত্র তস্য বিনাশঃ বিদ্যতে এব, হি [হে] তাত। কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি।

৩৮। [হে] মহাবাহো! ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে বিমূঢ়, অপ্রতিষ্ঠ ও উভয়বিভ্রষ্টব্যক্তি ছিন্নমেঘবৎ নষ্ট হয় না কি?

৩৯। [হে] কৃষ্ণ! [তুমি] আমার এই সন্দেহ নিঃশেষরূপে নিশ্চিতই ছেদন করিতে পার, তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা অন্য দেখি না।

৪০। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[হে] পার্থ! না

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃসমাঃ।
শুচীনাংশ্রীমতাং গেহেযোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন!॥ ৪৩

৪১। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য [তত্র] শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে।

৪২। অথবা ধীমতাং যোগিনাম্ এব কুলে [তস্য জন্ম] ভবতি, ঈদৃশং যৎ জন্ম, এতৎ হি লোকে দুর্লভতরম্।

৪৩। [হে] কুরুনন্দন! তত্র পৌর্ব্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে, ততঃ চ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে।

এখানে, না পরলোকে তাহার বিনাশ আছে, যেহেতু, [হে] তাত! কল্যাণকারী কেহই দুর্গতি পায় না।

৪১। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবান্‌গণের লোক সকল পাইয়া [তথায়] বহু বর্ষ বাস করিয়া সদাচারী ও ধনবান্‌দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

৪২। অথবা ধীমান্ যোগিগণেরই কুলে [তাঁহার জন্ম] হয়। এইরূপ যে জন্ম, ইহা নিশ্চয় জগতে অতি দুর্লভ।

৪৩। [হে] কুরুনন্দন! তথায় [যোগভ্রষ্টব্যক্তি]

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

৪৪। হি সঃ তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব অবশঃ হ্রিয়তে অপি, যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে।

৪৫। তু প্রযত্নাদ্, যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ অনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ [ভূত্বা] ততঃ পরাং গতিং যাতি।

৪৬। যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ,

পূর্ব্বদেহের সেই বুদ্ধিসংযোগ লাভ করে, আর তাহার পর পুনরায় সংসিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

৪৪। যেহেতু, তিনি সেই পূর্ব্বাভ্যাসদ্বারাই অবশ হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হন ; [অধিক কি] যোগের স্বরূপ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শব্দব্রহ্ম [বেদ]কে অতিক্রম করেন।

৪৫। কিন্তু প্রযত্নসহকারে যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ ও অনেকজন্মসঞ্চিত যোগদ্বারা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ [হইয়া] পরে পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

৪৬। যোগী তপস্বী (অর্থাৎ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতশীল)

কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ [মম] মতঃ, তস্মাৎ [হে] অর্জ্জুন! [ত্বং] যোগী ভব।

৪৭। যঃ শ্রদ্ধাবান্ মদ্‌গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে, স সর্ব্বেষাং যোগিনাম অপি যুক্ততমঃ [ইতি] মে মতঃ।

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী (অর্থাৎ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্) অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী (অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া [আমার] মনে হয়, অতএব [হে] অর্জ্জুন! [তুমি] যোগী (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ) হও। *

৪৭। যে শ্রদ্ধাবান্ [ব্যক্তি] মদ্‌গত অন্তরাত্মা-দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সমস্ত যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া আমার মনে হয়।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

[শ্লোকসংখ্যা ৪৭। প্রথমাবধি (২৩৩+৪৭)=২৮০]

---

* এই যোগীর পরিচয় এই অধ্যায়ে ২৯-৩২ শ্লোকে আছে।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

১। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] পার্থ। [ত্বম্] ময়ি আসক্ত-মনাঃ মদাশ্রয়ঃ [সন্] যোগং যুঞ্জন্ সমগ্রং মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু।

২। অহং তে সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অশেষতঃ বক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[হে] পার্থ! [তুমি] আমাতে আসক্তচিত্ত ও মদাশ্রিত [হইয়া] যোগাভ্যাস করিয়া সমগ্র আমাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে যেরূপে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। *

২। আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত এই জ্ঞান অশেষরূপে বলিব, যাহা জানিয়া ইহলোক পুনরায় অন্য জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। *

---

* গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে জীবস্বরূপকে প্রধানভাবে লক্ষ্য করিয়া আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, এইবার দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভগবৎ-স্বরূপকে প্রধানভাবে লক্ষ্য করিয়া আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥৫

৩। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি, [তেষাং] যততাং সিদ্ধানাম্ অপি কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি।

৪। ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ চ ইতি ইয়ং মে প্রকৃতিঃ এব অষ্টধা ভিন্না।

৫। [হে] মহাবাহো! ইয়ং তু অপরা, ইতঃ পরাম্ অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি, যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে।

৩। মনুষ্যগণের সহস্র সহস্র মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, [সেই] যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও [আবার] কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

৪। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আমার প্রকৃতিই অষ্ট প্রকারে বিভিন্না হয়।

৫। [হে] মহাবাহো! এই [প্রকৃতি] কিন্তু অপরা; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠা আর একটি জীবরূপা * আমার

---

* এই প্রকৃতিকে ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে। (১৫।৭ শ্লোক।)

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়! প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥৮

৬। সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয়, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ।

৭। [হে] ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরম্ অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি; সূত্রে মণিগণাঃ ইব ইদং সর্ব্বং ময়ি প্রোতম্।

৮। [হে] কৌন্তেয়! অহম্ অপ্সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি।

প্রকৃতিকে জানিবে, যৎকর্ত্তৃক এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে।

৬। সর্ব্বভূত এই [প্রকৃতিদ্বয়] হইতে জন্মে ইহা জানিও, আমি সমুদায় (সপ্রকৃতিক) জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান।

৭। [হে] ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমস্ত আমাতে গ্রথিত।

৮। [হে] কৌন্তেয়! আমি জলে রস, চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভা, সমগ্র বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, মনুষ্য-গণের মধ্যে পৌরুষ হই। (অর্থাৎ আমি সকলের সার।)

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভুতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভুতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!॥ ১১

৯। [অহং] পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ, বিভাবসৌ তেজঃ চ অস্মি, সর্ব্বভূতেষু জীবনং, চ তপস্বিষু তপঃ অস্মি।

১০। [হে] পার্থ! [ত্বং] মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি, অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ, [চ] তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি।

১১। [হে] ভরতর্ষভ! অহং বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং, চ ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি। [চাহং = অস্মি, পাঠান্তর]।

৯। আর [আমি] পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, সূর্য্যে তেজঃ আমি, সকল ভূতে জীবন এবং তপস্বিগণের মধ্যে তপস্যা আমি।

১০। [হে] পার্থ! [তুমি] আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও; আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি [এবং] তেজস্বিগণের তেজঃ আমি। (অর্থাৎ আমিই সব)।

১১। [হে] ভরতর্ষভ! আমি বলবান্‌গণের কামরাগ-বিবর্জ্জিত (অর্থাৎ দুরাকাঙ্ক্ষাশূন্য) বল, এবং ভূতবর্গের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ [স্ত্রীপুত্রাবিত্তবিষয়ক) কাম আমি।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৪

১২। যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ যে রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাবাঃ তান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি, তেষু অহং ন [বর্ত্তে] তে তু ময়ি [বর্ত্তন্তে]।

১৩। এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ মোহিতম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি।

১৪। এষা দৈবী গুণময়ী মম মায়া হি দুরত্যয়া, যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে, তে এতাং মায়াং তরন্তি।

১২। আর যে সকল সাত্ত্বিক, এবং যে রাজসিক ও তামসিক ভাব; তাহাদিগকে আমা হইতেই (জাত) ইহা জান, তাহাঁতে আমি নাই,তাহারা কিন্তু আমাতে [থাকে]।

১৩। এই তিন গুণময় ভাবদ্বারা মোহিত এই সমগ্র জগৎ, ইহা হইতে পর, অব্যয় আমাকে জানেনা।

১৪। এই দৈবী ও গুণময়ী আমার মায়া নিশ্চিতই দুস্তরা, যাহারা আমাকেই আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করে। *

---

* এই স্থলে মায়াবাদ অতি স্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইল।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন!
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ! ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭

১৫। মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ দুষ্কৃতিনঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে।

১৬। [হে] ভরতর্ষভ অর্জ্জুন। আর্ত্তঃ, জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী; জ্ঞানী চ, [ইতি] চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে।

১৭। তেষাং [মধ্যে] নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে, হি অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ, সঃ চ মম প্রিয়ঃ।

১৫। মূঢ়, নরাধম ও মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞানগণ ও আসুরভাবপ্রাপ্ত দুষ্কৃতিগণ, আমাকে ভজনা করে না।

১৬। [হে] ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, ভোগৈশ্বর্য্যকামী ও জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে।

১৭। তাহাদের [মধ্যে] নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানীই প্রধান হয়; যেহেতু, আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনি আমার প্রিয়। [এই জ্ঞানীই ১২।২০ শ্লোকের ভক্ত]।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

১৮। এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ, জ্ঞানী তু আত্মা এব [ইতি] মে মতম্, হি সঃ যুক্তাত্মা অনুত্তমাং গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ।

১৯। বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ 'সর্ব্বং বাসুদেবঃ' ইতি, মাং প্রপদ্যতে, সঃ মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

২০। তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ [জনাঃ] তং তং নিয়মম্ আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ [সন্তঃ] অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে।

১৮। এই সকলই উদার, জ্ঞানী কিন্তু আমিই,—ইহাই আমার মত; যেহেতু, সেই যুক্তাত্মা অনুত্তম-গতি আমাকেই আশ্রয় করে।

১৯। বহু জন্মের পরে জ্ঞানবান্ "সমস্ত বাসুদেব" এইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হন; সে মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।

২০। সেই সেই কামনাদ্বারা হৃতজ্ঞান [ব্যক্তি] সেই সেই নিয়মে থাকিয়া নিজ নিজ প্রকৃতিদ্বারা নিয়ত [হইয়া] অন্য দেবতা ভজনা করে

যো যো যাংযাং তনুংভক্তঃশ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাংতামেব বিদধাম্যহম্॥২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃকামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥২৩

২১। যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি, অহং তস্য তস্য [ভক্তস্য] তাম্ এব অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধামি।

২২। সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্য আরাধনম্ ঈহতে, ততঃ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে চ।

২৩। তু তেষাম্ অল্পমেধসাং তৎ ফলম্ অন্তবৎ ভবতি, দেবযজঃ দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ মাম্ অপি যান্তি।

২১। যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই [ভক্তের] [সেই মূর্ত্তিবিষয়ক] সেই অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি।

২২। তিনি সেই শ্রদ্ধাযুক্ত [হইয়া] তাঁহার আরাধনা করেন ; তদনন্তর আমার দ্বারাই বিহিত সেই সকল কামনা নিশ্চিতই লাভ করেন।

২৩। কিন্তু সেই স্বল্পমতিগণের সেই ফল অন্তযুক্ত হয় ; দেবযাজিগণ দেবলোকে যান ও মদ্ভক্তগণ আমাকে পান

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন!।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

২৪। অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ম্ অনুত্তমম্ পরং ভাবম্ অজানন্তঃ অব্যক্তং মাং ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে।

২৫ অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ [সন্] সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন [ভবামি]; অয়ং মূঢ়ঃ লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি।

২৬। [হে] অর্জ্জুন! চ অহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ, তু কশ্চন মাং ন বেদ।

২৪। অবোধ ব্যক্তিরা আমার অক্ষয় অনুত্তম শ্রেষ্ঠভাব না জানিয়া অব্যক্ত আমাকে [নরমীনকূর্ম্মাদি-রূপে] ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত মনে করে।

২৫। আমি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত [হইয়া] সকলের সমক্ষে প্রকাশমান [হই] না, এই সকল মূঢ় লোক, জন্মরহিত ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানে না।

২৬। [হে] অর্জ্জুন! আর আমি সমতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূতকে জানি ; কিন্তু কেহ আমাকে জানে না।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ! ॥২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥২৯

২৭। [হে] পরন্তপ ভারত। সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্ব-মোহেন সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি।

২৮। তু যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপম্ অন্তগতং তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ [সন্তঃ] মাং ভজন্তে।

২৯। জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যে যতন্তি তে তৎ ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ আধ্যাত্মম্ অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ।

২৭। [হে] পরন্তপ ভারত! সৃষ্টিকালে (অর্থাৎ স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে) ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে সমুৎপন্ন শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বজনিত মোহে সর্ব্বভূত সম্মোহ প্রাপ্ত হয়।

২৮। কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তির পাপ অন্ত-গত, সেই শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বজনিতমোহ-বিনির্ম্মুক্তগণ, দৃঢ়ব্রত [হইয়া] আমাকে ভজনা করে।

২৯। জরা ও মরণ হইতে মুক্তির জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা যত্ন করে, তাহারা সেই

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞান-
যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

৩০। যে চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং চ বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালে অপি মাং বিদুঃ।

ব্রহ্ম (অর্থাৎ পরব্রহ্ম), সমুদায় অধ্যাত্মবিষয় (অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায় সেই দেহ ও সেই দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা) ও সমস্ত কর্ম্ম (অর্থাৎ তাহার সাধনভূত শ্রবণমননাদি) জানেন।

৩০। আর যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধি-যজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন, সেই সকল সমাহিতমনা ব্যক্তিগণ প্রয়াণসময়েও আমাকে জানেন (অর্থাৎ বিস্মৃত হন না, সুতরাং যোগভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না)।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগনামক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

[২১ শ্লোকে "শ্রদ্ধাং"—"ভক্তিং পাঠান্তর]

[শ্লোকসংখ্যা ৩০। প্রথমাবিধি (২৮০+৩০)=৩১০]

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম !
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন !
প্রয়াণকালেচ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥২

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] পুরুষোত্তম ! তৎ ব্রহ্ম কিং ? অধ্যাত্মং কিম্ ? কর্ম্ম কিম্ ? অধিভূতং কিং প্রোক্তম্ ? চ কিম্ অধিদৈবম্ উচ্যতে ?।

২। [হে] মধুসূদন ! অত্র [দেহে] কঃ অধিযজ্ঞঃ ? কথম্ অস্মিন্ [দেহে স্থিতঃ] ? চ প্রয়াণকালে নিয়তাত্মভিঃ কথং [ত্বং] জ্ঞেয়ঃ অসি ?।

১। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] পুরুষোত্তম। সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? এবং কাহাকে অধিদৈব বলে ?

২। [হে] মধুসূদন ! এই [দেহে] কে অধিযজ্ঞ (অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা ? কি প্রকারে এই [দেহে অবস্থিত] ? এবং প্রয়াণকালে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক কি উপায়ে [তুমি] জ্ঞেয় হও ?

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ! ॥ ৪

৩। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[যৎ] পরমম্ অক্ষরং [তৎ] ব্রহ্ম, স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে, ভূতভাবোদ্ভবকরঃবিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।
৪। [হে] দেহভৃতাংবর ! ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্, পুরুষঃ অধিদৈবতম্, চ অত্র দেহে অহম্ এব অধিযজ্ঞঃ।

৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[যিনি] পরম অক্ষর [তিনি] ব্রহ্ম ; স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা যায় ; এবং সকলের ভাব (অর্থাৎ উৎপত্তি) ও উদ্ভব (অর্থাৎ বৃদ্ধিকর) [যে] বিসর্গ (অর্থাৎ দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ), [তাহাই] 'কর্ম্ম'নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪। [হে] দেহিশ্রেষ্ঠ ! ক্ষরভাবই (অর্থাৎ বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ) অধিভূত, (যেহেতু তাহা ভূতমাত্রকে অধিকার করিয়া থাকে), পুরুষ (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ)ই অধিদৈবত (কারণ, তিনি সমুদায় দেবতাকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান), এবং এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ (অর্থাৎ যজ্ঞরূপ কর্ম্মফল দাতা)।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়!সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭

৫। চ অন্তকালে যঃ মাম্ এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা প্রয়াতি; সঃ মদ্ভাবং যাতি, অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি।

৬। [হে] কৌন্তেয়! অন্তে যং যম্ অপি বা ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ তং তম্ এব এতি।

৭। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু [ত্বং] মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [সন্] অসংশয়ং মাম্ এব এষ্যসি।

৫। আর মরণকালে যিনি আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৬। [হে] কৌন্তেয়! [লোকে] মরণসময়ে যে যে ভাবকে স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করে, সদা তদ্ভাব ভাবিত হওয়ায় সেই সেই [ভাবকে]ই প্রাপ্ত হয়।

৭। অতএব সর্ব্বকালে [তুমি] আমাকে অনুস্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পিত [হইলে]

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাচলেন,
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

৮। [হে] পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা দিব্যং পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ [তম্] এব যাতি।

৯-১০। কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোঃ অণীয়াংসং সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ [বর্ত্তমানং] প্রয়াণকালে ভক্ত্যা যুক্তঃ [সন্] অচলেন মনসা

নিশ্চয় আমাকেই পাইবে। (ইহাই নির্ব্বাণ, ৬।২৫ শ্লোক)

৮। [হে] পার্থ! অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত অনন্য-গামী চিত্তদ্বারা দিব্য পরমপুরুষকে অনুক্ষণ চিন্তা করিলে [তাঁহাকে]ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৯-১০। কবি (সর্ব্বজ্ঞ), পুরাণ (অনাদিসিদ্ধ), অনুশাসনকর্ত্তা, অণুর অণু, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্য-রূপ, আদিত্যবর্ণ, অজ্ঞানের পরপারে [বর্ত্তমান পুরু-

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্,
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি,
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

চ যোগবলেন এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য যঃ অনুস্মরেৎ, সঃ তং দিব্যং পরং পুরুষম্ উপৈতি।

১১। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি; যৎ [জ্ঞাতুং] ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি; [অহং] তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।

যকে] প্রয়াণকালে ভক্তিযুক্ত [হইয়া] অবিচলিত চিত্তে ও যোগবলেই ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে সম্যক্‌রূপে রাখিয়া যিনি অনুস্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

১১। বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া বর্ণন করেন, বিগতানুরাগ যতিগণ যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে [জানিবার] ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, [আমি] সেই পদ (অর্থাৎ পদলাভের উপায়) তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃপ্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪

১২-১৩। সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য, মনঃ হৃদি নিরুধ্য; চ মূর্দ্ধ্নি প্রাণম্ আধায়, আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ; ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি, সঃ পরমাং গতিং যাতি।

১৪। অনন্যচেতাঃ [সন্] যঃ মাং নিত্যশঃ সততং স্মরতি, [হে] পার্থ! অহং নিত্যযুক্তস্য তস্য যোগিনঃ সুলভঃ।

১২-১৩। সকল দ্বারকে সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ও ভ্রূমধ্যে প্রাণকে রাখিয়া, আত্মার যোগ-ধারণাকে আশ্রয় করিয়া, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মকে উচ্চা-রণ ও আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া যিনি প্রস্থান করেন, তিনি পরমা গতি পান।

১৪। অনন্যচিত্ত [হইয়া] যে ব্যক্তি আমাকে নিত্য সতত স্মরণ করেন, [হে] পার্থ! আমি নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে সুলভ।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥১৫
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥১৬
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥১৭

১৫। পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মানঃ মাম্ উপেত্য পুনঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং চ জন্ম ন আপ্নুবন্তি।

১৬। [হে] অর্জ্জুন। আ ব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ; তু [হে] কৌন্তেয়। মাম্ উপেত্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে।

১৭। সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ, যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং [চ] যে বিদুঃ, তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ।

১৫। পরমা সংসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মগণ আমাকে পাইয়া পুনরায় দুঃখের আলয়স্বরূপ ও অনিত্য জন্ম প্রাপ্ত হন না।

১৬। [হে] অর্জ্জুন! ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত জীবগণ পুনরাবর্ত্তী হয়, কিন্তু [হে] কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জন্ম হয় না।

১৭। [দৈব] সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিন

১৬। ভুবন = ভবন—পাঠভেদ।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯

১৮। অহরাগমে অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, রাত্র্যাগমে তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে।

১৯। [হে] পার্থ! সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে, [পুনঃ] অহরাগমে অবশঃ [সন্] প্রভবতি।

[এবং] [দৈব] সহস্রযুগ পর্য্যন্ত রাত্রি, যাঁহারা জানেন, সেই ব্যক্তিগণ অহোরাত্রবেত্তা।

১৮। [ব্রহ্মার] দিবার আগমনে অব্যক্ত হইতে (অর্থাৎ অব্যক্ত কারণস্বরূপ হইতে) ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ চরাচর ভূতগণ) প্রাদুর্ভূত হয়, [এবং] রাত্রির আগমনে সেই অব্যক্ত-নামক [কারণস্বরূপ বস্তুতে]ই প্রলীন হয়।

১৯। [হে] পার্থ! সেই এই ভূতগ্রাম পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া নিশাগমে প্রলীন হয়, [আবার] দিবা-গমে অবশ (অর্থাৎ কর্ম্মাদিপরতন্ত্র) [হইয়া] উৎপন্ন হয়।

১৮। সংজ্ঞকে—সংজ্ঞিকে—পাঠভেদ।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো-
ঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু
নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

২০। তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ যঃ ভাবঃ [অস্তি], সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু [অপি] ন বিনশ্যতি।

২১। [যঃ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ, তং পরমাং গতিম্ আহুঃ, যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, তৎ মম পরমং ধাম।

২০। কিন্তু সেই [চরাচরের কারণ] অব্যক্ত হইতে পর (অর্থাৎ তাহারও কারণ) অন্য (অর্থাৎ বিলক্ষণ) অব্যক্ত (অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর) সনাতন যে [একটি] ভাববস্তু [আছে], তাহা সকল ভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না।

২১। যে অব্যক্তটি অক্ষর এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাকে পরমা গতি বলে। যাহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম (অর্থাৎ-স্বরূপ)।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ! ॥ ২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

২২। [হে] পার্থ! ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি, যেন ইদং সর্ব্বং ততং, সঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ।

২৩। [হে] ভরতর্ষভ! যত্র কালে তু প্রয়াতা যোগিনঃ অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ যান্তি তম্ এব কালং বক্ষ্যামি।

২৪। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ, তত্র প্রয়াতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি।

২২। [হে] পার্থ! ভূতগ্রাম যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত [এবং] যাহার দ্বারা এই সব ব্যাপ্ত সেই পরম পুরুষ কিন্তু একান্ত ভক্তিদ্বারাই লভ্য হইয়া থাকেন।

২৩। [হে] ভরতর্ষভ! যে সময়ে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি এবং আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেই কালের স্বরূপ বলিতেছি।

২৪। অগ্নির অভিমানিনী দেবতা ও জ্যোতির

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

২৫। [যত্র] ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ তথা দক্ষিণায়নং ষণ্মাসাঃ, তত্র যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।

২৬। জগতঃ হি শুক্লকৃষ্ণে এতে গতী শাশ্বতে মতে, [তয়োঃ] একয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে।

অভিমানিনী দেবতা, দিনের অভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণ ছয়মাসের অভিমানিনী দেবতা, [ইহাদের দ্বারা উপলক্ষিত যে মার্গ] সেই মার্গে গমন করিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ [ক্রমে] ব্রহ্মলাভ করেন।

২৫। [যে মার্গে] ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, এবং দক্ষিণায়ন-ছয়মাসের অভিমানিনী দেবতাগণ [আছেন], তথায় (অর্থাৎ সেই মার্গদ্বারা উপলক্ষিত স্বর্গলোকে) [যাইলে] যোগী (অর্থাৎ কর্ম্মিগণ) চান্দ্রজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন।

২৬। জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটি গতি শাশ্বত বলিয়া বিবেচিত হয়। [তন্মধ্যে] একটিদ্বারা অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় ও অন্যটিদ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়।

নৈতে সৃতী পার্থ! জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন! ॥২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগ-
শাস্ত্রে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

২৭। [হে] পার্থ! এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি, তস্মাৎ [হে] অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু [ত্বং] যোগযুক্তো ভব।

২৮। বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলংপ্রদিষ্টম্ ইদং বিদিত্বা যোগী তৎসর্ব্বম্ অত্যেতি,চ আদ্যংপরংস্থানম্‌উপৈতি।

২৭। [হে] পার্থ! এই গতিদ্বয় বিদিত হইয়া কোন যোগী মুগ্ধ হন না; অতএব [হে] অর্জ্জুন! সর্ব্ব-কালে [তুমি] যোগযুক্ত হও।

২৮। বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে পুণ্যফল নিরূপিত আছে, ইহা জানিয়া যোগী সেই সকল অতি-ক্রম করেন, এবং আদ্য পরমস্থান লাভ করেন।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে
অক্ষরব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা ২৮। প্রথমাবধি (৩১০+২৮)=৩৩৮]

নবমোঽধ্যায়ঃ।

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ!।

১। শ্রীভগবান্ উবাচ,—তু ইদং গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্ অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে।

২। ইদং রাজগুহ্যং রাজবিদ্যা উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং, কর্ত্তুং সুসুখম্ অব্যয়ং [চ]।

৩। [হে] পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—কিন্তু এই গুহ্যতম বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান, তুমি অসূয়াবিহীন (বলিয়া) তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে।

২। ইহা গুহ্যশ্রেষ্ঠ, বিদ্যাশ্রেষ্ঠ, উত্তম, পবিত্র, দৃষ্টফলপ্রদ, ধর্ম্মসম্মত, অত্যন্ত সুখে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় [ও] অক্ষয়।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥ ৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে।

৪। অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং, সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি, অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ।

৫। ভূতানি ন মৎস্থানি চ, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য মম আত্মা ভূতভৃৎ চ ভূতভাবনঃ,[অহং] ন ভূতস্থঃ। ('মম' = 'ভূত' পাঠভেদ)

৩। [হে] পরন্তপ! এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুযুক্ত সংসারমার্গে ভ্রমণ করে।

৪। অব্যক্তমূর্ত্তি আমাকর্ত্তৃক এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত, ভূতসকল আমাতে স্থিত; আর আমি তাহাতে স্থিত নহি।

৫। ভূতসকল আমাতেও অবস্থিত নহে; মদীয় ঐশ্বরযোগ দেখ, আমার আত্মা ভূতগণের ধারণকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; [কিন্তু আমি] ভূতে অবস্থিত নহি *

---

* ৪।৫ শ্লোকে প্রপঞ্চ সদসদ্‌ভিন্নরূপে অনির্ব্বচনীয় বা রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যা বলা হইল। কারণ একবার "আমাতে স্থিত" অন্যবার "আমাতে স্থিত নহে" বলা হইয়াছে।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬
সর্ব্বভূতানিকৌন্তেয় ! প্রকৃতিংযান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

৬। যথা সর্ব্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ নিত্যম্ আকাশস্থিতঃ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয় ।

৭। [হে] কৌন্তেয় ! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি, পুনঃ কল্পাদৌ অহং তানি বিসৃজামি ।

৮। [অহং] স্বাং প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য ইমং কৃৎস্নং প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং ভূতগ্রামং পুনঃপুনঃ বিসৃজামি ।

৬। যেমন সর্ব্বত্রগামী ও মহান্ বায়ু সর্ব্বদা আকাশস্থিত, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে স্থিত, ইহা জান।

৭। [হে] কৌন্তেয় ! কল্পক্ষয়ে সকল ভূত মদীয় প্রকৃতিতে লীন হয়, পুনরায় কল্পপ্রারম্ভে আমি তাহাদিগকে সৃজন করি।

৮। [আমি] স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া এই নিখিল, প্রকৃতিবশতঃ অবশ (অর্থাৎ কর্ম্মাদিপরতন্ত্র) ভূতগ্রামকে পুনঃপুনঃ সৃজন করি।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়!।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে ॥১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

৯। [হে] ধনঞ্জয়। তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ চ উদাসীনবৎ আসীনং মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।

১০। ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সচরাচরং [বিশ্বং] সূয়তে; [হে] কৌন্তেয়! অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে।

১১। মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি।

৯। [হে] ধনঞ্জয়! সেই সমস্ত [সৃষ্ট্যাদি] ক্রিয়াতে অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় আসীন আমাকে সেই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করে না।

১০। আমার অধিষ্ঠানবশতঃ [এই] প্রকৃতি চরাচর সহিত [বিশ্ব] প্রসব করিতেছে: [হে] কৌন্তেয়! এই কারণে এই জগৎ বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

১১। আমার ভূতমহেশ্বর পরম ভাব না জানিয়া মূঢ়গণ মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥১৪

১২। [কিঞ্চ তে] মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ [সন্তঃ] মোহিনীং রাক্ষসীম্ অসুরীং চ প্রকৃতিম্ এব শ্রিতাঃ।

১৩। [হে] পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ তু অনন্যমনসঃ [সন্তঃ] ভূতাদিং মাম্ অব্যয়ং জ্ঞাত্বা ভজন্তি।

১৪। [কেচিৎ] সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ, [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ [সন্তঃ] যতন্তঃ চ, [কেচিৎ] ভক্ত্যা মাং নমস্যন্তঃ চ, [কেচিৎ] নিত্যযুক্তাঃ [সন্তঃ] মাম্ উপাসতে।

১২। [আর তাহারা] বিফল-আশাবিশিষ্ট ; বিফল-কর্ম্মরত, বিফলজ্ঞানসম্পন্ন, বিচেতন [হইয়া] মোহিনী, রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে।

১৩। [হে] পার্থ! দৈবীপ্রকৃতিকে আশ্রিত মহাত্ম-গণ অনন্যচেতা [হইয়া] সর্ব্বভূতের আদি আমাকে অব্যয়রূপে জানিয়া ভজনা করেন। [ভক্তির পূর্ব্বে জ্ঞান।]

১৪। [কেহ] সতত [স্তোত্রাদি] কীর্ত্তন করিয়া

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

১৫। অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে, [কেচিৎ] একত্বেন, [কেচিৎ] পৃথক্ত্বেন, [কেচিৎ] বিশ্বতো-মুখং [মাং] বহুধা [উপাসতে]।

১৬। অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহম্ ঔষধম্, অহং মন্ত্রঃ, অহম্ এব আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ, অহম্ [চ] হুতম্।

[কেহ] দৃঢ়ব্রত [হইয়া ঐশ্বর্য্যাদিতে] যত্ন করিয়া, [কেহ] ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রণাম করিয়া, [কেহ] নিত্যযুক্ত [হইয়া] আমাকে উপাসনা করে।

১৫। আর অপরেও জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা যজন করিতে করিতে আমাকে উপাসনা করেন, [কেহ] অভেদভাবনার দ্বারা, [কেহ বা] পৃথগ্ভাবনাদ্বারা, [কেহ কেহ] সর্ব্বাত্মক [আমাকে] নানারূপে (অর্থাৎ ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাদিরূপে) উপাসনা করেন]।

১৬। আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমি অগ্নি [এবং] আমিই হোম। (অর্থাৎ আমিই সব)।

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ! ॥ ১৯

১৭। অহম্ এব অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা পিতামহঃ, বেদ্যং, পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ, চ ঋক্, সাম, যজুঃ।

১৮। [কিঞ্চ] গতিঃ, ভর্ত্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণং সুহৃৎ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানং, নিধানং, বীজম্, অব্যয়ম্।

১৯। [হে] অর্জ্জুন ! অহং তপামি, অহং বর্ষম্ উৎসৃজামি; নিগৃহ্লামি চ, অহম্ অমৃতং, মৃত্যুঃ চ এব, সৎ অসৎ চ।

১৭। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয়পদার্থ, পবিত্র প্রণব ও ঋক্ সাম ও যজুঃ।

১৮। [এবং] গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা) প্রভু (নিয়ন্তা), সাক্ষী, নিবাস (ভোগস্থান), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্ত্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান), বীজ (কারণ) এবং অব্যয়।

১৯। [হে] অর্জ্জুন ! আমিই উত্তাপ প্রদান

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।

২০। ত্রৈবিদ্যা সোমপাঃ যজ্ঞৈঃ মাম্ ইষ্ট্বা পূতপাপাঃ [সন্তঃ] স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি।

২১। তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে [সতি]

করি, আমিই জল বর্ষণ করি এবং আকর্ষণ করি, আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ (অর্থাৎ স্থূল দৃশ্যপদার্থ) এবং অসৎ (অর্থাৎ সূক্ষ্ম অদৃশ্য পদার্থ)।

২০। ত্রিবেদোক্তক্রিয়ানুষ্ঠান-পরায়ণ, সোমপায়িগণ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া, পাপমুক্ত [হইয়া] দেবেন্দ্রলোকপ্রাপ্তির বাসনা করেন; তাঁহারা পবিত্র দেবেন্দ্রলোক লাভ করিয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকেন।

২১। তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ [হইলে] মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন,

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাংনিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহম্ ॥২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩

মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ [সন্তঃ] গতাগতং লভন্তে।

২২। অনন্যাঃ [সন্তঃ] মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাম্ অহং যোগক্ষেমং বহামি।

২৩। [হে] কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ভক্তাঃ [সন্তঃ] যে অপি অন্যদেবতাঃ যজন্তে, তে অপি অবিধিপূর্ব্বকং মাম্ এব যজন্তি।

এইরূপে বেদবিহিতধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া ভোগ-কামনাপরবশ [হইয়া] গতাগতি লাভ করে।

২২। অনন্যকাম [হইয়া] আমাকে ধ্যানপূর্ব্বক যে সকল লোক উপাসনা করে, নিত্য অভিযুক্ত সেই সকলের আমি যোগ ও ক্ষেম বহন করি।

২২। [হে] কৌন্তেয়! শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত ও ভক্ত [হইয়া] যাহারা অন্যদেবতাও পূজা করে, তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই ভজনা করে।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা
যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

২৪। হি সর্ব্বযজ্ঞানাম্ অহম্ এব ভোক্তা চ প্রভুঃ চ, তু তে মাং তত্ত্বেন ন অভিজানান্তি, অতঃ চ্যবন্তি।

২৫। দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৃন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং যান্তি।

২৬। যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অশ্নামি।

২৪। যেহেতু, সর্ব্বযজ্ঞের আমিই ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু তাহারা আমাকে প্রকৃতরূপে জানে না এই জন্য পুনরাগমন করিয়া থাকে।

২৫। দেবব্রতগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, পিতৃব্রত-গণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হয়, আর আমার পূজকগণ আমাকে পায়।

২৬। যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প,

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি নপ্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাংভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

২৭। [হে] কৌন্তেয়! যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং কুরুষ।

২৮। এবং শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে, বিমুক্তঃ [চ সন্] সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা [ত্বং] মাম্ উপৈষ্যসি।

২৯। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ, ন মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়ঃ [চ] ন অস্তি, যে

ফল ও জল প্রদান করে আমি [সেই] সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকি।

২৭। [হে] কৌন্তেয়! যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাকে অর্পণ করিও।

২৮। এইরূপে [অর্পণ করিলে] শুভাশুভফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে [এবং] বিমুক্ত [হইয়া] সন্ন্যাসযোগে যুক্তচিত্ত হইয়া [তুমি] আমাকে পাইবে।

২৯। আমি সর্ব্বভূতে সমরূপ, [অতএব] আমার

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥৩১

তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি, তে ময়ি [বর্ত্তন্তে], অহং চ অপি তেষু [বর্ত্তে]।

৩০। সুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনন্যভাক্ [সন্] মাং ভজতে, [তর্হি] সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ, হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ।

৩১। সঃ ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি, [ততঃ চ] শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি. [হে] কৌন্তেয়! মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি, [ইতি ত্বং] প্রতিজানীহি।

দ্বেষ্য ও প্রিয় নাই। * যে সকল ব্যক্তি কিন্তু আমাকে ভক্তিসহকারে উপাসনা করে, তাহারা আমাতে [থাকে,] আমিও সেই সমস্ত ভক্তগণে [থাকি]।

৩০। সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি একাগ্রচিত্ত [হইয়া] আমার উপাসনা করে, [তাহা হইলে] সে ব্যক্তি সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে। যেহেতু, সে ব্যক্তি উত্তম অধ্যবসায়সম্পন্ন।

৩১। [সে ব্যক্তি] অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হয়, [এবং

---

* কিন্তু ১২ অঃ ১৪-১৭ শ্লোকে ভক্তকে প্রিয় বলা হইয়াছে, এজন্য তাহা ঈশ্বরভাবের কথা এবং ইহা ব্রহ্মভাবের কথা।

মাং হি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য
যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ !
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা-
স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। †
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥৩৩

---

৩২ [[হে] পার্থ ! যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ তে, তথা স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং হি যান্তি।

৩৩। পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ কিং পুনঃ ? [অতঃ ত্বং] অনিত্যম্ অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব।

তৎপরে] নিত্য শান্তি লাভ করে। [হে] কৌন্তেয় ! আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না, [ইহা তুমি] প্রতিজ্ঞা করিয়া [সর্ব্বসমক্ষে] বলিতে পার।

৩২। [হে] পার্থ! যে সকল [অন্ত্যজাদি]ও পাপবংশ-সমুদ্ভূত হয়, তাহারা, এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও আমাকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। *

৩৩। পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ. এবং ভক্ত রাজর্ষিগণের

---

† ভক্তা = ভক্ত্যা—পাঠভেদ। * সুতরাং সকলেই মুক্তির অধিকারী।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥৩৪

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্য-
যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

৩৪। মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী চ ভব, মা নমস্কুরু, এবং মৎপরায়ণঃ [সন্] আত্মানং যুক্ত্বা মাম্ এব এষ্যসি।

আর কথা কি ? [অতএব তুমি] অনিত্য অসুখকর এই লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর।

৩৪। আমাতে দত্তচিত্ত, মদ্‌ভক্ত ও মদ্‌যাজী হও ; আমাকে প্রণাম কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ [হইয়া] মনঃ সংযুক্ত করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ
নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা ৩৪। প্রথমাবধি (৩৩৮ + ৩৪) = ৩৭২]

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিভূতিযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো! শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] মহাবাহো! [ত্বং] ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি।

২। ন সুরগণাঃ ন মহর্ষয়ঃ চ মে প্রভবং বিদুঃ, হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদিঃ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[হে] মহাবাহো! [তুমি] পুনবার আমার পরম (তত্ত্ববিষয়ক) বাক্য শুন, যাহা প্রীতিযুক্ত তোমাকে আমি হিতকামনা-বশতঃ বলিতেছি।

২। না সুরগণ এবং না মহর্ষিগণ আমার প্রভাবকে (অর্থাৎ নানাবিভূতিরদ্বারা আবির্ভাবকে) জানেন;। [যেহেতু] আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারে আদি।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫

৩। যঃ মাম্ অনাদিম্ অজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ [সন্] সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

৪-৫। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসম্মোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ম্, অভয়ম্, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানঃ,যশঃ চ অযশঃ, ভূতানাম্ [এতে] এব পৃথগ্‌বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি চ।

৩। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও সর্ব্ব-লোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মর্ত্ত্যগণমধ্যে মোহশূন্য [হইয়া] সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

৪-৫। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম (অন্তঃকরণসংযম), শম (বাহেন্দ্রিয়সংযম), সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, নাশ, ভয় অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ ও অযশঃ, জীবগণের [এই] নানাবিধ ভাবসমূহই আমা হইতেই উৎপন্ন হয়।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্রসংশয়ঃ॥৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥৮

৬। সপ্ত মহর্ষয়ঃ, পূর্ব্বে চত্বারঃ, তথা মনবঃ [এতে] মদ্‌ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ, লোকে ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ।

৭। যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে, অত্র ন সংশয়ঃ। (কম্প = কল্প—পাঠভেদ)

৮। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ, মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ [সন্তঃ] মাং ভজন্তে।

৬। সপ্ত মহর্ষি, পূর্ব্বের [সনকাদি] চারিজন ও মনু-গণ—ইঁহারা মৎপ্রভাবযুক্ত ও [হিরণ্যগর্ভরূপ আমার] মনঃ হইতে জাত, লোকমধ্যে ইহারা যাঁহাদের প্রজা।

৭। যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি ও যোগকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি অবিকম্পিতভাবে যোগে যুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই।

৮। আমি সকলের উৎপত্তিহেতু, আমা হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ ভাবসম-

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

৯-১০। মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ চ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি রমন্তি চ। তেষাং সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং [মাং] ভজতাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি।
১১। তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ [সন্] ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি।

ন্বিত [হইয়া] আমাকে ভজনা করেন।

৯-১০। [যাঁহারা] মচ্চিত্ত, মদ্গতপ্রাণ, আমার বিষয় পরস্পরকে বুঝাইয়া ও সর্ব্বদা বলিয়া সন্তোষ-লাভ ও রমণ করেন—সেই সকল সততযুক্ত (ও) প্রীতি-পূর্ব্বক [আমার] ভজনাকারিগণকে সেই জ্ঞানযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করে *

১১। তাহাদের উপর অনুকম্পার জন্যই আমি

* ইহাতে প্রেমভক্তিরও পরে জ্ঞান ইহা বলা হইল। এই প্রেমভক্তিই পরাভক্তি, ইহাই ১৮ অঃ৫৪।৫৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

১২-১৩ অর্জ্জুনঃ উবাচ,—ভবান্ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম, পরমং পবিত্রং, সর্ব্বে ঋষয়ঃ, দেবর্ষিঃ নারদঃ, তথা অসিতঃ, দেবলঃ, ব্যাসঃ, ত্বাং শাশ্বতং পুরুষং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুং আহুঃ, [ত্বং] স্বয়ং চ মে [এবং] ব্রবীষি এব।

আত্মভাবস্থ (অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত) [হইয়া] উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপদ্বারা অজ্ঞানজন্য তমঃ দূর করি।*

১২-১৩। অর্জ্জুন কহিলেন,—আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম (অর্থাৎ আশ্রয়) ও পরম পবিত্র, সমুদায় ঋষিগণ (যথা—ভৃগুপ্রভৃতি) দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল ও ব্যাস আপনাকে শাশ্বত, পুরুষ, দিব্য (অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ) আদিদেব, জন্মরহিত ও বিভু বলেন, আর [তুমি] স্বয়ংও আমাকে [ঐ রূপ] বলিতেছ।

* সুতরাং ভগবৎকৃপার ফল জ্ঞান, তদ্দারাই মুক্তি হয়। এই ভগবৎকৃপা পরা বা প্রেমভক্তির ফল।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ! ।
ন হি তে ভগবন্ ! ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ! ।
ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে !॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬

১৪। [হে] কেশব ! [ত্বং] যৎ মাং বদসি, এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং মন্যে, হি, [হে] ভগবন্ ! ন দেবাঃ ন দানবাঃ তে ব্যক্তিং বিদুঃ ।

১৫। [হে] পুরুষোত্তম ! [হে] ভূতভাবন ! [হে]ভূতেশ ! [হে] দেবদেব ! [হে] জগৎপতে ! ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ ।

১৬। ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, [তাঃ] দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ [ত্বং] হি অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি ।

১৪। [হে] কেশব ! [তুমি] যাহা আমাকে বলিলে এ সকল [আমি] সত্য মনে করি । যেহেতু [হে] ভগবন্ ! না দেবগণ, না দানবগণ তোমার অভিব্যক্তি জানেন ।

১৫। [হে] পুরুষোত্তম। ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ! তুমি আপনিই নিজদ্বারা নিজেকে জান ।

১৬। তুমি যে সকল বিভূতিদ্বারা এই লোকসমূহ ব্যাপ্ত করিয়া আছ, [সেই সমস্ত] দিব্য আত্মবিভূতি [তুমি]ই অশেষপ্রকারে বলিতে যোগ্য হও (অর্থাৎ বলিতে পার) ।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন!।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥১৯

১৭। [হে] যোগিন্! অহং কথং সদা পরিচিন্তয়ন্ ত্বাং বিদ্যাম্? [হে] ভগবন্! কেষু কেষু ভাবেষু চ [ত্বং] ময়া চিন্ত্যঃ অসি?

১৮। [হে] জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়, হি অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি।

১৯। শ্রীভগবান্ উবাচ,—হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি, হি মে বিস্তরস্য অন্তঃ ন অস্তি।

১৭। [হে] যোগিন্! আমি কিরূপে সদা চিন্তা করিয়া তোমাকে জানিব? [হে] ভগবন্! কোন্ কোন্ ভাবেই বা [তুমি] আমাকর্ত্তৃক চিন্তনীয় হও?।

১৮ [হে] জনার্দ্দন! আত্মার যোগ (অর্থাৎ তোমার যোগৈশ্বর্য্য) ও বিভূতি বিস্তৃতভাবে পুনরায় বল, যেহেতু অমৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

১৯। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—[হে] কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্য

অহমাত্মা গুড়াকেশ। সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০
আদিত্যানামহংবিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১

২০। [হে] গুড়াকেশ। সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা অহং, ভূতানাম্ আদিঃ চ মধ্যং চ অন্তঃ চ অহম্ এব।

২১। অহম্ আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং শশী অহম্ অস্মি।

আত্মবিভূতিসমূহ (অর্থাৎ আমার বিভূতিসমূহ) প্রাধান্যতঃ তোমায় বলিতেছি, যেহেতু আমার বিস্তারের (অর্থাৎ অবান্তরবিভূতিসমূহের) অন্ত নাই।

২০। [হে] গুড়াকেশ (অর্থাৎ জিতনিদ্র)! সকল ভূতের আশয়ে (অর্থাৎ অন্তঃকরণে) অবস্থিত আত্মা * আমি, এবং ভূতসমূহের আদি ও মধ্য ও অন্ত আমিই। †

২১। আমি আদিত্যগণের [মধ্যে] বিষ্ণু, জ্যোতিঃসমূহের [মধ্যে] অংশুমান্ রবি, মরুদ্গণের [মধ্যে] মরীচি এবং নক্ষত্র সকলের মধ্যে চন্দ্রমা।

---

* এস্থলে 'আত্মা' শব্দের অর্থ প্রত্যগাত্মা সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভিন্ন তাহা বলা হইল। † এস্থলে অদ্বৈতবাদই স্পষ্ট।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥২৪

২২। বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ অস্মি, চ ভূতানাং চেতনা অস্মি।

২৩ রুদ্রাণাং শঙ্করঃ চ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং বিত্তেশঃ, বসূনাং পাবকঃ শিখরিণাং মেরুঃ চ অস্মি।

২৪। [হে] পার্থ! মাং পুরোধসাং চ মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি, অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি।

২২। বেদের [মধ্যে] সামবেদ আমি, দেবগণের [মধ্যে] ইন্দ্র আমি, ইন্দ্রিয়সমূহের [প্রবর্ত্তক] মনঃ আমি এবং ভূতসমূহের চেতনা আমি।

২৩। রুদ্রগণের [মধ্যে] শঙ্কর আমি, যক্ষ রাক্ষসগণের [মধ্যে] কুবের, বসুগণের [মধ্যে] বহ্নি এবং গিরিসমূহের [মধ্যে] সুমেরু আমি।

২৪। [হে] পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের [মধ্যে] শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিও। আমি সেনানীগণের [মধ্যে]

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাংজপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥২৭

২৫। অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অস্মি, যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ, স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি।

২৬। সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ।

২৭। [তথা] অশ্বানাং অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসম্, গজেন্দ্রাণাম্ ঐরাবতং চ, নরাণাং চ নরাধিপং মাং বিদ্ধি।

কার্ত্তিকেয়, ও সরোবরসমূহের [মধ্যে] সাগর আমি।

২৫। আমি মহর্ষিগণের [মধ্যে] ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে এক অক্ষর (অর্থাৎ প্রণব) আমি, যজ্ঞসমূহের [মধ্যে] জপযজ্ঞ, [এবং] স্থাবরসমূহের [মধ্যে] হিমালয় আমি।

২৬। সকল বৃক্ষগণের [মধ্যে] অশ্বত্থ, ও দেবর্ষিগণের [মধ্যে] নারদ, গন্ধর্ব্বগণের [মধ্যে] চিত্ররথ এবং সিদ্ধবর্গের [মধ্যে] কপিল মুনি।

২৭। [এবং] অশ্বসমূহের [মধ্যে] অমৃতোদ্ভব উচ্চৈঃ-

অয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।

২৮। আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং, ধেনূনাং কামধুক্ চ অস্মি, [কামানাং] প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি, সর্পাণাং বাসুকিঃ অস্মি।

২৯। নাগানাম্ অনন্তঃ চ অস্মি, যাদসাং বরুণঃ অস্মি, পিতৃণাম্ অর্য্যমা চ অস্মি, সংযমতাং [মধ্যে] যমঃ অস্মি।

৩০। দৈত্যানাং চ প্রহ্লাদঃ অস্মি, কলয়তাম্ অহং কালঃ,

শ্রবা এবং গজেন্দ্রগণের [মধ্যে] ঐরাবত, ও নরগণের [মধ্যে] নরপতি বলিয়া আমাকে জানিও।

২৮। অস্ত্র-সমূহের [মধ্যে] আমি বজ্র, ধেনুগণের [মধ্যে] কামধেনু আমি, [কামসমূহমধ্যে] উৎপত্তিহেতু কন্দর্প আমি, [এবং] সর্পগণের [মধ্যে] বাসুকি আমি।

২৯। নাগগণের [মধ্যে] অনন্ত আমি, জলচরসমূহের [মধ্যে] বরুণ আমি, পিতৃগণের [মধ্যে] অর্য্যমা আমি, এবং নিয়ামকগণের [মধ্যে] যম আমি। *

---

* এই বিভূতি—শ্রেষ্ঠ, বীজ ও সার ইত্যাদি নানা দৃষ্টিতে বর্ণিত।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥৩২

মৃগাণাং চ অহং মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং বৈনতেয়ঃ চ [অহম্]।

৩১। পবতাং পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাং রামঃ অহম্, ঝষাণাং মকরঃ অস্মি, চ স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি।

৩২। [হে] অর্জ্জুন! সর্গাণাম্ আদিঃ, অন্তঃ মধ্যং চ অহম্ এব, বিদ্যানাম্ অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাং অহং বাদঃ চ।

৩০। আর দৈত্যগণের [মধ্যে] প্রহ্লাদ আমি, গণনাকারিগণের [মধ্যে] আমি কাল, মৃগগণের [মধ্যে] মৃগেন্দ্র এবং পক্ষিসমূহের [মধ্যে] বৈনতেয় আমি।

৩১। বেগশীলগণের [মধ্যে] পবন আমি, শস্ত্রধারিগণের [মধ্যে] রাম আমি, মৎস্যগণের [মধ্যে] মকর আমি, এবং স্রোতস্বতীগণের [মধ্যে] জাহ্নবী আমি।

৩২। [হে] অর্জ্জুন! সৃষ্টবস্তুসমূহের আদি, অন্ত ও মধ্য আমিই, এবং বিদ্যা সকলের [মধ্যে] অধ্যাত্মবিদ্যা ও বাদিগণের [মধ্যে] বাদ আমি।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

৩৩। অক্ষরাণাম্ অকারঃ চ সামাসিকস্য দ্বন্দ্বঃ অস্মি, অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা।

৩৪ অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, চ ভবিষ্যতাম্ উদ্ভবঃ, চ নারীণাং কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধাঃ, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ অহম্।

৩৫। তথা অহং সাম্নাং বৃহৎসাম, ছন্দসাম্ গায়ত্রী, মাসানাং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ অহম্।

৩৩। অক্ষর সকলের [মধ্যে] অকার এবং সমাস সকলের [মধ্যে] দ্বন্দ্বসমাস আমি, আমিই অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা (অর্থাৎ বিধাতা)।

৩৪। আমি [সংহারকগণের মধ্যে] সর্ব্বহর মৃত্যু ও ভবিষ্যদ্গণের উদ্ভব (অর্থাৎ অভ্যুদয়) ; এবং নারীগণের কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি।

৩৫। তদ্রূপ আমি (রথন্তরাদি) সামের [মধ্যে]

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥৩৮

৩৬। অহং ছলয়তাং দ্যূতং, তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি, জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ অস্মি, সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্ অহম্।

৩৭। অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাম্ ব্যাসঃ, অপি কবীনাম্ উশনা কবিঃ অস্মি।

৩৮। অহং দময়তাং দণ্ডঃ জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং মৌনং এব অস্মি, জ্ঞানবতাম্ জ্ঞানম্ চ অস্মি।

বৃহৎসাম, ছন্দঃসমূহের [মধ্যে] গায়ত্রী, মাস সকলের [মধ্যে] অগ্রহায়ণ, [এবং] ঋতুগণের [মধ্যে] বসন্ত [আমি]।

৩৬। আমি ছলকারিগণের [মধ্যে] দ্যূত [ও] তেজস্বিগণের তেজঃ আমি, [জয়িগণের] জয় আমি, [উদ্যমিগণের] উদ্যম আমি, [এবং] সত্ত্বগুণিগণের সত্ত্ব আমি।

৩৭। আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের [মধ্যে] বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের [মধ্যে] ধনঞ্জয়, মুনিগণের [মধ্যে] বেদব্যাস, এবং কবিগণের [মধ্যে] উশনা কবি (অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য) আমি।

৩৮। আমি দমনকারিগণের দণ্ড; জয়াভিলাষিগণের

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানং বীজং তদহমর্জ্জুন।।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥৪০

৩৯। [হে] অর্জ্জুন। অপি চ যৎ সর্ব্বভূতানাং বীজং তৎ অহম্ [এব], ময়া বিনা যৎ স্যাৎ, তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি।
৪০। [হে] পরন্তপ। মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি, তু বিভূতেঃ এষঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ।

নীতি আমি, গুহ্যবিষয়ের মৌনই আমি, এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান আমি।

৩৯। [হে] অর্জ্জুন! আরও যাহা সর্ব্বভূতের বীজ, তাহা আমি[ই]; আমি ব্যতীত যাহা কিছু থাকে, সেইরূপ চরাচর ভূত নাই। (অর্থাৎ কেবল আমিই আছি) *

৪০। [হে] পরন্তপ! আমার দিব্যবিভূতি-সমূহের অন্ত নাই; তবে বিভূতির এই বিস্তার আমা-কর্ত্তৃক সংক্ষেপে কথিত হইল।

* এই শ্লোকটী, "অহমাত্মা গুড়াকেশ" (১০।২০) এই শ্লোকে অন্বয়মুখে যাহা উপক্রম করা হইয়াছে, তাহারই ব্যতিরেকমুখে উপসংহার। এজন্য এই বিভূতিযোগবর্ণনমধ্যেও অদ্বৈতসিদ্ধান্তই উপদিষ্ট হইল। উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা তাৎপর্য্যনির্ণয় হয়, এস্থলে সেই উভয় শ্লোকে অদ্বৈতমতই অতি স্পষ্টভাবে কথিত।

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন! । †
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

৪১। যৎ যৎ এব সত্ত্বং বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ঊর্জ্জিতং বা, তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং ত্বম্ অবগচ্ছ।

৪২। [হে] অর্জ্জুন! অথবা এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্? অহম্ একাংশেন ইদং কৃৎস্নং জগৎ বিষ্টভ্য স্থিতঃ।

৪১। যেই যেই বস্তু বিভূতিযুক্ত শ্রীসম্পন্ন বা শ্রেষ্ঠ সেই সেই [বস্তু]ই আমার তেজোংশসম্ভূত (অর্থাৎ প্রভাবের একদেশ মাত্র বলিয়া) তুমি জানিবে।

৪২। [হে] অর্জ্জুন! অথবা এত বহু জানিয়া তোমার কি হইবে? আমি একাংশদ্বারা এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি।*

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা ৪২। প্রথমাবধি (৩৭২ + ৪২) = ৪১৪]

---

* এটী ঈশ্বরভাবের উক্তি বলিয়া অংশ শব্দদ্বারা তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় দেওয়া হইল। † জ্ঞাতেন = জ্ঞানেন, পাঠভেদ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ংবিগতো মম॥১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২*

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতং যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ।

২। [হে] কমলপত্রাক্ষ! হি ত্বত্তঃ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, চ [তব] অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি [শ্রুতম্]।

১। অর্জ্জুন কহিলেন,—আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য পরম গুহ্য অধ্যাত্মনামক (অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেকবিষয়ক) যে বাক্য তোমাকর্ত্তৃক বলা হইল তদ্দ্বারা আমার এই মোহ বিদূরিত হইল।

২। [হে] কমলপত্রাক্ষ! যেহেতু তোমার নিকট হইতে ভূতসকলের (অর্থাৎ চেতনাচেতনাত্মক সকলের)

---

* ভবাপ্যয়ৌ—ভবাব্যয়ৌ; বিস্তরশো—বিস্তরতো—পাঠভেদ।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।।
যোগেশ্বর। ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

৩। [হে] পরমেশ্বর। যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ, এতৎ এবম্, [তথাপি হে] পুরুষোত্তম। [অহং] তে ঐশ্বরং রূপংদ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি।

৪। [হে] প্রভো। যদি তৎ ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে ততঃ [হে] যোগেশ্বর। ত্বং মে [তব] অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়।

উৎপত্তি ও লয় মৎকর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে শ্রুত হইল, এবং [তোমার] অব্যয় মাহাত্ম্যও [শ্রুত হইল]।

৩। [হে] পরমেশ্বর! যেরূপ তুমি নিজের বিষয় বলিলে, তাহা এইরূপই বটে, [তথাপি হে] পুরুষো-ত্তম! [আমি] তোমার ঐশ্বররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। *

৪। [হে] প্রভো! যদি তাহা আমাকর্ত্তৃক দেখিবার যোগ্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে [হে] যোগেশ্বর! তুমি আমাকে [তোমার] অব্যয় আত্মস্বরূপ দেখাও।

---

* এস্থলে 'ঐশ্বররূপ' পদদ্বারা ব্রহ্ম যে অরূপ তাহা বলা হইল। আর তাহা হইলে রূপযুক্ত ঈশ্বরের মূল যে অরূপ ব্রহ্ম তাহাও বলা হইল। ভক্তির দ্বারা যে দর্শন তাহা এই ঈশ্বররূপ দর্শনই।

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত!॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭

৫। শ্রীভগবান্ উবাচ ;—[হে] পার্থ। [ত্বং] মে দিব্যানি নানাবিধানি চ নানাবর্ণাকৃতীনি শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য।

৬। [হে] ভারত। আদিত্যান্, বসূন্, রুদ্রান্, অশ্বিনৌ, তথা মরুতঃ পশ্য, [এবং] বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য।

৭। [হে] গুড়াকেশ। ইহ মম দেহে একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ চ অন্যৎ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি, [তৎ] অদ্য পশ্য।

৫। শ্রীভগবান্ কহিলেন—[হে] পার্থ! [তুমি] আমার দিব্য, নানাবিধ এবং নানা বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র রূপসকল দেখ।

৬। [হে] ভারত! (১২) আদিত্য, (৮) বসু, (১১) রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদগণ দেখ, [এবং] বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য সকল দেখ।

৭। [হে] গুড়াকেশ! এই আমার দেহে

৭। ইহৈকস্থং জগৎ—ইহৈকং যজ্জগৎ—পাঠভেদ।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।*
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্! মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

৮। তু অনেন স্বচক্ষুষা এব মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে, [অতঃ] তে [অহং] দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য।

৯। সঞ্জয়ঃ উবাচ,—[হে] রাজন্! মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবং উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস।

একত্রাবস্থিত সমুদায় চরাচর সহ জগৎ এবং অন্য যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, [তাহা] এখনই দেখ।

৮। কিন্তু এই স্বীয় চক্ষুঃদ্বারাই আমাকে দেখিতে পারিবে না, [অতএব] তোমাকে [আমি] দিব্য চক্ষুঃ দিতেছি; আমার ঐশ্বর (অর্থাৎ অসাধারণ) যোগ (অর্থাৎ অঘটনঘটনসামর্থ্য) দেখ।

৯। সঞ্জয় কহিলেন,—[হে] রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তদনন্তর পার্থকে পরম ঐশ্বররূপ দেখাইলেন।

* শক্যসে—শক্ষ্যসে—পাঠভেদ।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১ *
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

১০-১১। অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্।

১২। দিবি যদি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ।

১০-১১। [তাহা] অনেক মুখ ও অনেক নয়নযুক্ত, অনেক অদ্ভুতদর্শনীয় বস্তুযুক্ত, অনেক দিব্য আভরণযুক্ত, অনেক উদ্যত দিব্য আয়ুধযুক্ত, দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধ ও অনুলেপনযুক্ত, সকল প্রকার আশ্চর্য্যময়, দীপ্তিশালী, অপরিচ্ছিন্ন ও বিশ্বতোমুখ (অর্থাৎ সর্ব্বত্র মুখাদিবিশিষ্ট)।

১২। আকাশমণ্ডলে যদি সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ উত্থিত হয়, [তাহা হইলে] সেই [প্রভা] সেই মহাত্মার প্রভার সদৃশ হইতে পারে।

* সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং — সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ং—পাঠভেদ।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব! দেহে,
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।

১৩। তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্ অপশ্যৎ।

১৪। ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা [সন্] দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] অভাষত।

১৫। অর্জ্জুনঃ উবাচ—[হে] দেব! [অহং] তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্, তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ দিব্যান্ ঋষীন্, সর্ব্বান্, উরগান্ চ ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি।

১৩। তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে অনেক রূপে বিভক্ত নিখিল জগৎ একত্রাবস্থিত দেখিলেন।

১৪। তদনন্তর সেই ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত [হইয়া] দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি [হইয়া] কহিতে লাগিলেন।

১৫। অর্জ্জুন কহিলেন—[হে] দেব! [আমি]

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপ ! ॥১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ,
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।

১৬। [হে] বিশ্বেশ্বর ! [হে] বিশ্বরূপ ! অনেকবাহূদর-বক্ত্রনেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, পুনঃ তব ন অন্তং, ন মধ্যং, ন আদিং পশ্যামি।

১৭। [অহং] ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তি-

তোমার দেহে সমুদায় দেবতা এবং বিশেষ বিশেষ ভূতবর্গ, দিব্য ঋষিগণ, সমুদায় সর্পগণকে এবং [ইহা-দের] ঈশ্বর ও কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতেছি।

১৬। [হে] বিশ্বেশ্বর ! [হে] বিশ্বরূপ ! অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নয়নবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে চারিদিকে দেখিতেছি ; আর তোমার না অন্ত, না মধ্য, না আদি দেখিতেছি।

১৭। আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাহস্ত,

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা,
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

মন্তং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ অপ্রমেয়ং [চ] পশ্যামি।

১৮। ত্বম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং, ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ [ইতি] মে মতঃ।

চক্রধারী এবং সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ তেজোরাশিরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, চারিদিকে প্রদীপ্ত বহ্নি ও সূর্য্যবৎ দ্যুতিমান এবং অপ্রমেয়রূপে দেখিতেছি (অর্থাৎ "ইহা এই প্রকার" এইরূপ নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না)।

১৮। তুমি অক্ষর (অর্থাৎ নিত্য কুটস্থ) পরম [ব্রহ্ম] ও বেদিতব্য (অর্থাৎ জ্ঞাতব্য); তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয় শাশ্বতধর্ম্মের (অর্থাৎ শাশ্বত যে বেদ, সেই বেদোক্তধর্ম্মের) রক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ—[ইহাই] আমি মনে করিতেছি।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি,
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং,
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্!॥ ২০

১৯। [অহং] ত্বাম্ অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং পশ্যামি।

২০। [হে] মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তম্, সর্ব্বাঃ দিশঃ চ; তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং [পশ্যামি]।

১৯। [আমি] তোমাকে আদি মধ্য ও অন্ত-হীন, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহুযুক্ত, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রদ্বয়-যুক্ত, মুখমধ্যে দীপ্তহুতাশনপূর্ণ, নিজ তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে সন্তপ্তকারিরূপে দেখিতেছি।

২০। [হে] মহাত্মন্! স্বর্গ ও পৃথিবীর এই অন্তর (অর্থাৎ অন্তরীক্ষপ্রদেশ) একমাত্র তোমার

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি।
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ,
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সা ।,
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।

২১। অমী সুরসঙ্ঘাঃ হি ত্বাং বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ [সন্তঃ] গৃণন্তি, মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা। পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি।

২২। রুদ্রাদিত্যাঃ,বসবঃ চ,যে সাধ্যাঃ, বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতঃ চ

দ্বারাই ব্যাপ্ত; সকল দিক্‌গুলিও [তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত]; তোমার অদ্ভুত এই উগ্র রূপ দেখিয়া লোকত্রয়কে প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত [দেখিতেছি]।

২১। ঐ সকল সুরগণ নিশ্চিতই তোমাতেই প্রবেশ (অর্থাৎ শরণ গ্রহণ) করিতেছে, কেহ কেহ ভীত [ও] কৃতাঞ্জলি [হইয়া] স্তব করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "স্বস্তি" ইহা বলিয়া পুষ্কল স্তবদ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন।

২২। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, আর যাঁহারা

গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২
রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং,
মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং,
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

চ উষ্মপাঃ চ, গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে চ।

২৩। [হে] মহাবাহো! বহুবক্ত্র নেত্রং বহুবাহূরুপাদং বহূদরং, বহুদংষ্ট্রাকরালং তে মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ, অহং [অপি] তথা [প্রব্যথিতঃ]।

সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বে (অর্থাৎ বিশ্বদেবগণ), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং মরুদ্‌গণ, এবং উষ্মপ নামক পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত [হইয়া] তোমাকে দেখিতেছে।

২৩। [হে] মহাবাহো! বহু বদন ও নেত্রযুক্ত, বহু বাহু উরু ও পদযুক্ত, বহু উদরযুক্ত, বহু করাল (অর্থাৎ ভীষণ) দন্তযুক্ত, তোমার মহৎ রূপ দেখিয়া লোক সকল প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত হইতেছে, আমি[ও] তদ্রূপ প্রব্যথিত হইতেছি]।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং,
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা,
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ! ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি,
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম,
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস !॥ ২৫

২৪। [হে] বিষ্ণো! নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং হি দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা [অহং] ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি।

২৫। [হে] দেবেশ। দংষ্ট্রাকরালানি কালানলসন্নিভানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] দিশঃ ন জানে, শর্ম্ম চ ন লভে; [হে] জগন্নিবাস। প্রসীদ।

২৪। [হে] বিষ্ণো! গগনস্পর্শী দীপ্তিমান্ অনেক বর্ণবিশিষ্ট, বিবৃতমুখযুক্ত, উজ্জ্বল ও বিশালনেত্রযুক্ত তোমাকে দেখিয়াই অন্তরাত্মা অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ায় [আমি] ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতেছি না।

২৫। [হে] দেবেশ! ভীষণ দন্তযুক্ত, প্রলয়-

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ,
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ,
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি,
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু,
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

অ। ২৬-২৭। অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু ত্বাং বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে ।

কালীন অগ্নিতুল্য তোমার মুখ সকল দেখিয়াই [আমি] দিকসকল জানিতে পারিতেছি না, সুখও লাভ করিতে পারিতেছি না ; [হে] জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও ।

প। ২৬-২৭। আর ঐ সকল, ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্রগণই অবনিপালের সঙ্ঘসহ এবং ভীষ্ম দ্রোণ [ও] ঐ সূতপুত্র (কর্ণ) এবং আমাদের মুখ্যযোদ্ধ্রগণ সহ ত্বরাযুক্ত [হইয়া] তোমার ভীষণ দন্তযুক্ত ভয়ানক মুখমধ্যে প্রবেশ

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ,
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা,
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি * ॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা,
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

২৮। যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ অভিমুখাঃ [সন্তঃ] সমুদ্রং দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোকবীরাঃ তব অভিবিজ্বলন্তি বক্ত্রাণি বিশন্তি।

২৯। যথা সমৃদ্ধবেগাঃ পতঙ্গাঃ নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং

করিতেছে, কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া দন্তসন্ধিসমূহের মধ্যে তোমাতে বিশেষরূপে লগ্ন দেখা যাইতেছে।

২৮। যেমন নদী-সমূহের বহু জলপ্রবাহ [সমুদ্রের] অভিমুখী [হইয়া] সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ সকল নরলোকবীর, সর্ব্বতোভাবে তোমার জাজ্বল্যমান মুখসকলমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

২৯। যেমন সম্যক্ বর্দ্ধিত বেগশালী পতঙ্গগণ

---

* অভিবিজ্বলন্তি—"অভিতো জ্বলন্তি"—পাঠভেদ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ,
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং,
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ! ॥ ৩০

বিশন্তি, তথা এব সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় এব তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।

৩০। জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে, [হে] বিষ্ণো। তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য প্রতপন্তি। (বিষ্ণো = বিষ্ণোঃ—পাঠভেদ)।

নাশের জন্য প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপই সমৃদ্ধবেগশীল লোকসকলও নাশেরই জন্য তোমার বক্ত্র-সমূহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

৩০। [তুমি] জ্বলন্ত বদনসমূহদ্বারা সমগ্র লোক-গণকে গ্রাস করিতে করিতে চারিদিকে লেহন করিতেছ (অর্থাৎ অতিশয়রূপে ভক্ষণ করিতেছ)। [হে] বিষ্ণো ! তোমার উগ্র আলোকসকল তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া প্রকৃষ্টরূপে তাপ দিতেছে।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,
নমোঽস্তু তে দেববর! প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

৩১। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ? মে আখ্যাহি, তে নমঃ অস্তু. [হে] দেববর! প্রসীদ; আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি, হি তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি।

৩২। শ্রীভগবান্ উবাচ,—লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি,

৩১। উগ্ররূপধারী তুমি কে? আমাকে বল; তোমাকে নমস্কার। [হে] দেববর! প্রসন্ন হও। আদ্যস্বরূপ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু, তোমার প্রবৃত্তি [আমি] জানি না।

৩২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—লোকক্ষয়কর উৎকট কাল আমি, লোকসকলকে সংহার করিবার জন্য এই লোকে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি ব্যতীতও (অর্থাৎ তুমি না মারিলেও) প্রতিপক্ষের সৈন্যমধ্যে যে সকল

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে,
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব,
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। ॥ ৩৩

লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ, ত্বাম্ ঋতে অপি প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ [তে] সর্ব্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি।

৩৩। তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব, ময়া এব এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ, [হে] সব্যসাচিন্! [ত্বং] নিমিত্তমাত্রং ভব।

যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে [তাহারা] সকলেই বাঁচিবে না।

৩৩। অতএব তুমি উত্থান কর, যশঃ লাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারাই এই সকল পূর্ব্বেই নিহত (অর্থাৎ বল ও পরাক্রমাদিবিহীন) হইয়াছে। [হে] সব্যসাচিন্! (অর্থাৎ বামহস্তে যুদ্ধকারী) অর্জ্জুন [তুমি] নিমিত্তমাত্র (অর্থাৎ উপলক্ষমাত্র) হও। *

---

* এতদ্দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর করিলেন।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ,
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা,
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য,
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং,
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

৩৪। ময়া হতান্ দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং কর্ণং চ, তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, [ত্বং] রণে সপত্নান্ জেতাসি [অতঃ] যুধ্যস্ব।

৩৫। সঞ্জয়ঃ উবাচ—কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ

৩৪। আমাকর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ ও ভীষ্ম ও জয়দ্রথ ও কর্ণ, তদ্রূপ অন্য যুদ্ধবীরগণকেও তুমি নিধন কর, ভয় করিও না, [তুমি] রণে শত্রুগণকে জয় করিবে, [অতএব] যুদ্ধ কর।

৩৫। সঞ্জয় কহিলেন,—কেশবের এই কথা শুনিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি] হইয়া] কৃষ্ণকে নমস্কার

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্ত্যা,
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ !
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।

কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভীতভীতঃ [সন্] প্রণম্য এব ভূয়ঃ সগদ্গদম্ আহ।

৩৬। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ, রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ দ্রবন্তি, সর্ব্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ নমস্যন্তি [এতৎ] স্থানে।

৩৭। [হে] মহাত্মন্ ! [হে] অনন্ত ! [হে] দেবেশ !

করিয়া অতি ভীত [হইয়া] প্রণাম করিয়াই পুনরায় গদ্গদ ভাবে বলিলেন।

৩৬। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] হৃষীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনদ্বারা জগৎ প্রহৃষ্ট হয় এবং [তোমার] প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা ভীত [হইয়া] চারিদিকে পলায়ন করে ও সকল সিদ্ধগণ নমস্কার করে—[ইহা] যুক্তই বটে !

৩৭। [হে] মহাত্মন ! [হে] অনন্ত ! [হে]

অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস,
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ! ॥ ৩৮

[হে] জগন্নিবাস ! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে তে কস্মাৎ চ [তে] ন নমেরন্ ? সৎ অসৎ [চ] পরং যৎ অক্ষরং তৎ ত্বম্ [এব]।

৩৮। [হে] অনন্তরূপ ! ত্বম্ আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ, অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং, [তথা] বেত্তা বেদ্যং চ পরং চ ধাম অসি, ত্বয়া বিশ্বং ততম্।

দেবেশ ! [হে] জগন্নিবাস ! ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও আদিকর্ত্তা তোমাকে কেন [তাহারা] নমস্কার করিবে না ? সৎ, (অর্থাৎ ব্যক্ত) অসৎ (অর্থাৎ অব্যক্ত) [ও] শ্রেষ্ঠ যে অক্ষর (অর্থাৎ ব্রহ্ম) তাহা তুমি[ই]।

৩৮। [হে] অনন্তরূপ ! তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ, এই বিশ্বের পরম নিধান (অর্থাৎ লয়স্থান), [আর] তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও পরম ধাম হও; তোমা কর্ত্তৃক বিশ্ব তত (অর্থাৎ ব্যাপ্ত)।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ,
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ! ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং,
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

৩৯। ত্বং বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নি; বরুণঃ শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিঃ প্রপিতামহঃ চ, তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ অস্তু, পুনঃ চ নমঃ, ভূয়ঃ অপি, তে নমঃ নমঃ ।

৪০। [হে] সর্ব্ব ! তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ, তে সর্ব্ব তঃ এব নমঃ অস্তু, [হে] অনন্তবীর্য্য ! ত্বম্ অমিতবিক্রমঃ

৩৯। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ ; তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার ; পুনরায় নমস্কার, পুনঃপুনঃ তোমায় নমস্কার, নমস্কার ।

৪০। [হে] সর্ব্ব ! তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার ; তোমার চারিদিকেই নমস্কার । [হে] অনন্তবীর্য্য ! তুমি অমিতপরাক্রমশালী ; [তুমি] সমুদায়

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,*
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি,
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

সর্ব্বং সম্যাপ্নোষি, ততঃ সর্ব্বঃ অসি।

৪১-৪২। [হে] অচ্যুত! তব মহিমানম্ ইদম্ [চ] অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি সখা ইতি মত্বা 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!' ইতি প্রসভং যৎ উক্তং, বিহারশয্যাসন-

---

সম্যক্‌রূপে ব্যাপিয়া আছ; সেই জন্য সকলই তুমি হও। †

৪১-৪২। [হে] অচ্যুত! তোমার মহিমা [এবং] ইহা (অর্থাৎ এই বিশ্বরূপ) না জানিয়া আমাকর্ত্তৃক প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়নিবন্ধন সখা মনে করিয়া "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!" ইত্যাদি হঠাৎ যাহা উক্ত হইয়াছে, [এবং তুমি] বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে একাকী থাকিলে, অথবা তাহাদের সমক্ষে (অর্থাৎ সখিগণসম্মুখে থাকিলে) পরিহাসার্থ

---

* তবেদম্—তবেমম্—পাঠভেদ। † যাহা সর্ব্বব্যাপী হয় তাহা সর্ব্বস্বরূপই হয়, ইহা অর্জ্জুনই বলিলেন।

একোঽথ বাপ্যচ্যুত ! তৎসমক্ষং,
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। *
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো,
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ! ॥ ৪৩

ভোজনেষু একঃ অপি অথবা তৎসমক্ষম্ অবহাসার্থং যৎ চ অসৎকৃতঃ অসি, তৎ অহম্ অপ্রমেয়ং ত্বাং ক্ষাময়ে।

৪৩। [হে] অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা, [অতঃ] পূজ্যঃ চ গুরুঃ চ গরীয়ান্ চ অসি, [অতঃ] লোক-ত্রয়ে অপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি অন্যঃ অভ্যধিকঃ কুতঃ [স্যাৎ]?

যে অসৎকৃত (অর্থাৎ অবজ্ঞাত) হইয়াছ, † তাহা আমি, [তুমি]অচিন্ত্যপ্রভাব[বলিয়া]তোমাকে ক্ষমা করাইতেছি।

৪৩। [হে] অপ্রতিম-প্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, [অতএব] পূজ্য; গুরু, ও [গুরু অপেক্ষাও] গুরুতর হও, [এই হেতু] লোকত্রয়েও তোমার সম নাই, অন্য শ্রেষ্ঠ আর কোথায়?

---

* গুরুর্গরীয়ান্=গুরোর্গরীয়ান্—পাঠভেদ। † এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে অর্জ্জুন প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ জ্ঞান করিতেন না।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং,
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ,
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢুম্॥ ৪৪
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং,
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!॥ ৪৫

৪৪। [হে] দেব! তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে, [ত্বং] পুত্রস্য পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ঃ ইব [অপরাধং] সোঢ়ুম্ অর্হসি।

৪৫। [হে] দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং [তব রূপং] দৃষ্ট্বা [অহং] হৃষিতঃ অস্মি, চ ভয়েন মে মনঃ প্রব্যথিতং, [তস্মাৎ ত্বং] তৎ রূপম্ এব মে দর্শয়। [হে] দেবেশ! [হে] জগন্নিবাস! প্রসীদ।

৪৪। [হে] দেব! সেই হেতু আমি দেহকে দণ্ডবৎ রাখিয়া প্রণাম করিয়া পূজনীয় ও ঈশ্বরস্বরূপ তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। [তুমি] পুত্রের পক্ষে পিতার ন্যায়, সখার পক্ষে সখার ন্যায়, প্রিয়ার পক্ষে প্রিয়ের ন্যায় [অপরাধ] সহ্য করিতে সমর্থ হও।

৪৫। [হে] দেব! অদৃষ্টপূর্ব্ব [তোমার রূপ]

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন,
সহস্রবাহো! ভব বিশ্বমূর্ত্তে! ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং,
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।

৪৬। [অহং] ত্বাং তথা কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্ এব দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি, [হে] সহস্রবাহো! [হে] বিশ্বমূর্ত্তে! তেন এব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব।

৪৭। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] অর্জ্জুন! ময়া প্রসন্নেন

দেখিয়া [আমি] হৃষ্ট হইয়াছি, এবং ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইতেছে। [সেই হেতু তুমি] সেই রূপই আমায় দেখাও। [হে] দেবেশ! [হে] জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও।

৪৬। [আমি] তোমাকে সেইরূপ কিরীটধারী, গদাধারী ও চক্রহস্তই দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। [হে] সহস্রবাহো! [হে] বিশ্বমূর্ত্তে! সেই চতুর্ভুজরূপই হও।

৪৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন—[হে] অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া নিজ যোগবশতঃ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যসামার্থ্যবশতঃ) এই তেজোময়, অনন্ত, আদিভূত আমার শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং,
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ র্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভি র্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে,
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ! ॥ ৪৮

আত্মযোগাৎ ইদং তেজোময়ম্ অনন্তম্ আদ্যং মে পরং বিশ্বং রূপং তব দর্শিতং, যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।

৪৮। [হে] কুরুপ্রবীর! ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবংরূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ।

তোমাকে দেখাইলাম। যাহা তুমি ব্যতীত অন্য কেহই পূর্ব্বে দেখে নাই। *

৪৮। [হে] কুরুপ্রবীর! না বেদাধ্যয়ন, না যজ্ঞ, না অধ্যয়ন, না দান, না ক্রিয়া, না উগ্র তপস্যাসমূহ দ্বারা, এই প্রকার আমি, তুমি ভিন্ন অপরদ্বারা নরলোকে দেখিবার যোগ্য হই (অর্থাৎ তুমিই আমার অনুগ্রহে দেখিলে)।

---

*এই দর্শন চরম দর্শন নহে। ভক্তির ফলে এইরূপ দর্শন হয়; এই দর্শনে যে অদ্বৈতজ্ঞান হয় তাহাতেই মুক্তি হয়। ৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো,
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌ মমেদম্‌ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং,
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা,
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং,
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

৪৯। ঈদৃক্‌ ঘোরং মম ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে মা ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ [অস্তু], ত্বং ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ [চ সন্‌] পুনঃ মে ইদম্‌ তৎ রূপম্‌ এব প্রপশ্য ।

৫০। সঞ্জয়ঃ উবাচ,—বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্‌ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ

৪৯। এতাদৃশ ঘোর (অর্থাৎ ভীষণ) আমার এই রূপ দেখিয়া তোমার না ক্লেশ এবং না বিমূঢ়ভাব [হউক,] তুমি বিগতভয় [ও] প্রসন্নচিত্ত [হইয়া] পুনরায় আমার এই সেই রূপই (অর্থাৎ চতুর্ভুজ রূপই) দেখ ।

৫০। সঞ্জয় কহিলেন,—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় সেই নিজ রূপ দেখাইলেন । [অনন্তর]

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন!।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥৫২

তথা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস, [ততঃ] মহাত্মা সৌম্যবপুঃ ভূত্বা ভীতম্ এনম্ পুনঃ আশ্বাসয়ামাস চ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ—[হে] জনার্দ্দন! ততঃ ইদং সৌম্যং মানুষংরূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম [অহং] সচেতাঃ সংবৃত্তঃ, প্রকৃতিং [চ] গতঃ অস্মি।

৫২। শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং যৎ সুদুর্দ্দর্শং রূপং [ত্বং] দৃষ্টবান্ অসি দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।

মহাত্মা (অর্থাৎ কৃষ্ণ) সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া ভীত ইহাকে (অর্থাৎ পার্থকে) পুনরায় আশ্বাস দান করিলেন।

৫১। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া এক্ষণে [আমি] প্রসন্নচিত্ত হইলাম [এবং] প্রকৃতিপ্রাপ্ত হইলাম।

৫২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমার এই যে অত্যন্ত দুর্দ্দশনীয় রূপ [তুমি] দর্শন করিলে, দেবগণও এই রূপের নিত্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

৫৩। [ত্বং] যথা মাং দৃষ্টবান্ অসি, এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ।

৫৪। [হে] পরন্তপ! অর্জ্জুন! তু অনন্যয়া ভক্ত্যা এবংবিধঃ অহং তত্ত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ।

৫৩। [তুমি] যেরূপ আমাকে দেখিলে এরূপ আমি, না বেদ, না তপস্যা, না দান, ও না যজ্ঞসমূহদ্বারা দৃষ্ট হইতে পারি। (মাং যথা = যন্মম—পাঠভেদ)।

৫৪। [হে] পরন্তপ অর্জ্জুন! কিন্তু অনন্যাভক্তিদ্বারা এই প্রকার আমি যথার্থতঃ জ্ঞাত এবং দৃষ্ট এবং প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হই।*

* এই শ্লোকদ্বয় হইতে বুঝা যায়, ভগবানের সম্যক্ জ্ঞান ও দর্শন ও ভগবানে প্রবেশ অর্থাৎ মিশিয়া যাওয়া অনন্যাভক্তির ফল। কিন্তু ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত ভগবানের দর্শন ও প্রবেশ সম্ভবপর নহে বলিয়া ভগবানে প্রবেশের অব্যবহিত পরে চরমমুক্তি হইয়া থাকে। যেহেতু "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" এবং 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি * * ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইহাতে জ্ঞানলাভানন্তরই চরমমুক্তির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব! ॥৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-
শাস্ত্রে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৫৫। [হে] পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ [চ], সঃ মাম্ এতি।

---

৫৫ [হে] পাণ্ডব! যিনি মৎকর্ম্মকারী, (অর্থাৎ আমার প্রীত্যর্থ কর্ম্মকারী); মৎপরম (অর্থাৎ আমিই যাহার পরম-পুরুষার্থ এরূপ জ্ঞানযুক্ত), মদ্ভক্ত, আসক্তি-বর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।*

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা ৫৫। প্রথমাবধি (৪১৪ + ৫৫) = ৪৬৯]

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (১৮।৫৪) শ্লোকে জ্ঞানের ফল পরাভক্তি বলায় পরোক্ষ জ্ঞানের ফল পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি, তাহার ফল অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহার ফল মুক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়।
*এস্থলে ৫৩ শ্লোকে যে অনন্যাভক্তির দ্বারা ভগবদ্দর্শনের কথা বলা হইল তাহা পরম ঐশ্বররূপের দর্শন (৯।১১শ্লোক), তাহা নির্গুণব্রহ্মদর্শন নহে। নির্গুণব্রহ্মদর্শনে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ভাব থাকে না, পূর্ণ অদ্বৈতভাবে অবস্থিতি হয়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তিযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥১

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—এবং সততযুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে যে চ অপি অব্যক্তম্ অক্ষরং [পর্য্যুপাসতে] তেষাং [মধ্যে] কে যোগবিত্তমাঃ।

১। অর্জ্জুন কহিলেন—এই প্রকারে সততযুক্ত যে ভক্তগণ তোমাকে উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরকে উপাসনা করেন তাঁহাদের [মধ্যে] কাহারা যোগবিত্তম (অর্থাৎ যোগবিষয়কজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ)? *

* এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা প্রথমে সগুণধ্যান করিয়া পরে নির্গুণধ্যান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, কি যাঁহারা প্রথম হইতেই নির্গুণধ্যান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ? অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রথম হইতেই শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক হন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, কি যাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানপথের পথিক হন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ?—ইহাই প্রশ্ন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান ও ভক্তি যেন দুইটী বিভিন্ন পথ। কিন্তু তাহা নহে। শেষে নির্গুণধ্যানরূপ একই পথ। যেহেতু মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে জ্ঞানই থাকে। এজন্য ১৯৩।৪ পৃষ্ঠা ও ব্রহ্মানন্দগিরি টীকা দ্রষ্টব্য। এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ সগুণোপাসনার পর নির্গুণধ্যানকারীকে সাধনসৌকর্য্যবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিবেন, কারণ তাহাতে ক্লেশ অল্প, নচেৎ প্রথমাবধি নির্গুণ উপাসকের পথে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদেরই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব বলিবেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

২। শ্রীভগবান্ উবাচ, ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্যযুক্তাঃ [সন্তঃ] পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ যে মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ।

৩-৪। তু যে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ [সন্তঃ] ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য অনির্দ্দেশ্যম্, অব্যক্তং সর্ব্বত্রগম্ অচিন্ত্যং কূটস্থম্ অচলং চ ধ্রুবম্ অক্ষরং পর্য্যুপাসতে তে সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত [হইয়া] পরমা শ্রদ্ধার দ্বারা উপেত (অর্থাৎ যুক্ত) হইয়া যাঁহারা আমাকে উপাসনা (ধ্যান) করেন, তাঁহারা যুক্ততম (শ্রেষ্ঠ) আমি মনে করি।

৩ ৪। কিন্তু * যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি (অর্থাৎ

---

* এস্থলে 'তু' শব্দদ্বারা, পূর্ব্ববাক্যে সগুণ উপাসকের যে শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে তাহার নিষেধ করিয়া নির্গুণোপাসকের

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬

৫। তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ, হি দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখং [যথা স্যাৎ তথা] অবাপ্যতে ।
৬-৭। তু যে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ [সন্তঃ] মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন এব যোগেন উপাসতে, [হে] পার্থ !

ব্রহ্মবুদ্ধিসম্পন্ন) [হইয়া] ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া নির্দ্দেশের অযোগ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগত, অচিন্ত্য, কূটস্থ (মায়াপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান), অচল, ধ্রুব অক্ষরকে পর্য্যুপাসনা (অর্থাৎ ধ্যান) করেন, সেই সর্ব্বভূতের হিতে রতগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি হন) ।

৫। সেই সকল অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয় ; কারণ, দেহাভিমানীর দ্বারা অব্যক্তা গতি (অর্থাৎ অব্যক্তবিষয়া নিষ্ঠা) দুঃখেই প্রাপ্ত হয় ।

৬। কিন্তু যাঁহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ [হইয়া] আমাকে ধ্যান করিতে

কথা বলায় নির্গুণোপাসকই শ্রেষ্ঠ হয় । তদ্ব্যতীত এই শ্রেষ্ঠত্ব উপাসনামার্গের জ্ঞানবিষয়ক, সগুণ বা নির্গুণতত্ত্ব বিষয়ক নহে ।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্॥৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়!॥৯

অহং তেষাং ময়ি আবেশিতচেতসাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি।

৮। [ত্বং] ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, [এবং কুর্ব্বন্]অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি, [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]।

৯। [হে] ধনঞ্জয়! অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ।

করিতে অনন্যযোগদ্বারাই (অর্থাৎ কেবল সমাধির দ্বারা) উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমি সেই সকল আমাতে আবেশিতচিত্ত ব্যক্তিগণের মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে অচিরে সমুদ্ধারকর্ত্তা হই।

৮। [তুমি] আমাতেই মনঃ স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর; [এরূপ করিলে] অতঃপর (অর্থাৎ দেহান্তে) আমাতেই বাস করিবে, [ইহাতে] সংশয় নাই।

৯। [হে] ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২

১০। [যদি পুনঃ] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি, [তর্হি] মৎকর্ম্মপরমঃ ভব, মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি ।

১১। অথ এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ, যতাত্মবান্ [সন্] সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ।

১২। হি অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে,

না পার, তবে [কোন প্রতিমাবলম্বনে আমার অনুস্মরণ-রূপ] অভ্যাসযোগদ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর ।

১০। [আর যদি] অভ্যাসেও অসমর্থ হও [তবে] তুমি [ব্রত, পূজাপ্রভৃতি] মৎকর্ম্মপরায়ণ হও, মদর্থে কর্ম্মসমূহ করিলেও [চিত্তশুদ্ধিদ্বারা] সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ।

১১। আর যদি ইহাও করিতে অশক্ত হও, তাহা হইলে মদ্‌যোগাশ্রিত (অর্থাৎ কেবলমাত্র আমারই শরণাগত) ও সংযতচিত্ত [হইয়া] সমস্ত কর্ম্মফলত্যাগ কর ।

১২। যেহেতু [জ্ঞানার্থ শ্রবণের] অভ্যাস অপেক্ষা

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৪

ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ [শ্রেয়ান্], ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ [ভবতি]।
১৩ ১৪। সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণঃ, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, যঃ মদ্ভক্তঃ চ,সঃ এব মে প্রিয়ঃ।

জ্ঞান (অর্থাৎ শব্দ ও যুক্তিদ্বারা আত্মনিশ্চয়রূপ পরোক্ষ-জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান (অর্থাৎ নিদিধ্যাসন) শ্রেষ্ঠ, [এবং] ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ [শ্রেষ্ঠ, কারণ] ত্যাগ হইতে অনন্তরই (ঠিক্ পরেই) শান্তি [হয়]।

১৩-১৪। সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মিত্রভাবাপন্ন, কৃপালু, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখ ও দুঃখে সমান, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত, আমাতে অর্পিতমনোবুদ্ধি যে মদ্ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। (৭ম অধ্যায় ১৭ শ্লোকের ইহা বিস্তার।) *

---

* বাস্তবিক ভগবানের কেহই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। (৯।২৯) শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভক্তের প্রিয় ভগবান্ হন বলিয়া ভগবানের প্রিয় ভক্ত বলা হয় মাত্র। তাহাও ঈশ্বরদৃষ্টিতে ইহা সম্ভব।

যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭

১৫। যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্‌বিজতে; যঃ চ লোকাৎ ন উদ্‌বিজতে, যঃ চ হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈঃ মুক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।

১৬। অনপেক্ষঃ, শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ, গতব্যথঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।

১৭। যঃ ন হৃষ্যতি, ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভপরিত্যাগী যঃ ভক্তিমান্, সঃ মে প্রিয়ঃ।

১৫। যাঁহা হইতে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় না, আর যিনি লোকদিগের নিকট হইতে উদ্বিগ্ন হন না, এবং যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

১৬। নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব-শূন্য) ও গতব্যথ (অর্থাৎ মনঃকষ্টশূন্য), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যিনি মদ্ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

১৭। যে ব্যক্তি হৃষ্ট হন না, দ্বেষ ক ন না, শোক

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১৯

১৮-১৯। শত্রৌ মিত্রে চ, তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ, শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ, স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ।

করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, শুভাশুভপরিত্যাগী [ও] যিনি ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়।

১৮-১৯। শত্রু এবং মিত্রে, তদ্রূপ মান এবং অপমানে, সমান, শীত উষ্ণ ও সুখদুঃখে সমান, আসক্তিবিবর্জ্জিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্য, মৌনী, যেকোনরূপে সন্তুষ্ট, বাসভবনশূন্য, স্থিরবুদ্ধি, ভক্তিমান্ নর আমার প্রিয়।*

* এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, দ্বিতীয়াদি শেষ পর্য্যন্ত শ্লোকে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকে সগুণোপাসকের কথা, এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে নির্গুণো-পাসকের কথা বলিয়া ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ শ্লোক পর্য্যন্ত পুনরায় সগুণোপাসকের কথা বলা হইয়াছে, এবং ১৩শ হইতে ২০ শ পর্য্যন্ত নির্গুণোপাসকের কথা বলা হইয়াছে। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় শ্লোকে সগুণোপাসককে "যুক্ততম" বলিয়া ১৩শ হইতে ২০শ পর্য্যন্ত শ্লোকে নির্গুণোপাসককে "প্রিয়" "অতীব

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

২০। তু যে যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে, তে শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ ।

২০। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এই ধর্ম্মামৃতের পর্য্যুপাসনা করেন, সেই শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়। (ধর্ম্মামৃত = ধর্ম্ম্যামৃত—পাঠভেদ)

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগ-শাস্ত্রে ভক্তিযোগনামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

[শ্লোকসংখ্যা ২০। প্রথমাবধি (৪৬৯ + ২০) = ৪৮৯]

প্রিয়" বলা হইয়াছে, এজন্য এস্থলে নির্গুণোপাসকের শ্রেষ্ঠত্বই কথিত হইয়াছে; আর এইস্থলে যে "মদ্ভক্ত" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ "আমার অক্ষরজ্ঞানরূপের ভজনকারী।" কারণ, "চতুর্বিধা ভজন্তে মাং" ও "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানিকেই শ্রেষ্ঠভক্ত বলা হইয়াছে। আর জ্ঞানী যে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাহা ভগবান্ "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্'' এই সপ্তম অধ্যায়ের শ্লোকে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব॥১*॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ॥২

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] কেশব। প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ এতদ্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে, যঃ এতৎ বেত্তি, তং তদ্‌বিদঃ,

---

১। অর্জ্জুন কহিলেন—[হে] কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, [হে] কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়, যিনি ইহা জানেন (অর্থাৎ ইহাকে 'আমি আমার' বলিয়া জ্ঞান করেন),

---

* সকল গ্রন্থে এই শ্লোক নাই। ইহাকে গ্রহণ করিলে গীতায় ৭০১ শ্লোক হয়। গীতা ৭০০ শ্লোকাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত!।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎতজ্জ্ঞানং মতংমম॥৩
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌চ যদ্‌বিকারি যতশ্চযৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥৪
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্‌।

ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি প্রাহুঃ।

৩। [হে] ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু চ মাং ক্ষেত্রজ্ঞম্‌ অপি বিদ্ধি, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং, তৎ জ্ঞানং মম মতম্‌।

৪। তৎ চ ক্ষেত্রং যৎ, যাদৃক্‌ চ, যদ্‌বিকারি চ যতঃ চ ভবতি, সঃ [ক্ষেত্রজ্ঞঃ] চ যঃ যৎপ্রভাবঃ, তৎ সমাসেন মে শৃণু।

তাঁহাকে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকজ্ঞগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলেন।

৩। [হে] ভারত! আর সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে [ভেদ]-জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান, [ইহাই] আমার মত।*

৪। আর সেই ক্ষেত্র যাহা, ও যেরূপ, ও যে বিকার-যুক্ত, ও যাহাহইতে উৎপন্ন, ও সেই [ক্ষেত্রজ্ঞ] যাহা, যেরূপ প্রভাবযুক্ত, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শুন।

---

* এস্থলে "অপি" শব্দদ্বারা ক্ষেত্রও তিনি বলা হইল, সুতরাং ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ হইতে অভিন্নই বলা হইল। ৩৪ শ্লোকে 'ক্ষেত্রী' অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে স্পষ্টভাবেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭

৫। [ইদম্ এব] ঋষিভিঃ বহুধা বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমদ্ভিঃ বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব গীতম্।

৬-৭। মহাভূতানি, অহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ দশ ইন্দ্রিয়াণি চ, একং [মনঃ], ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চ চ, ইচ্ছা, দ্বেষঃ সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ, চেতনা, ধৃতিঃ, এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্।

৫। [ইহাই] ঋষিগণকর্ত্তৃক বহুপ্রকারে [এবং] বিশেষরূপে নিশ্চিত-হেতুযুক্ত বিবিধ ছন্দের (অর্থাৎ বেদের) দ্বারা পৃথগ্ভাবে, এবং [তাদৃশ] ব্রহ্মসূত্র-পদদ্বারাই গীত (অর্থাৎ নির্ণীত) হইয়াছে।

৬-৭। মহাভূতপঞ্চ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত (অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়, আরও একটী (অর্থাৎ মন), ইন্দ্রিয়বিষয় পঞ্চ, এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (অর্থাৎ দেহ), চেতনা (অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিকা চিত্তবৃত্তি) ও ধৈর্য্য—এই বিকারসহ ক্ষেত্র সংক্ষেপে কথিত হইল।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৯ ॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১১

৮-১২। অমানিত্বম্, অদম্ভিত্বম্, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জবম্ আচার্য্যোপাসনং, শৌচং, স্থৈর্য্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্, অসক্তিঃ, পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষঙ্গঃ, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বম্,

৮-১২। অমানিতা, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের অনুদর্শন, প্রীতিবর্জ্জন, পুত্র-কলত্র-গৃহাদির প্রতি আসক্তিত্যাগ, ইষ্টানিষ্টপাতে নিত্য সমচিত্ততা, আর আমাতে অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে অবস্থান, জনসঙ্গে বিরাগ, আত্ম-

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌ ।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥১২
জ্ঞেয়ং যৎতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ *

চ, ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং, জনসংসদি অরতিঃ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌ এতৎ জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোক্তম্‌, অতঃ যৎ অন্যথা [তৎ] অজ্ঞানম্‌ ।

১৩। যৎ জ্ঞেয়ং, তৎ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্‌ অশ্নুতে, তৎ অনাদিমৎ পরম্‌ (অথবা অনাদি মৎপরম্‌) ব্রহ্ম, [তৎ] ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে ।

জ্ঞাননিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন,—ইহাই জ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞানসাধন) বলিয়া কথিত হয়। ইহা হইতে যাহা অন্যরূপ, [তাহা] অজ্ঞান (অর্থাৎ অজ্ঞানের হেতু) ।

১৩। যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিব ; যাহা জানিয়া অমৃত (অর্থাৎ মোক্ষ) লাভ হয়। তাহা অনাদিমৎ (অর্থাৎ আদিযুক্ত নহে), পরম্‌ (অর্থাৎ নিরতিশয় ও) ব্রহ্ম (অথবা তাহা অনাদি এবং মৎপর অর্থাৎ আমার নির্ব্বিশেষরূপ ব্রহ্ম), [তাহা] না সৎ, না অসৎ বলিয়া কথিত হয় (অর্থাৎ ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য নহে পরন্তু লক্ষ্য ।)

---

* ১১ শ্লোকে ভক্তিকে জ্ঞানসাধন বলা হইয়াছে।

সর্ব্বতঃপাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬

১৪। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ, লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

১৫। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্, অসক্তং, সর্ব্বভৃৎ, নির্গুণং, গুণভোক্তৃ এব চ।

১৬। তৎ ভূতানাং বহিঃ চ অন্তঃ চ, অচরম্ চরম্ এব চ, সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং, দূরস্থং চ অন্তিকে চ।

১৪। তাহা সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষুঃ মস্তক ও মুখযুক্ত, সর্ব্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, লোকমধ্যে সমুদায়কে আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

১৫। [তাহা] সকল ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের আভাসযুক্ত, সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অসক্ত (অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্য), সর্ব্বভৃৎ (অর্থাৎ সকলের আধারভূত), নির্গুণ এবং গুণভোক্তা (অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের পালক)।

১৬। তাহা ভূতগণের বাহির ও অন্তর, এবং অচর ও চরই, এবং সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ ও নিকটস্থ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥১৮
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯

১৭। ভূতেষু চ অবিভক্তং বিভক্তং চ ইব স্থিতম্, তৎ চ জ্ঞেয়ং ভূতভর্ত্তৃ গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।

১৮। তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ তমসঃ পরম্ উচ্যতে, জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং চ, সর্ব্বস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্।

১৯। ইতি ক্ষেত্রং, তথা জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ উক্তং মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে।

১৭। ভূতসমূহমধ্যে অভিভক্ত এবং বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত এবং সেই জ্ঞেয়বস্তু ভূতগণের পালক, গ্রাসকারী এবং উৎপত্তিশীল। [ন্যায় বলায় দ্বৈতই মিথ্যা।]

১৮। তাহা জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃ, অজ্ঞানের পর (অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট) বলিয়া কথিত হয়, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও (পূর্ব্বোক্ত অমানিত্বাদি) জ্ঞানের গম্য [এবং] সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। (ধিষ্ঠিতম্—বিষ্ঠিতম্—পাঠভেদ)।

১৯ এইরূপে ক্ষেত্র, এবং জ্ঞান, এবং জ্ঞেয়

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥২০
কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥২১

২০। অপি প্রকৃতিং পুরুষং চ উভৌ এব অনাদী বিদ্ধি, বিকারান্ চ গুণান্ চ প্রকৃতিসম্ভবান্ এব বিদ্ধি।

২১। কার্য্যকরণ-কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে, পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে। (করণ = কারণ—পাঠভেদ)

সংক্ষেপে উক্ত হইল। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাবপ্রাপ্তির (অর্থাৎ মৎসাযুজ্য লাভের) যোগ্য হন।*

২০। আরও প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান, [শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ] বিকার-সমূহ এবং [সুখদুঃখাদিরূপ] গুণ সকলকে প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াই জানিও।

২১। কার্য্য (অর্থাৎ দেহ) ও করণের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রামের) কর্ত্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হয়, [কিন্তু] পুরুষ সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু বলিয়া কথিত হয়। [কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষের ভোক্তৃত্ব নাই।]

---

* এই শ্লোকটিও ভক্তির পর জ্ঞান ইহা প্রতিপাদন করে। যেহেতু "বিজ্ঞায়" পদের প্রত্যয়টী অনন্তর অর্থে হইয়াছে।

পুরুষঃপ্রকৃতিস্থো হিভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২
উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

২২। হি পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ [সন্] প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে, অস্য [চ]সদসদ্‌যোনিজন্মসু কারণং গুণসঙ্গঃ।

২৩। অস্মিন্ দেহে [স্থিতঃ অপি] পুরুষঃ পরঃ [যতঃ সঃ] উপদ্রষ্টা, তথা অনুমন্তা, ভর্ত্তা ভোক্তা চ মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ।

২২। যেহেতু, পুরুষ প্রকৃতিস্থ [হইয়া] প্রকৃতিজাত গুণ-সমূহকে ভোগ করেন, [আর] ইহাঁর সৎ অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ—গুণসঙ্গ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস)। [সুতরাং এই ভোগ ভ্রমবিশেষ।]

২৩। এই দেহে [থাকিলেও] পুরুষ পর (অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন), [যেহেতু তিনি] উপদ্রষ্টা (সাক্ষী), অনুমন্তা (অনুমোদনকর্ত্তা), ভর্ত্তা (ধারণ-কর্ত্তা), ভোক্তা (সুখদুঃখাদিরূপা বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি-কর্ত্তা), মহেশ্বর (ব্রহ্মাদির অধিপতি) ও পরমাত্মা ইত্যাদি নামেও উক্ত হন। *

---

* এস্থলেও জীবব্রহ্মের অভেদ ইঙ্গিত করা হইল।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥২৪
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥২৫
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৬

২৪। যঃ এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি, সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে।

২৫। কেচিৎ আত্মনি আত্মনা ধ্যানেন, অন্যে সাংখ্যেন, অপরে যোগেন চ [অপরে] কর্ম্মযোগেন আত্মানং পশ্যন্তি।

২৬। তু অন্যে এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে তে অপি চ শ্রুতিপরায়ণাঃ মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব।

২৪। যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।

২৫। কেহ আত্মাতে (হৃদয়ে) আত্মার (মনের) সাহায্যে ধ্যানদ্বারা, অন্যে সাংখ্য (প্রকৃতিপুরুষের ভেদ-জ্ঞান-) দ্বারা, অপরে যোগ-(অষ্টাঙ্গযোগ-) দ্বারা, এবং [অপরে নিষ্কাম] কর্ম্মযোগদ্বারা, আত্মাকে দেখেন।

২৬। কিন্তু অন্যে এরূপ না জানিয়া [আচার্য্য

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎতদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ! ॥২৭
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮

২৭। [হে] ভরতর্ষভ। যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সঞ্জায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি।

২৮। সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং [অতঃ তেষু] বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি, সঃ [সম্যক্] পশ্যতি।

প্রভৃতি) অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া উপাসনা করে। তাহারও শ্রুতি-(অর্থাৎ সেই উপদেশশ্রবণ)-পরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেই।

২৭। [হে] ভারতর্ষভ ! যত কিছু স্থাবর-জঙ্গম-রূপ সত্ত্ব [অর্থাৎ বস্তু] জন্মে, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে [উৎপন্ন] বলিয়া জানিও। *

২৮ ! সকল ভূতসমূহে সমরূপে (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সদ্রূপে) স্থিত [অতএব ভূতসকল] বিনষ্ট হইলে অবি-নশ্বর পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনি [যথার্থ] দেখেন।

---

* এস্থলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ, তাহা পরস্পরের অবিবেককৃত, সুতরাং স্বরূপের অজ্ঞাননিবন্ধনই সংসার এবং জ্ঞানেই মুক্তি—ইহাই বুঝিতে হইবে।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিম্॥২৯
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ৩০
যদা ভূতপৃথগভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১

২৯। হি সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং পশ্যন্ আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি, ততঃ পরাং গতিং যাতি।

৩০। যঃ চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি, তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারং পশ্যতি, সঃ পশ্যতি।

৩১। যদা [সঃ] ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থং চ ততঃ বিস্তারম্ অনুপশ্যতি, তদা [সঃ] ব্রহ্ম এব সম্পদ্যতে।

২৯। যেহেতু সর্ব্বত্র সমরূপে সমবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শনকারী ব্যক্তি নিজে নিজেকে হিংসা করেন না, (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে অবিদ্যাবৃত করেন না), সেই কারণে পরা গতি প্রাপ্ত হন।

৩০। আর যিনি কর্ম্মসকলকে [দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ] প্রকৃতির দ্বারাই সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ হইতেছে এবং আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দেখেন, তিনি দেখেন।

৩১। যখন [তিনি] ভূতগণের পৃথক্ ভাবকে

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩

৩২। [হে] কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি ন •[কিঞ্চিৎ] করোতি, [অতঃ কর্ম্মফলৈঃ] ন লিপ্যতে।

৩৩। যথা সর্ব্বগতম্ আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে, তথা সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ আত্মা দেহে ন উপলিপ্যতে।

একেতে স্থিত বলিয়া এবং তাহা হইতেই [তাহাদের] বিস্তার (অর্থাৎ উৎপত্তি) ইত্যাদি অনুদর্শন করেন, (অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া বুঝেন)। তখন [তিনি] ব্রহ্মই * হন।

৩২। [হে] কৌন্তেয়! অনাদিত্বপ্রযুক্ত, নির্গুণত্ব-প্রযুক্ত এই অব্যয় পরমাত্মা শরীরস্থ * হইলেও [কিছুই] করেন না, [সুতরাং কর্ম্মফলেও] লিপ্ত হন না।

৩৩। যেমন সর্ব্বগত আকাশ সূক্ষ্ম বলিয়া উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত আত্মা দেহে উপলিপ্ত হন না।

* এস্থলে জ্ঞানপথের সাধন এবং তদুপলক্ষে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তই কথিত হইল।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৪
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

৩৪। [হে] ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি।

৩৫। এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ভূত-প্রকৃতিমোক্ষং চ জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ, তে পরং যান্তি।

৩৪। [হে] ভারত! যেমন এক রবি এই সমুদায় লোককে প্রকাশ করে সেইরূপ ক্ষেত্রী (অর্থাৎ পরমাত্মা) সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন।

৩৫। এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি ও তাহা হইতে মোক্ষ, জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা পর (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগশাস্ত্রে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগনামক
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা—৩৫। প্রথমাবধি (৪৮৯ + ৩৫) = ৫২৪।]

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।*
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বেপরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। †
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—[অহং] জ্ঞানানাং [মধ্যে] উত্তমং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ।

২। [তে] ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ [সন্তঃ] সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

১। শ্রীভগবান কহিলেন—[আমি] জ্ঞান সকলের [মধ্যে] উত্তম ও পর (অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ) জ্ঞান পুনরায় বলিব, যাহা জানিয়া মুনিগণ এই [দেহবন্ধ] হইতে পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। [তাঁহারা] এই জ্ঞানকে উপাশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য ‡ প্রাপ্ত [হইয়া] সৃষ্টিসময়েও আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়সময়েও ব্যথিত হন না।

* জ্ঞানানাম্—জ্ঞানিনাম্। † উপাশ্রিত্য—অপাশ্রিত্য—পাঠভেদ। ‡ এস্থলে সাধর্ম্ম্য বলিতে ভগবৎস্বরূপতা বুঝিতে হইবে, কারণ ১৯ শ্লোকে মদ্ভাব পদদ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত! ॥ ৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

৩। [হে] ভারত! মহৎ ব্রহ্ম মম যোনিঃ, অহং তস্মিন্ গর্ভং দধামি, ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি।

৪। [হে] কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি, তাসাং যোনিঃ মহৎ ব্রহ্ম, অহং বীজপ্রদঃ পিতা।

৫। [হে] মহাবাহো! সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ দেহে অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি।

৩। [হে] ভারত! মহৎ ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি (অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান); আমি তাহাতে গর্ভ (অর্থাৎ নিখিল জগতের বীজরূপ চিদাভাসকে) নিক্ষেপ করি, তাহা হইতেই [হিরণ্যগর্ভাদি] সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়।

৪। [হে] কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে (স্থাবর জঙ্গমাত্মক) মূর্ত্তিসমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাদের যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি), [এবং] আমি বীজপ্রদ পিতা।

৫। [হে] মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রকৃতি-জাত গুণগুলি দেহে অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ! ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় ! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ! ॥ ৮

৬। [হে] অনঘ ! তত্র নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ং সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ [দেহিনং] বধ্নাতি।

৭। [হে] কৌন্তেয় ! রজঃ রাগাত্মকং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ দেহিনং কর্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি।

৮। [হে] ভারত ! তু তমঃ অজ্ঞানজং, সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি ; তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ [দেহিনং] নিবধ্নাতি।

৬। [হে] অনঘ ! তাহার মধ্যে নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক ও অনাময় (অর্থাৎ উপদ্রবশূন্য) সত্ত্বগুণ সুখা-সক্তি ও জ্ঞানাসক্তিদ্বারা [দেহীকে] আবদ্ধ করে।

৭। [হে] কৌন্তেয় ! রজোগুণ রাগাত্মক (অর্থাৎ অনুরাগস্বরূপ) এবং তৃষ্ণা ও আসক্তিসমুদ্ভূত জানিবে, তাহা দেহীকে কর্ম্মাসক্তিদ্বারা আবদ্ধ করে।

৮। [হে] ভারত ! কিন্তু তমোগুণ অজ্ঞানজাত, ও সকল দেহীর মোহজনক বলিয়া জানিবে, তাহা

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত !।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত !।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

৯। [হে] ভারত ! সত্ত্বং [দেহিনং] সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্ম্মণি ; তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি উত।

১০। [হে] ভারত ! সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ, রজঃ সত্ত্বং তমঃ চ এব, তথা তমঃ সত্ত্বং রজঃ অভিভূয় ভবতি।

১১। যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে, তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ।

প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা [দেহীকে] আবদ্ধ করে।

৯। [হে] ভারত ! সত্ত্বগুণ [দেহীকে] সুখে সংযুক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে, তমঃ কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করে, আর কি ?

১০। [হে] ভারত ! সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে এবং তদ্রূপ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া হয়।

১১। যখন এই দেহে সর্ব্বদ্বারে (অর্থাৎ শ্রোত্রা-

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ! ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন! ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥১৪

১২। [হে] ভরতর্ষভ! লোভঃ প্রবৃত্তিঃ, কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ অশমঃ স্পৃহা, এতানি রজসি, বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে।

১৩। [হে] কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ, মোহঃ চ, এতানি এব তমসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে।

১৪। তু যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি, তদা [সঃ] উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে।

দিতে) জ্ঞানরূপ প্রকাশ আবির্ভূত হয়, তখনই সত্ত্বগুণকে বিবৃদ্ধ বলিয়া জানিবে।

১২। [হে] ভরতর্ষভ! লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মসমূহের আরম্ভ, অশান্তি, স্পৃহা, এইগুলি রজোগুণ বিবৃদ্ধ [হইলে] জন্মে।

১৩। [হে] কুরুনন্দন! অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ—এ সবই, তমোগুণ বিবৃদ্ধ [হইলে] জন্মে।

১৪। কিন্তু যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে দেহধারী

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬

১৫। রজসি [প্রবৃদ্ধে সতি] প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে, তথা তমসি [প্রবৃদ্ধে সতি] প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে।

১৬। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং, রজসঃ তু ফলং দুঃখং, তমসঃ ফলম্ অজ্ঞানম্ আহুঃ।

লয় প্রাপ্ত হয়, তখন [সে] উত্তমবিদ্‌গণের (অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভাদি উপাসকগণের) অমললোক সকলকে প্রাপ্ত হয়।*

১৫। রজোগুণ [প্রবল হইলে] মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মাসক্ত-[মনুষ্য]-লোকে জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ তমো-গুণ [প্রবল হইলে] প্রলীন ব্যক্তি (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি) [পশ্বাদি] মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

১৬। সুকৃত (অর্থাৎ সাত্ত্বিক) কর্ম্মের ফল নির্ম্মল (অর্থাৎ প্রকাশবহুল) সাত্ত্বিক [সুখ], কিন্তু রজোগুণের (অর্থাৎ পাপমিশ্রিত পুণ্যরূপ কর্ম্মের) ফল দুঃখ, [এবং] তমোগুণের ফল অজ্ঞান বলা হয়।

---

* অমললোক—গোলক বৈকুণ্ঠ কৈলাস ও ব্রহ্মলোকাদি।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥১৯

১৭। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং চ, রজসঃ লোভঃ এব সঞ্জায়তে, তমসঃ অজ্ঞানং, প্রমাদমোহৌ এব চ ভবতঃ।

১৮। সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ, মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি।

১৯। যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি, তদা সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি।

১৭। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান ও রজোগুণ হইতে লোভই জন্মে, তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহই হয়।

১৮। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধে গমন করে, রজঃ-প্রধান ব্যক্তিরা মধ্যে (অর্থাৎ নরলোকে) অবস্থান করে, এবং জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থ তামস ব্যক্তিরা অধোগমন করে (অর্থাৎ নরকাদি প্রাপ্ত হয়)।

১৯। যখন দ্রষ্টা (অর্থাৎ বিবেকী জীব) [বুদ্ধিপ্রভৃতি রূপে পরিণত] গুণসকল হইতে অন্যকে কর্ত্তা দেখেন না,

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

---

২০ । [তথা] দেহী দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতম্ অশ্নুতে ।

২১ । অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] প্রভো ! কৈঃ লিঙ্গৈঃ [দেহী] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি ? [সঃ] কিমাচারঃ কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে ?

এবং গুণ হইতে পর (অর্থাৎ ভিন্ন) [আত্মাকেই] জানেন, তখন তিনি আমার ভাবকে প্রাপ্ত হন ।

২০ । [এবং] দেহী দেহজাত এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম মরণ ও জরাজনিত দুঃখরাশি-কর্ত্তৃক বিমুক্ত [হইয়া] অমৃত ভোগ করেন (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন ।)

২১ । অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] প্রভো ! কিরূপ লক্ষণদ্বারা [দেহী] এই তিন গুণকে অতিক্রমকারী হন ? [তিনি] কিরূপ আচারযুক্ত হন, এবং কি করিয়া তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন ?

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব!।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি*নেঙ্গতে ॥ ২৩

২২-২৫। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] পাণ্ডব! [যঃ] প্রকাশং প্রবৃত্তিং চ মোহং চ [এতানি] সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি, যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে, গুণাঃ বর্ত্তন্তে ইতি এব যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে [চ], [যঃ] সমদুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্যনিন্দাত্ম-

২২-২৫। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[হে] পাণ্ডব! [যিনি] প্রকাশ, ও প্রবৃত্তি ও মোহ [ইহারা] স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে [দুঃখবুদ্ধিতে] দ্বেষ করেন না, এবং নিবৃত্ত হইলে [সুখবুদ্ধিতে] আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনবৎ উপবিষ্ট থাকিয়া [সুখদুঃখাদিরূপ] গুণকর্ম্মদ্বারা বিচলিত হন না, [প্রত্যুত] গুণগুলি [গুণে (অর্থাৎ নিজকার্য্যেই)] নিযুক্ত আছে, এইবলিয়া যিনি অবস্থান করেন, [এবং] বিচলিত হন না, [যিনি] সুখ-দুঃখে সমান, আত্মস্থ, লোষ্ট্রে

* ইত্যেব—ইত্যেবং; অবতিষ্ঠতি—সু তিষ্ঠতি—অনুতিষ্ঠতি—পাঠভেদ। এস্থলে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণই (২য় অঃ) বলা হইল।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ । *
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬

সংস্তুতিঃ, [যঃ] মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী [চ], সঃ এব গুণাতীতঃ উচ্যতে।

২৬। যঃ চ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন মাং সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

পাষাণ ও স্বর্ণে সমভাবাপন্ন, প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞানী, ধীর, আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসাতে সমান,[যিনি] মান ও অপমানে তুল্য, শত্রু-মিত্রপক্ষে সমান, [এবং] সর্ব্বপ্রকার উদ্যমপরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

২৬। আর যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি এই গুণ সকল সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের (অর্থাৎ মোক্ষলাভের) যোগ্য হন। [জ্ঞানের জন্য ভক্তি বিশেষ আবশ্যক।]

---

* লোষ্ট্র—লোষ্ট—পাঠভেদ। ‡ অপমান—অবমান—পাঠভেদ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

২৭। হি অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা, [তথা] অব্যয়স্য অমৃতস্য চ [প্রতিষ্ঠা], শাশ্বতস্য চ [প্রতিষ্ঠা], ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ [প্রতিষ্ঠা]।

২৭। যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ আশ্রয় বা প্রতিমা) [এবং] অব্যয়, অমৃতের (অর্থাৎ মোক্ষের) [প্রতিষ্ঠা] (অর্থাৎ আশ্রয়), শাশ্বতধর্ম্মেরও [প্রতিষ্ঠা] (অর্থাৎ আশ্রয়) এবং ঐকান্তিক সুখেরও [প্রতিষ্ঠা] (অর্থাৎ আশ্রয়)।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে
গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

[শ্লোকসংখ্যা ২৭। প্রথমাবধি—(৫২৪+২৭)=৫৫১।]

---

* এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বলায় কেহ কেহ ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিবিশেষ বলেন, কিন্তু তাহার সমর্থন গীতার বাক্য হইতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির সহায় বলায় এস্থলে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় অর্থ আধার নহে কিন্তু লাভের উপায় বা সাধনমাত্র।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষোত্তমযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ,—ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অব্যয়ম্ অশ্বত্থং প্রাহুঃ, ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি তং যঃ বেদ, সঃ বেদবিৎ।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন—ঊর্দ্ধমূলযুক্ত অধঃ-শাখাযুক্ত অব্যয়কে অশ্বত্থ বলে। বেদসমূহ যাহার পত্রনিচয়; তাহাকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ।*

* এস্থলে অশ্বত্থ বৃক্ষের দ্বারা সংসারের উপমা প্রদান করা হইতেছে, যথা—ঊর্দ্ধমূল শব্দের অর্থ—যাহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ উত্তম পদবাচ্য পুরুষোত্তম অর্থাৎ মায়াশবলিত ব্রহ্ম তাহা—অর্থাৎ সংসার। অধঃশাখ শব্দের অর্থ—যাহার শাখা অধঃ অর্থাৎ নিকৃষ্ট পদবাচ্য ব্রহ্মাদি জীবগণ তাহা, অর্থাৎ সেই সংসার। সেই সংসার অব্যয় অর্থাৎ প্রবাহরূপে ক্ষয়শূন্য। তাহা অশ্বত্থ অর্থাৎ যাহা প্রভাত পর্য্যন্ত থাকে না তাহা, অর্থাৎ বিশ্বাসের অযোগ্য। বেদ সকল সেই অশ্বত্থের পত্র। অর্থাৎ অশ্বত্থপত্র যেমন ছায়া দিয়া জীবগণকে আশ্রয় দেয়, বেদও তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়া জীবগণকে আশ্রয় দেয়। যিনি এই সংসারকে এইরূপ বলিয়া জানেন তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ বেদের মর্ম্মজ্ঞ।

অধশ্চোৰ্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা,
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি,
কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।

২। তস্য চ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ [চ] শাখাঃ অধঃ চ ঊৰ্দ্ধং প্রসৃতাঃ। চ মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অধঃ অনুসন্ততানি।

৩-৪। ইহ অস্য তথা রূপং ন উপলভ্যতে, [তথা] ন অন্তঃ,

২। আর তাহার, গুণদ্বারা প্রবৃদ্ধ [এবং] [রূপ রসাদি-] বিষয়রূপ প্রবাল-(অর্থাৎ পল্লব)-যুক্ত শাখাগুলি অধঃ এবং ঊৰ্দ্ধভাগে বিস্তৃত, এবং মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মানুবন্ধী (অর্থাৎ কৰ্ম্মজনক বাসনারূপ অবান্তর) মূলগুলি অধোভাগে বিস্তৃত। *

৩-৪। এই সংসারে এই বৃক্ষের সেই রূপ উপলব্ধ

* পূৰ্ব্বশ্লোকে সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাগুলি অধোভাগে অবস্থিত, মূল ঊৰ্দ্ধভাগে অবস্থিত বলা হইয়াছে, এখানে সেই শাখাগুলি ঊৰ্দ্ধ এবং অধোভাবে বিস্তৃত এবং মূলগুলিকে অধোভাগেও বিস্তৃত বলা হইলেও বিরুদ্ধ কথন হয় নাই। বিস্তৃত ব্যাখ্যা টীকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং,
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে,
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪

ন চ আদিঃ ন চ সম্প্রতিষ্ঠা [উপলভ্যতে], এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা ততঃ তম্ এব আদ্যং পুরুষং [অহং] প্রপদ্যে, [এবং রীত্যা] তৎ পদং পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি, চ যতঃ [এষা] পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা।

হয় না, [এবং] না অন্ত, না আদি, আর না স্থিতি [উপলব্ধ হয়]; এই অত্যন্ত দৃঢ়মূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া, তাহার পর সেই একমাত্র আদ্যপুরুষকে [আমি] আশ্রয় করি— [এইরূপে] সেই পদকে (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবস্তুকে) অন্বেষণ করিতে হইবে; যাহাতে গত হইলে (অর্থাৎ যাহাকে পাইলে) পুনরায় আসিতে হয় না, ও যাহা হইতে [এই] চিরন্তনী [সংসার বৃক্ষের] প্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা,
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

৫। নির্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি।

৬। যৎ গত্বা [যোগিনঃ] ন নিবর্ত্তন্তে, তৎ ন সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ ভাসয়তে, তৎ মম পরমং ধাম।

৫। মান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষজয়ী, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, বিশেষরূপে নিবৃত্তকাম, সুখদুঃখাদি নামক দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত, অমূঢ় ব্যক্তিগণ সেই অব্যয় পদে গমন করেন (অর্থাৎ অব্যয় পদ লাভ করেন।)

৬। যাহাতে গমন করিলে (অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে) [যোগিগণ] প্রত্যাবর্ত্তন করেন না ; তাহাকে না সূর্য্য, না চন্দ্র, না অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে। তাহাই আমার পরম ধাম (অর্থাৎ স্বরূপ)।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮

৭। মম এব অংশঃ জীবভূতঃ সনাতনঃ প্রকৃতিস্থানি মনঃ-ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে কর্ষতি।

৮। আশয়াৎ গন্ধান্[গৃহীত্বা] বায়ুঃ ইব ঈশ্বরঃ[দেহী] যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি, চ যৎ অপি উৎক্রামতি,[তদা]এতানি গৃহীত্বা সংযাতি।

৭। আমারই অংশ জীবভাবপ্রাপ্ত সনাতন [আত্মা, প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে] প্রকৃতিতে লীন [যে] মনঃ যাহাদের ষষ্ঠ সেই ইন্দ্রিয়গণকে জীবলোকে [সংসারোপভোগের জন্য] আকর্ষণ করে। *

৮। আশয় (অর্থাৎ নিজস্থান) হইতে গন্ধসমূহকে [গ্রহণ করিয়া] বায়ুর ন্যায় ঈশ্বর (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী দেহী অর্থাৎ জীব) যখন শরীরকে প্রাপ্ত হয়,

* এখানে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইল, ওদিকে সপ্তম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে জীবকে ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি বলা হইয়াছে, অতএব উভয়ের সামঞ্জস্য করিলে জীবব্রহ্মের শরীরশরীরিভাবরূপ যে বিশিষ্টাদ্বৈত মত তাহা সিদ্ধ হয় না। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০॥

৯। অয়ং শ্রোত্রং, চক্ষুঃ, স্পর্শনং চ, রসনং, ঘ্রাণং চ, মনঃ চ অধিষ্ঠায় এব বিষয়ান্ উপসেবতে।

১০। উৎক্রামন্তং স্থিতম্ অপি বা, বিষয়ান্ ভুঞ্জানং গুণান্বিতং বা বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি।

এবং যখন উৎক্রমণ করে, [তখন] এই সকলকে [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে] গ্রহণ করিয়া গমন করে।

৯। ইনি (অর্থাৎ জীব), শ্রোত্র, চক্ষুঃ, ত্বক্, ও জিহ্বা ও ঘ্রাণকে ও মনকে অধিষ্ঠান করিয়াই [শব্দাদি] বিষয়সমূহ উপভোগ করেন। *

১০। উৎক্রমণকারী (অর্থাৎ এক দেহ হইতে দেহান্তরগামী) অথবা [দেহে] অবস্থানকারী অথবা বিষয়-ভোগকারী অথবা [সত্ত্বাদি] গুণান্বিত [এই জীবকে] বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষুগণ দেখিতে পান।

---

* ৭ম শ্লোকে "মনশ্চ" পদের চ-কারদ্বারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণকেও গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং আত্মা ১৭শ অবয়বাত্মক সূক্ষ্ম শরীরকে জীবলোকে আকর্ষণ করে।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনংপশ্যন্ত্যচেতসঃ॥১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃসর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥১৩

১১। যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনম্ আত্মনি অবস্থিতং পশ্যন্তি, যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ এনং ন পশ্যন্তি।

১২। আদিত্যগতং যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি [চ] যৎ, অগ্নৌ চ যৎ, [তৎ] অখিলং জগৎ ভাসয়তে, তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি।

১৩। অহং চ ওজসা গাম্ আবিশ্য ভূতানি ধারয়ামি চ রসাত্মকঃ সোমঃ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি।

১১। আর [ধ্যানাদিতে] যত্নশীল যোগিগণ ইহাকে শরীরমধ্যে অবস্থিত দেখেন, [শাস্ত্রাভ্যাসে] যত্নশীল হইলেও অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ অবিশুদ্ধচিত্তগণ) [এবং] মন্দমতিগণ ইহাকে দেখে না।

১২। আদিত্যগত যে তেজঃ, আর চন্দ্রমাতে যে [তেজঃ], আর অগ্নিতে যে [তেজঃ, তাহা] অখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, সেই তেজঃ আমার জানিবে।

১৩। আর আমি বলদ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো,
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো,
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

১৪। অহং বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ [সন্] চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি।

১৫। অহং চ সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনং চ, সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ অহম্ এব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ চ অহম্ এব।

করিয়া ভূতগণকে ধারণ করি, আর রসাত্মক সোম হইয়া সমুদায় ওষধীগণকে পুষ্ট করি।

১৪। আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করি ও প্রাণ এবং অপানবায়ু-সমাযুক্ত [হইয়া] চারি প্রকার অন্ন পাক করি।

১৫। আমি সকলের হৃদয়ে (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে) সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও [তাহাদের] বিলোপ [ঘটে], সমুদায় বেদসমূহের দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিৎ আমিই।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮

১৬। লোকে ক্ষরঃ অক্ষরঃ চ ইমৌ দ্বৌ এব পুরুষৌ, [তত্র] সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ, কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে।

১৭। তু অন্যঃ উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ, যঃ ঈশ্বরঃ [চ] অব্যয়ঃ [সন্] লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি।

১৮। যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ অতঃ [অহং] লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ অস্মি।

১৬। লোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটীই পুরুষ ;তন্মধ্যে সকল ভূতগণই ক্ষর ও কূটস্থকে (মায়াকে) অক্ষর বলে।

১৭। কিন্তু অন্য [একটী] উত্তম [পুরুষ] পরমাত্মা নামে উদাহৃত হন, যিনি ঈশ্বর [এবং] অব্যয় [থাকিয়া] লোকত্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পালন করেন।

১৮। যেহেতু আমি ক্ষরকে (জড়পদার্থসমূহকে) অতিক্রম করি ও অক্ষর (মায়া) হইতে উত্তম এইহেতু লোকে ও বেদমধ্যে [আমি] পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হই।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ! ॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ ! ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ! ॥২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

১৯। [হে] ভারত ! এবম্ অসংমূঢ়ঃ [সন্] যঃ মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, সঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বভাবেন মাং ভজতি।

২০। [হে] অনঘ ! ভারত ! ইতি গুহ্যতমম্ ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্ এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ।

১৯। [হে] ভারত ! এইরূপে অসংমূঢ় (অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞানসম্পন্ন) [হইয়া] যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্ববিৎ সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করেন। [এখানে জ্ঞান ভক্তির অভেদ কথিত হইল।]

২০। [হে] অনঘ, ভারত। এইরূপে গুহ্যতম এই শাস্ত্র মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইল ; ইহা জানিয়া [লোকে] বুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

[শ্লোকসংখ্যা ২০। প্রথমাবধি—(৫৫১ + ২০) = ৫৭১।]

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ * ॥২

১-৩। শ্রীভগবান্ উবাচ,—[হে] ভারত! অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানং চ দমঃ চ যজ্ঞঃ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, আর্জ্জবম্, অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ শান্তিঃ, অপৈশুনং ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং, মার্দ্দবম্ (অক্রূরতা) হ্রীঃ, অচাপলং তেজঃ

১-৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—[হে] ভারত! নির্ভয়ভাব, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতাশূন্যভাব, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভাভাব, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও নাতিমানিতা,—

* লুপ্ত্বং—লুপ্ত্বং—লপ্ত্বং—পাঠভেদ।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত !॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।*
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ ! সম্পদমাসুরীম্ ॥৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব !॥ ৫

ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা [এতানি] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি।

৪। [হে] পার্থ ! দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমানঃ চ ক্রোধঃ চ পারুষ্যম্, অজ্ঞানং চ এব, [এতানি] আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য [ভবন্তি]।

৫। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়, আসুরী [সম্পদ্] নিবন্ধায়

[এইগুলি] দৈবী সম্পদের অভিমুখে যে জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তির হইয়া থাকে।

৪। [হে] পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অভিমান ও ক্রোধ, ও নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানই, আসুরীসম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হয়।

৫। দৈবী সম্পদ মোক্ষের জন্য এবং আসুরী [সম্পদ্] বন্ধের জন্য বলিয়া বিবেচিত হয়। [হে]

---

* অভিমান = অতিমান—পাঠভেদ।

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ ! মে শৃণু॥৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো নসত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭

মতা, [হে] পাণ্ডব । মা শুচঃ, [যতঃ ত্বং] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি ।

৬। [হে] পার্থ ! অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরঃ চ দ্বে ভূতসর্গৌ এব [স্তঃ], দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসুরং মে শৃণু।

৭। আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ন বিদুঃ [অতঃ] তেষু ন শৌচং ন আচারঃ ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে ।

পাণ্ডব! শোক করিও না। [যেহেতু তুমি] দৈবী সম্পদের অভিমুখী হইয়া জাত হইয়াছ।

৬। [হে] পার্থ! এই লোকে দৈব ও আসুর—দ্বিবিধ ভূতসৃষ্টি [হইয়াছে]। দৈব সবিস্তরে কথিত হইয়াছে, আসুরবিষয়ে আমার নিকট শুন। *

৭। আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ [ধর্ম্মে] প্রবৃত্তি ও [অধর্ম্ম হইতে] নিবৃত্তি জানে না। [সুতরাং] তাহাদিগের মধ্যে না শৌচ, না আচার, আর না সত্য বিদ্যমান।

* নবম অধ্যায়ে ত্রিবিধ প্রকৃতির কথা আছে, এজন্য এস্থলে রাক্ষসীকেও আসুরীর মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে—বুঝিতে হইবে।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্‌প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০

৮। তে জগৎ অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠম্ অনীশ্বরম্ অপরস্পর-সম্ভূতং কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকং প্রাহুঃ।

৯। এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ উগ্রকর্ম্মাণঃ অহিতাঃ [ভূত্বা] জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি।

১০। দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ], চ মোহাৎ অসদ্‌গ্রাহান্ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ [সন্তঃ] প্রবর্ত্তন্তে।

৮। তাহারা জগৎকে অসত্য (বেদপুরাণাদি প্রমাণ-হীন) অপ্রতিষ্ঠ (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপব্যবস্থাশূন্য), অনীশ্বর (ব্যবস্থা-পক ও কর্ত্তাহীন), অপরস্পরসম্ভূত (স্ত্রীপুরুষের মৈথুন-সম্ভূত), অধিক আর কি, কামহেতুকই বলে।

৯। এইরূপ দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত অল্প-বুদ্ধিগণ ক্রূরকর্ম্মা ও অনিষ্টকারী [হইয়া] জগতের নাশার্থ উৎপন্ন হয়।

১০। এবং দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করিয়া, দম্ভ,

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ॥
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌॥১২

১১-১২। প্রলয়ান্তাম্‌ অপরিমেয়াং চ চিন্তাম্‌ উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থম্‌ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্‌ ঈহন্তে।

অভিমান ও মদান্বিত [হইয়া] ও মোহনিবন্ধন অসৎ আগ্রহ অবলম্বন করিয়া অশুচি বস্তুদ্বারা ব্রতপরায়ণ [হইয়া] প্রবৃত্ত হয়।

১১-১২। এবং প্রলয়ান্ত (অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) অপরিমেয় চিন্তাকে (অর্থাৎ যোগ ও ক্ষেমের উপায়ের আলোচনাত্মক চিন্তাকে) আশ্রয় করিয়া কামোপভোগ পরায়ণ (অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ) এতাবৎ (অর্থাৎ দৃষ্ট কামভোগই পুরুষার্থ এইরূপ) নিশ্চয় করিয়া শত শত আশাপাশদ্বারা আবদ্ধ হইয়া কামক্রোধপরায়ণ [হইয়া] কামভোগের জন্য অন্যায়দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।*
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

১৩-১৬। অদ্য ময়া ইদং লব্ধম্, ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদম্ মে অস্তি, পুনঃ ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ [শত্রূন্] চ অপি হনিষ্যে ; অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ, বলবান্, সুখী চ, [অহম্] আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি ? [অহং] যক্ষ্যে

১৩-১৪। [এবং] অদ্য আমাকর্ত্তৃক ইহা লব্ধ হইল, এই অভিলষিত বস্তু পাইব, ইহা আমার আছে, আবার এই ধনও হইবে, ঐ শত্রু আমাকর্ত্তৃক হত, এবং অন্য [শত্রুগণকে]ও মারিব ; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্ ও সুখী. [আমি] ধনবান্,

* লব্ধমিদং = লব্ধমিমং—পাঠভেদ ।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

দাস্যামি, মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, অনেকচিত্তবিভ্রান্তঃ মোহজালসমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ [সন্তঃ] অশুচৌ নরকে পতন্তি । ●

১৭ । তে আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] দম্ভেন নামযজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে ।

১৮ । অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ [সন্তঃ]

কুলীন হই, আমার সমান অন্য কে আছে ? [আমি] যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দিত হইব—এইরূপে অজ্ঞানবিমোহিত, অনেক অভীষ্টবিষয়ে প্রবৃত্তিবশতঃ বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালদ্বারা সমাবৃত ও বিষয়ভোগে প্রসক্ত [হইয়া] অশুচি নরকে পতিত হয় । ●

১৭ । তাহারা আপনার দ্বারা আপনি সম্ভাবিত (অর্থাৎ পূজিত), স্তব্ধ (অর্থাৎ অনম্র), ধননিমিত্ত মান ও মদযুক্ত [হইয়া] দম্ভসহকারে নামযজ্ঞের দ্বারা (অর্থাৎ নামমাত্র বা নামের জন্য যজ্ঞদ্বারা) অবিধিপূর্ব্বক যজন করে ।

১৮ । [এবং] অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে

● এই লক্ষণগুলি বর্ত্তমান সভ্যতারই অনুরূপ চিত্র ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥২০

আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ [ভবন্তি]।

১৯। অহং তান্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান্ সংসারেষু আসুরীষু যোনিষু এব অজস্রং ক্ষিপামি।

২০। [হে] কৌন্তেয়! মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ [সন্তঃ] মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাং গতিং যান্তি।

সমাশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহসমূহে [অন্তর্যামি-রূপী] আমাকে প্রকৃষ্টরূপে দ্বেষ করিয়া অভ্যসূয়ক [হয়] (অর্থাৎ সন্মার্গবর্ত্তিগণের গুণে দোষদর্শী হয়।)

১৯। আমি সেই সকল দ্বেষকারী, ক্রূর, নরাধম, অশুভানুষ্ঠায়িগণকে সংসারে আসুরী যোনিতেই অজস্র নিক্ষেপ করি। (অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মানুরূপ ফল দিই।)

২০। [হে] কৌন্তেয়! মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনিকে প্রাপ্ত হইয়া [আমাকে] না পাইয়াই তদপেক্ষা অধমা গতিকে প্রাপ্ত হয়। [অর্থাৎ অন্য দেবপূজায় ভগবদ্বুদ্ধি না থাকাই দোষ।]

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাংগতিম্‌ ॥২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতিন্ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥২৩

২১। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্‌, [অতএব] আত্মনঃ নাশনম্‌, তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।

২২। [হে] কৌন্তেয়! এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি, ততঃ পরাং গতিং যাতি।

২৩। যঃ শাস্ত্রবিধিম্‌ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি, ন সুখং, ন পরাং গতিং [লভতে]।

২১। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিন প্রকার নরকের দ্বার, [অতএব] আত্মার নাশক ; এইহেতু এই তিনটি ত্যাগ করিতে হইবে।

২২। [হে] কৌন্তেয়! এই তিনটি নরকের দ্বারকর্ত্তৃক বিমুক্ত ব্যক্তি নিজের শ্রেয়ঃ [অর্থাৎ শ্রেয়ঃ-সাধন কর্ম্ম) করে, ও তদ্দ্বারা পরা গতি পায়।

২৩। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছা-

* এজন্য সাধুসঙ্গই প্রথম অবলম্বনীয়।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

২৪। তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণম্, [অতঃ] ইহ শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি।

চারী হয়, সে সিদ্ধি পায় না, [এবং] না সুখ, না পরাগতি [প্রাপ্ত হয়]।

২৪। সেই হেতু কার্য্য এবং অকার্য্যের ব্যবস্থাতে শাস্ত্র তোমার প্রমাণ (অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের সাধন), [অতএব] এক্ষেত্রে (অর্থাৎ তুমি কর্ম্মের অধিকারী বলিয়া) শাস্ত্রবিধানোক্তবিষয়কে জানিয়া কর্ম্ম করিবার যোগ্য হও।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

[শ্লোকসংখ্যা ২৪। প্রথমাবধি—(৫৭১+২৪)=৫৯৫।]

---

* এই শাস্ত্রবিধি বলিতে বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্রের বিধি বুঝিতে হইবে। গুরুর আজ্ঞাও শাস্ত্রবিধি, কিন্তু তাহা বেদ বা বেদমূলক শাস্ত্রানুগত হওয়া আবশ্যক। বেদবিরোধী বিধি শাস্ত্রবিধি নহে।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াম্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] কৃষ্ণ ! যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য তু শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা ? সত্ত্বং রজঃ আহো তমঃ ?

২। শ্রীভগবান্ উবাচ,—দেহিনাং সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব শ্রদ্ধা ভবতি, সা স্বভাবজা ; তাং শৃণু ।

১। অর্জ্জুন কহিলেন—[হে] কৃষ্ণ ! যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া কিন্তু শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়া যজন করে, তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার ?—সত্ত্ব, রজঃ কিংবা তমঃ ?

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—দেহীদিগের, সাত্ত্বিকী

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥৪

৩। [হে] ভারত! সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি, অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ।

৪। সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে।

রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয়, [আর] তাহা স্বভাবজা। তাহা শুন।

৩। [হে] ভারত! সকলের শ্রদ্ধা সত্ত্বের (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের তারতম্য অথবা অন্তঃকরণ অনুসারে) হয়। এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়। যিনি [পূর্ব্বজন্মে] যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি [এজন্মে] তাহাই (অর্থাৎ তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্তই) হন।+

৪। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের যজন করে, রাজসিকগণ যক্ষরাক্ষসদিগকে এবং তামসিকজনগণ প্রেত* ও ভূতগণকে যজন করে।

+ এই শ্রদ্ধার উন্নতি করিতে হইলে বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মাদি করাই আবশ্যক। * প্রেতশব্দে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বিপ্রগণ মরণানন্তর যে বায়বীয়শরীর প্রাপ্ত হন সেই শরীরধারী।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

৫-৬। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ যে অচেতসঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং চ অন্তঃশরীরস্থং মাং কর্শয়ন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতম্ এব ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে,তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি।

৭। সর্ব্বস্য প্রিয়ঃ আহারঃ অপি তু ত্রিবিধঃ ভবতি, তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং [চ], তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু।

৫-৬। দম্ভ (অর্থাৎ ধার্ম্মিকত্বপ্রখ্যাপন) ও অহঙ্কার-সংযুক্ত, কাম্যমান বিষয়ে রাগ (অর্থাৎ আসক্তি) ও বল-যুক্ত (অর্থাৎ আগ্রহবিশিষ্ট) যে অবিবেকিজনগণ শরীরস্থ [পৃথিব্যাদি] ভূতগণকে এবং শরীরের অন্তরে [অন্তর্যামি-রূপে] অবস্থিত আমাকে কৃশ করিয়া অশাস্ত্রবিহিতই (অর্থাৎ বেদবহির্ভূতশাস্ত্রসম্মত) ভয়ঙ্কর তপস্যার আচরণ করে, তাহাদিগকে আসুরজ্ঞানযুক্ত বলিয়া জানিবে।

৭। সকলের প্রিয় আহারও কিন্তু ত্রিবিধ হয়। তদ্রূপ যজ্ঞ, তপঃ ও দান[ও ত্রিবিধ হয়]। তাহাদের এই ভেদ শুন।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃস্নিগ্ধাঃস্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮
কট্‌ব্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০

৮। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

৯। কট্‌ব্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ।

১০। অপি চ যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং উচ্ছিষ্টম্ অমেধ্যং চ যৎ ভোজনং [তৎ] তামসপ্রিয়ম্।

৮। আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি-বর্দ্ধক, রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, স্থির (অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী) মনোহর আহারসকল সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

৯। অতিকটু, অত্যম্ল, অতিলবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতিবিদাহী, দুঃখ-শোক-রোগপ্রদ আহারসকল রাজসগণের ইষ্ট।

১০। আর যাতযামযুক্ত, (অর্থাৎ গত প্রহরের পক)

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২

১১। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ [যজ্ঞঃ]।

১২। [হে] ভরতশ্রেষ্ঠ! তু ফলম্ অভিসন্ধায় দম্ভার্থম্ এব অপি চ যৎ ইজ্যতে, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি।

রসশূন্য, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (অর্থাৎ দিনান্তরের পক্ক) উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য যে ভোজ্য বস্তু, [তাহা] তামস-গণের প্রিয়। †

১১। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতগণকর্ত্তৃক 'যষ্টব্য'ই (অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য) বলিয়া মনঃকে সমাহিত করিয়া বিধিবিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক [যজ্ঞ]।

১২। [হে] ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ফলের অভিসন্ধি করিয়া আর দম্ভেরই জন্য যে যজ্ঞ করা যায়, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে।

* দিষ্টো—দৃষ্টো—পাঠভেদ। † আহারাদির এই ত্রৈবিধ্য-জ্ঞানদ্বারা আত্মোন্নতির একটী উপায় নির্দ্দেশ করা হইল।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৫

১৩। বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।

১৪। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং, শৌচম্, আর্জ্জবং, ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে।

১৫। যৎ অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতং চ বাক্যং, স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ [তৎ] এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে।

১৩। বিধিহীন, অন্নদানহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাশূন্য ও শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কথিত হয়।

১৪। দেবদ্বিজগুরু ও প্রাজ্ঞব্যক্তির অর্চ্চনা, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—শারীর তপঃ বলিয়া কথিত হয়।

১৫। যাহা অনুদ্বেগকর, সত্য ও প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং স্বাধ্যায়াভ্যাস (বেদাভ্যাস)[তাহা]ই বাঙ্ময় তপঃ বলিয়া কথিত হয়।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৮

১৬। মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে।

১৭। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।

১৮। সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ তৎ চলম্ অধ্রুবং [তপঃ] রাজসং প্রোক্তম্।

১৬। মনের প্রসাদ, সৌম্যভাব, মৌন, আত্মবিনিগ্রহ (অর্থাৎ বিষয় সকল হইতে মনের প্রত্যাহার), ভাবের সংশুদ্ধি—ইহা মানস তপঃ বলিয়া কথিত হয়।

১৭। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও যোগযুক্ত-ব্যক্তিগণকর্তৃক পরমা শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

১৮। সৎকার (অর্থাৎ সাধু বলিয়া স্তুতি), মান ও

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

১৯। মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থং বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।

২০। দেশে কালে চ, অনুপকারিণে পাত্রে চ "দাতব্যম্ ইতি" যৎ দানং দীয়তে, তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।

পূজার জন্য এবং দম্ভপূর্ব্বকই যে তপঃ করা হয়, ইহলোকে সেই অনিত্য ও অধ্রুব (অর্থাৎ নিয়মশূন্য) [তপস্যাকে] রাজস বলা হয়।

১৯। মূঢ়গ্রাহ (অর্থাৎ অবিবেককৃতদুরাগ্রহবশতঃ) আত্মার (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের) পীড়ার দ্বারা অথবা পরের বিনাশার্থ যে তপস্যা করা হয়, তাহাকে তামস বলা হয়।

২০। [পুণ্য] দেশে (যথা—কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে) [পুণ্য] কালে (যথা—সূর্য্যগ্রহণাদি কালে) ও অনুপকারী [সৎ] পাত্রকে, "দেওয়া উচিত" বলিয়া যে দান দেওয়া হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥২৩

২১। পুনঃ চ যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলম্ উদ্দিশ্য বা পরিক্লিষ্টং দীয়তে. তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্।

২২। অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং যৎ দানং দীয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।

২৩। ওঁ তৎ সৎ ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ তেন ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ যজ্ঞাঃ চ পুরা বিহিতাঃ।

২১। আর যাহা কিন্তু প্রত্যুপকারার্থ ফলকে উদ্দেশ করিয়া বা ক্লেশ পূর্ব্বক দেওয়া যায়, সেই দানকে রাজস বলে।

২২। অদেশ, অকাল ও অপাত্রে সৎকারশূন্যভাবে অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে তামস বলে।

২৩। 'ওঁ' 'তৎ' 'সৎ' ইহারা ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম বলা হয়, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ ও যজ্ঞসকল পূর্ব্বে (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে) [বিধাতা কর্ত্তৃক] বিহিত হইয়াছে।

* তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্—তদ্ রাজসমুদাহৃতম্—পাঠভেদ।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ! যুজ্যতে ॥ ২৬

২৪। তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে।

২৫। "তৎ" ইতি ফলম্ অনভিসন্ধায় মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে।

২৬। [হে] পার্থ! সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে, তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি চ সৎ শব্দঃ যুজ্যতে।

২৪। সেই হেতু 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞদানতঃক্রিয়া সতত প্রবর্ত্তিত হয়।

২৫। 'তৎ' এইটী [উচ্চারণ করিয়া] ফলকে অভিসন্ধি না করিয়া মোক্ষকাঙ্ক্ষিগণকর্ত্তৃক বিবিধ যজ্ঞ-ক্রিয়া, তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া করা হয়।

২৬। [হে] পার্থ! সদ্ভাব (অর্থাৎ অস্তিত্ব) এবং সাধুভাব [বুঝাইবার জন্য] "সৎ" এইটী প্রযুক্ত হয়। তদ্রূপ প্রশস্ত কর্ম্মেও "সৎ" শব্দটী প্রযুক্ত হয়।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ। ন চ তৎপ্রেত্য নোইহ॥২৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-শাস্ত্রে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

২৭। যজ্ঞে তপসি দানে চ [যা] স্থিতিঃ, [সা] সৎ ইতি চ উচ্যতে, তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব সৎ ইতি এব অভিধীয়তে।

২৮। [হে] পার্থ! অশ্রদ্ধয়া হুতং, দত্তং, তপ্তং তপঃ, [অন্য-দপি] যৎ কৃতং চ [তৎ সর্ব্বম্] অসৎ ইতি উচ্যতে, তৎ প্রেত্য ন চ ইহ নো [ফলাত]।

২৭। যজ্ঞে, তপে ও দানে [যে] নিষ্ঠা, [তাহাকেও] "সৎ" বলা হয়। আর তদর্থে (অর্থাৎ ঈশ্বরার্থে) কর্ম্মও "সৎ" নামেই অভিহিত হয়।

২৮। [হে] পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম, দান ও অনু-ষ্ঠিততপঃ ও [অন্য] যাহা করা হয়, [সে সব] অসৎ বলিয়া উক্ত হয়, তাহা না পরলোকে না এখানে [সফল হয়]।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

[শ্লোকসংখ্যা ২৮। প্রথমাবধি—(৫৯৫+২৮)—৬২৩]

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মোক্ষযোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ! পৃথক্ কেশিনিষূদন॥ ১

১। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] হৃষীকেশ! [হে] মহাবাহো! [হে] কেশিনিষূদন! সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।

১। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] হৃষীকেশ! [হে] মহাবাহো! [হে] কেশিনিষূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথগ্ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। *

* এস্থলে অর্জ্জুন সন্ন্যাস ও ত্যাগকে পৃথক্ ভাবিয়া তাহাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছেন। কিন্তু উত্তরে নিজ মতে ভগবান্ সন্ন্যাস ও ত্যাগ অভিন্ন বলিয়াছেন (১২ শ্লোক)। তাৎপর্য্য এই যে, সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ দ্বিবিধ, যথা—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য আবার বিদ্বৎ ও বিবিদিষাভেদে দ্বিবিধ। বিদ্বৎ সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' (৩।১৭) ইত্যাদি বলা হইয়াছে, এবং বিবিদিষা সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি" (৪৯) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহারা উভয়ই কর্ম্মের অধিকারমুক্ত ব্যক্তির অবলম্বনীয় ও নৈগুণ্যলক্ষণ। অর্থাৎ ইহাদের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এরূপ ভেদ নাই। গৌণসন্ন্যাসটী, যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই ও ব্রহ্মবিষয়ক বিবিদিষাও জন্মে নাই এবং যাঁহারা কর্ম্মের অধিকারী, তাঁহাদের কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান-

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

২। শ্রীভগবান্ উবাচ,—কবয়ঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং বিদুঃ, বিচক্ষণাঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ।

৩। একে মনীষিণঃ প্রাহুঃ—কর্ম্ম দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যম্, অপরে যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি [কথয়ন্তি]।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সুধীগণ কাম্যকর্ম্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস (ত্যাগ) বলিয়া জানেন, [এবং] বিচক্ষণগণ সকল কর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন।

৩। একদল মনীষী বলেন, কর্ম্ম দোষযুক্ত, এজন্য ত্যাজ্য; অপরে [বলেন] যজ্ঞ-দান-তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে।

পূর্ব্বক কর্ম্মফলত্যাগকে বুঝায়। ইহাঁদের কথা 'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ' (৬।১) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই সন্ন্যাসটাই ত্রৈগুণ্য-লক্ষণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ হয়। যাহা হউক অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে এই সন্ন্যাসের তত্ত্বসংক্রান্ত ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মুখ্যসন্ন্যাসীর পক্ষে কোন কর্ম্মের বিধান করা হয় নাই। গৌণসন্ন্যাসীরই পক্ষে যজ্ঞাদি নিত্যকর্ম্ম নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য। (৬শ্লো) কারণ, ইহাতে তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম !।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ! ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

৪। [হে] ভরতসত্তম। [হে] পুরুষব্যাঘ্র। তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু, ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।

৫। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কার্য্যম্ এব [যতঃ] যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ মনীষিণাং পাবনানি এব।

৬। [হে] পার্থ। তু এতানি কর্ম্মাণি অপি সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি—ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্।

৪। [হে] ভরতসত্তম ! [হে] পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই ত্যাগবিষয়ে আমার নিশ্চয় জ্ঞান শুন,—ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়াই কথিত হয়। [ইহা হইতে গৌণসন্ন্যাস বর্ণনারম্ভ।]

৫। যজ্ঞ, দান ও তপঃকর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, তাহা কর্ত্তব্যই, [যেহেতু] যজ্ঞ, দান ও তপঃই মনীষিগণের পাবন (অর্থাৎ শোধক) হয়। [ইহা গৌণসন্ন্যাসীর পক্ষে]।

৬। [হে] পার্থ ! কিন্তু এইসব কর্ম্মও আসক্তি ও ফল-ত্যাগপূর্ব্বক করা উচিত, ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎতস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলংলভেৎ ॥ ৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন! ।
সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯

৭। তু নিয়তস্য কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ ন উপপদ্যতে, মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

৮। দুঃখম্ এব ইতি কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ, সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং ন এব লভেৎ।

৯। [হে] অর্জ্জুন! সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ ইতি [মত্বা] এব যৎ নিয়তং কর্ম্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ।

৭। কিন্তু নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস উপপন্ন হয় না, মোহবশতঃ তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হয়।

৮। দুঃখই—এই বলিয়া কায়ক্লেশভয়ে যে ব্যক্তি [নিত্যকর্ম্মের] ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগফল লাভই করেন না।

৯। [হে] অর্জ্জুন! সঙ্গ ও কর্ম্মফলমাত্র ত্যাগ করিয়া 'ইহা কর্ত্তব্য' [মনে] করিয়াই যে নিত্য কর্ম্ম করা হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ॥ ১২

১০। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে [চ] ন অনুষজ্জতে।

১১। দেহভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং, যঃ তু, কর্ম্মফলত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে।

১২। অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ অত্যাগিনাং প্রেত্য ভবতি, তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ন [ভবতি]।

১০। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, মেধাবী, সংশয়শূন্য, ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ করেন না, [এবং] কুশল [কর্ম্মে]ও আসক্ত হন না। *

১১। দেহধারী অশেষপ্রকারে কর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী, সে-ই ত্যাগী—এইরূপ অভিহিত হয়।

১২। অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র—তিন প্রকার কর্ম্মের

---

* এখানে গৌণসন্ন্যাসের কল মুখ্যসন্ন্যাসের সূচনা করা হইল মাত্র।

পঞ্চেমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪

১৩। [হে] মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি ইমানি পঞ্চ কারণানি মে নিবোধ।

১৪। অধিষ্ঠানং, তথা কর্ত্তা, পৃথগ্‌বিধং করণং চ, বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টা চ, অত্র চ দৈবম্ এব পঞ্চমম্।

ফল, অত্যাগিগণের (অর্থাৎ গৌণসন্ন্যাসীর) পরলোকে হইয়া থাকে কিন্তু [মুখ্য] সন্ন্যাসিগণের কখনও [হয়] না।*

১৩। [হে] মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মের নির্ব্বাহের জন্য সাংখ্য ও বেদান্তে প্রোক্ত এই পাঁচটী কারণ আমার নিকট শুন।

১৪। [যথা—] অধিষ্ঠান (অর্থাৎ দেহ) এবং কর্ত্তা (অর্থাৎ অহংকার), এবং পৃথগ্‌বিধ করণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি) এবং বিবিধপ্রকার চেষ্টা (অর্থাৎ প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপার), আর দৈবই (অর্থাৎ চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্যাদি অথবা অন্তর্যামীই) এ স্থলে পঞ্চম।†

---

* এই বাক্যে ত্যাগী ও সন্ন্যাসী যে অভিন্ন তাহা বলা হইল।
† এই শ্লোকে জীব বলিয়া যে যথার্থই কেহ নাই তাহা বলা হইল।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৭

১৫। নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা কর্ম্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ।

১৬। তত্র এবং সতি যঃ তু কেবলম্ আত্মানং কর্ত্তারং পশ্যতি অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ সঃ দুর্ম্মতিঃ ন পশ্যতি।

১৭। যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন [চ] নিবধ্যতে।

১৫। মানব—শরীর, বাক্ ও মনের দ্বারা যে ন্যায্য বা বিপরীত কর্ম্ম করে, এই পাঁচটী তাহার হেতু।

১৬। ইহা এরূপ হইলেও, যে ব্যক্তি কিন্তু কেবল-স্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তা দেখে, অকৃতবুদ্ধি (অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি) বলিয়া সেই দুর্ম্মতি [সেই আত্মাকে] দেখিতে পায় না।

১৭। যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এই ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোককে নিহত করিলেও—না হনন করেন, আর না আবদ্ধ হন। *

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥১৯

১৮। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা—ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা, করণং কর্ম্ম, কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ—কর্ম্মসংগ্রহঃ।

১৯। গুণসংখ্যানে জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে, তানি অপি যথাবৎ শৃণু।

১৮। জ্ঞান (অর্থাৎ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান), জ্ঞেয় (অর্থাৎ ইষ্টসাধন কর্ম্ম) এবং পরিজ্ঞাতা (অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানের আশ্রয়)—এই তিন প্রকার কর্ম্ম-চোদনা (অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু), এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিন প্রকার কর্ম্মসংগ্রহ (অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়।)

১৯। গুণসংখ্যানে (অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রে) জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা [সত্বাদি-]-গুণভেদে তিন প্রকারই কথিত হয়, সে সকলও যথাবৎ শুন।

* বাস্তবিক এই ভাব আসিলে কোন কার্য্যই সম্ভব হয় না। এভাবে কার্য্য কতকটা ভগবানেরই সম্ভব। যথা ১১।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ সকলকে নিহত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াছেন। এ শ্লোকে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় ইহাও সুতরাং বলা হইল।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ *

২০। যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্ষতে, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি।

২১। তু যৎ জ্ঞানং পৃথক্ত্বেন সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্বিধান্ নানাভাবান্ বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি।

২২। তু যৎ [জ্ঞানম্] একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্ অহৈতুকম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।

২০। যে জ্ঞানদ্বারা, বিভক্ত সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক অব্যয় ভাবকে (অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বকে) দেখা যায়, † সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে।

২১। কিন্তু যে জ্ঞান পৃথগ্রূপে (অর্থাৎ প্রতিশরীরে ভিন্নরূপে) সকলভূতে পৃথগ্বিধ নানা ভাবসমূহকে জানে (অর্থাৎ বিষয় করে) সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিও।

২২। কিন্তু যে [জ্ঞান] এক কার্য্যে (অর্থাৎ দেহ

---

* অহৈতুকম্—অহেতুকম্—পাঠভেদ। † অতএব সর্ব্বভূত মিথ্যা।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎতৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪

২৩। অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে।

২৪। তু পুনঃ কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা বহুলায়াসং যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে, তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্।

বা প্রতিমাদিতে) কৃৎস্নবৎ-আসক্ত (অর্থাৎ এই দেহই বা এই প্রতিমাই পূর্ণ ঈশ্বররূপ—এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত), হেতু-শূন্য, অতত্ত্বার্থযুক্ত (অর্থাৎ পরমার্থ আলম্বনশূন্য) এবং অল্প (অর্থাৎ তুচ্ছ), তাহাকে তামস বলা যায়। *

২৩। ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছাশূন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিয়ত (অর্থাৎ নিত্যরূপে বিহিত) সঙ্গরহিত (অর্থাৎ অভি-নিবেশশূন্য) এবং রাগদ্বেষশূন্যভাবে কৃত যে কর্ম্ম তাহাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

২৪। কিন্তু আবার কামেপ্সু (অর্থাৎ ফলকামী ব্যক্তি) কর্ত্তৃক অথবা অহঙ্কারপূর্ব্বক বহুল আয়াসে (কষ্টে) যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হয়।

---

* প্রতিমাকেই পূর্ণ মনে করিয়া পূজা করা প্রশংসনীয় নহে।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭

২৫। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষং চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে, তৎ তামসম্ উচ্যতে।

২৬। মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।

২৭। রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষ-শোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

২৫। শেষে বন্ধহেতু, (ধন-)-ক্ষয়, (প্রাণি)-হিংসা, এবং পৌরুষ (অর্থাৎ নিজসামর্থ্য) ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে তামস বলে।

২৬। ফলে আসক্তিশূন্য, 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাকার সগর্ব্ববচনরহিত, ধৃতি (ধৈর্য্য) ও উৎসাহসমন্বিত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তা, সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়।

২৭। অনুরাগযুক্ত, কর্ম্মফলকামী, লোভযুক্ত, হিংসান্বিত, অশুচি ও হর্ষ ও শোকান্বিত কর্ত্তা রাজস বলিয়া কথিত হয়।

অযুক্তঃপ্রাকৃতঃস্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮*
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
উচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ! ॥২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩০

২৮। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে ।

২৯। [হে] ধনঞ্জয় ! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং পৃথক্‌ত্বেন অশেষেণ [ময়া] প্রোচ্যমানং শৃণু ।

৩০। [হে] পার্থ ! যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যা-

---

২৮। মনোযোগশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, অনম্র, শঠ পরাপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয় ।

২৯। [হে] ধনঞ্জয় ! বুদ্ধি এবং ধৃতির গুণানুসারেই ত্রিবিধ ভেদ পৃথগ্‌ভাবে অশেষরূপে [মৎকর্ত্তৃক] কথিত হইতেছে, শুন ।

৩০। [হে] পার্থ ! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি (অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ) এবং নিবৃত্তি, (অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গ) কার্য্য (অর্থাৎ প্রবৃত্তি

---

* নৈষ্কৃতিকো—নৈকৃতিকো—পাঠভেদ ।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী॥৩২

কার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধং মোক্ষং চ বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী।

৩১। [হে] পার্থ। যয়া ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ কার্য্যম্ অকার্য্যং চ অযথাবৎ এব প্রজানাতি, সা বুদ্ধিঃ রাজসী।

৩২। [হে] পার্থ। যা অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে, সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ [মন্যতে], তমসা আবৃতা সা বুদ্ধিঃ তামসী।

মার্গে কর্ম্ম কর্ত্তব্য) এবং অকার্য্য (অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে) ভয় (প্রবৃত্তি মার্গে গর্ভবাসরূপ ভয়) এবং অভয়, (অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে গর্ভবাসাদি নাই অতএব অভয়) বন্ধ এবং মোক্ষ জানে, (অর্থাৎ বিষয় করে) তাহা সাত্ত্বিক

৩১। [হে] পার্থ! যে [বুদ্ধির] দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য এবং অকার্য্য অযথারূপে (অর্থাৎ সংশয়ান্বিত ভাবে) [লোকে] জানে, সেই বুদ্ধি রাজসী।

৩২। [হে] পার্থ! যে [বুদ্ধিবশতঃ লোকে] অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, এবং সকল বিষয়কে বিপরীত [মনে করে], অজ্ঞানাবৃত সেই বুদ্ধি তামসী।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী॥৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী॥৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥৩৫

৩৩। [হে] পার্থ! যোগেন অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্যা মনঃ-প্রাণেন্দ্রিক্রিয়াঃ ধারয়তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী।

৩৪। [হে] পার্থ। [হে] অর্জ্জুন। যয়া ধৃত্যা তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী [ভবতি] সা ধৃতিঃ রাজসী।

৩৫। [হে] পার্থ। দুর্ম্মেধাঃ যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি, সা ধৃতিঃ তামসী মতা।

৩৩। [হে] পার্থ! যোগের দ্বারা অব্যভিচারিণী যে ধৃতির দ্বারা মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল ধারণ (অর্থাৎ নিয়মিত) করা যায়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী।

৩৪। [হে] পার্থ! [হে] অর্জ্জুন! যে ধৃতির দ্বারা কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসকল [নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া] অবধারিত হয়, এবং প্রসঙ্গক্রমে (অর্থাৎ সম্পাদনকালে) ফলাকাঙ্ক্ষী [হয়], সেই ধৃতি রাজসী।

৩৫। [হে] পার্থ! দুষ্টমেধাযুক্ত ব্যক্তি যে ধৃতির

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬
যৎতদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যৎতদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥৩৮

---

৩৬ ৩৭। [হে] ভরতর্ষভ! ইদানীং তু ত্রিবিধং সুখং মে শৃণু। যত্র অভ্যাসাৎ রমতে, দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি, যৎ অগ্রে বিষম্ ইব পরিণামে তৎ অমৃতোপমম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং, তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্।

৩৮। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ অগ্রে তৎ অমৃতোপমং পরিণামে বিষম্ ইব, তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।

দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, এবং গর্ব্বই পরিত্যাগ করে না, সেই ধৃতি তামসী* বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩৬-৩৭। [হে] ভরতর্ষভ! এখন কিন্তু ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শুন। যে সুখে [লোকে] অভ্যাসপ্রযুক্ত আনন্দলাভ করে এবং দুঃখের অন্তপ্রাপ্ত হয়; যাহা অগ্রে বিষের ন্যায়, [কিন্তু] পরিণামে তাহা অমৃতের ন্যায় [হয়], আত্মবুদ্ধির প্রসাদ হইতে জাত সেই সুখকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

৩৮। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ যে [সুখ]

---

* বিমুঞ্চতি—বিমুঞ্চতি; তামসী মতা—পার্থ। তামসী—পাঠভেদ।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃস্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥৪১

৩৯। যৎ অগ্রে চ অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনং, তৎ নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং সুখং তামসম্ উদাহৃতম্।

৪০। পুনঃ পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা তৎ সত্ত্বং ন অস্তি যৎ প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ।

৪১। [হে] পরন্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি।

অগ্রে সেই অমৃতের ন্যায়, [কিন্তু] পরিণামে বিষের ন্যায় সেই সুখকে রাজস বলিয়া স্মরণ করা হয়।

৩৯। আর যাহা আরম্ভে এবং শেষে আত্মার মোহজনক হয়, সেই নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুৎপন্ন সুখ তামস বলিয়া উদাহৃত হয়।

৪০। আর পৃথিবীতে বা স্বর্গে বা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের মধ্যে সেই প্রাণী নাই, যে [প্রাণী], প্রকৃতিজাত এই তিনটী গুণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

৪১। [হে] পরন্তপ! ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

৪২। শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবং জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যম্ এব চ, স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম। (ব্রহ্ম = ব্রাহ্ম)।
৪৩। শৌর্য্যং তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং, যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং, দানম্, ঈশ্বরভাবঃ চ স্বভাবজং ক্ষাত্র-কর্ম্ম। (ক্ষাত্র = ক্ষাত্রং)
৪৪। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম অপি পরি-পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য স্বভাবজম্। (বৈশ্য = বৈশ্যং)

শূদ্রগণের কর্ম্মসমূহ স্বভাবজাত গুণের দ্বারা প্রবিভক্ত।*

৪২। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্যই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

৪৩। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা ও যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বরভাব— ক্ষত্রিয়গণের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

৪৪। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—বৈশ্যের স্বভাবজ

---

* এই স্বভাবজ কর্ম্ম যে স্বভাবজাত গুণদ্বারা বিভক্ত তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল। জীবের কর্ম্মানুসারেই ভগবানের সৃষ্টি। আর শমদমাদির যে বিধান তাহা জীবের স্বভাবানুসারেই বিধান।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬

৪৫। স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে স্বকর্ম্মনিরতঃ [পুরুষঃ] যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু।

৪৬। যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ, যেন ইদং সর্ব্বং ততং, মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি।

কর্ম্ম, আর প্রভুসেবারূপ কর্ম্ম শূদ্রের স্বভাবজ।

৪৫। নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত নর সংসিদ্ধিলাভ করে, স্ব[কর্ম্ম]নিরত [পুরুষ] যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শুন।*

৪৬। যাহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, যাহার দ্বারা এই সব ব্যাপ্ত, মানব নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।

---

* এই শ্লোকদ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সিদ্ধ করেন অর্থাৎ তাহারা একত্র অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত কেহ কেহ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ, স্বকর্ম্মের দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ তাহা পরমাসিদ্ধি নহে। যথা ৫৫ শ্লোকে এই সিদ্ধি-লাভের পরও কর্ত্তব্যবিহিত হইয়াছে। তাহার পর কর্ম্মকালে কর্ত্তৃত্বাভিমান আবশ্যক। জ্ঞানে তাহার বিলোপ সাধনই করা হয়।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় ! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮

৪৭। বিগুণঃ [অপি] স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি।

৪৮। [হে] কৌন্তেয়। সদোষম্ অপি সহজং কর্ম্ম ন ত্যজেৎ, হি সর্ব্বারম্ভাঃ ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ।

৪৭। বিগুণ হইলে[ও] স্বধর্ম্ম, সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম করিয়া [কেহ] পাপপ্রাপ্ত হন না।

৪৮। [হে] কৌন্তেয় ! দোষযুক্ত হইলেও সহজাত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে নাই. যেহেতু সকল কর্ম্মই—ধূমের দ্বারা অগ্নির ন্যায়—দোষের দ্বারা আবৃত।*

অতএব উভয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব। কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়। পরে জ্ঞানেই মুক্তি হয়। এই কারণেই কর্ম্মের প্রয়োজন।

* শাস্ত্রবিধি যে মূলসূত্রের উপর নির্ভর করে তাহা ভগবান্ এই ৪৫-৪৮ শ্লোকে বলিলেন। চিত্তবিলাসই এই সব প্রপঞ্চ, সেই চিত্তের একাগ্রতার নিমিত্ত অজ্ঞলোকের জন্যই বিধি। বেদ ঈশ্বরবৎ নিত্য বলিয়া সেই বিধি বেদমূলকই হওয়া আবশ্যক।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। *
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥৪৯
সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় ! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥৫০

৪৯। সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি।

৫০। [হে] কৌন্তেয়! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি তথা সমাসেন এব মে নিবোধ, যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা।

৪৯। সর্ব্বত্র অনাসক্তচিত্ত, বশীকৃতান্তঃকরণ ও বিগতস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাস (অর্থাৎ মুখ্য সন্ন্যাসস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাস বা বিবিদিষা সন্ন্যাস) দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি (অর্থাৎ নিষ্কর্ম্ম যে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ যে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক যে জ্ঞাননিষ্ঠা সেই জ্ঞাননিষ্ঠারূপা) সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

৫০। [হে] কৌন্তেয়! [জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতারূপা] সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করেন), তাহা সংক্ষেপেই আমার নিকট জান, যাহা জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা (অর্থাৎ পরিসমাপ্তি)।

---

* জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ—বিজিতাত্মা গতস্পৃহঃ—পাঠভেদ।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩

৫১-৫৩। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং [চ] বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

৫১-৫৩। বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া, ধৃতির দ্বারা আত্মাকে (মনকে) নিয়মিত করিয়া ও শব্দাদি বিষয়কে ত্যাগ করিয়া এবং রাগদ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া—নির্জ্জনসেবী, লঘুআহারী [হইয়া ও বাক্য-শরীর-মনকে সংযত করিয়া, নিত্যধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া [এবং] বৈরাগ্যকে সমাশ্রয় করিয়া—অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম ও শান্ত হইলে ব্রহ্ম হইবার (অর্থাৎ পরোক্ষরূপে সাক্ষাৎকারের) যোগ্য হন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥৫৫

৫৪। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা [জনঃ] ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি, সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন্] পরাং মদ্ভক্তিং লভতে।

৫৫। ভক্ত্যা অহং যাবান্ যঃ চ অস্মি [ইতি] মাং তত্ত্বতঃ অভিজানাতি, ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং [মাং] বিশতে।

৫৪। ব্রহ্মভূত (অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়বান্) প্রসন্নচিত্ত [ব্যক্তি] শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমদর্শী [হইয়া] পরা মদ্ভক্তিকে লাভ করেন।

৫৫। [তিনি সেই] ভক্তির দ্বারা আমি যে প্রকার এবং যৎস্বরূপ হই—ইত্যাদি আমাকে যথার্থতঃ জানেন,*

---

* জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতারূপা সিদ্ধিলাভের পর ব্রহ্মপ্রাপ্তি কিরূপে হয় তাহাই ৫১-৫৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোক কয়টীতে ভগবান্ সাধককে পরমাসিদ্ধি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির রাজপথ যথাক্রমে সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছেন। সংক্ষেপে সাধনার সমস্ত ক্রম এতদপেক্ষা উত্তমরূপে আর বলা হয় নাই। অন্য কথায় নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তৎপরে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে ধারণা ধ্যান তৎপরে পরাভক্তি, তৎপরে জ্ঞান, তৎপরে ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

৫৬। [অনঃ] সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ [সন্] মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ম্ পদম্ অবাপ্নোতি।

৫৭। [ত্বং] চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ [সন্] বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব।

তাহার পর আমাকে যথার্থতঃ জানিয়া তাহার অনন্তর (অর্থাৎ অব্যবহিত পরে) আমাতে প্রবেশ করেন। অথবা তৎ-পদ-লক্ষিত যে ব্রহ্ম, যাহা "অনন্তর" অর্থাৎ অন্তররহিত অর্থাৎ ভেদশূন্য, সেই ব্রহ্মরূপ আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ মিশিয়া যান।

৫৬। [লোকে] সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ [হইয়া] আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।

৫৭। [তুমি] চেতস্ (অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির) দ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপর [হইয়া] জ্ঞানযোগ উপাশ্রয় করিয়া সতত মচ্চিত্ত হও। *

---

* উপরে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিলেন ৫১-৫৮ শ্লোকে তাহারই অন্যরূপে কথন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মে

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯

৫৮। ত্বং মচ্চিত্তঃ [সন্] মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি, অথ চেৎ অহঙ্কারাৎ [মদুক্তং] ন শ্রোষ্যসি, [তর্হি] বিনঙ্ক্ষ্যসি।

৫৯। অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য [অহং] ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে, তে এষঃ ব্যবসায়ঃ মিথ্যা [যতঃ তব] প্রকৃতিঃ ত্বাং [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি। (এষঃ = এব—পাঠভেদ)।

৫৮। তুমি মচ্চিত্ত [হইলে] আমার প্রসাদে সকল প্রকার দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ [আমার কথা] না শুন, [তাহা হইলে] বিনষ্ট হইবে।

৫৯। অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া "[আমি] যুদ্ধ করিব না" এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার এই চেষ্টা মিথ্যা, [যেহেতু তোমার] প্রকৃতি তোমাকে [যুদ্ধে] নিযুক্ত করিবে।

ভেদ নাই—এই জ্ঞান এবং অন্তরের সহিত সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই সেই পথ। জ্ঞান হইলে সন্ন্যাস অবশ্যম্ভাবী। সন্ন্যাস আশ্রমটী কিন্তু সেই জ্ঞানের সাধন। (৫০ শ্লোকের) জ্ঞাননিষ্ঠাই পথ, সেই পথের মধ্যেই ভক্তির স্থান, তৎপরে আবার জ্ঞান, তৎপরে চরম মুক্তি।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় ! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২

৬০। [হে] কৌন্তেয় ! মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ অবশঃ [সন্ ত্বং] তৎ অপি করিষ্যসি।

৬১। [হে] অর্জ্জুন। ঈশ্বরঃ মায়য়া যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।

৬২। [হে] ভারত। সর্ব্বভাবেন তম্ এব শরণং গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং চ প্রাপ্স্যসি।

৬০। [হে] কৌন্তেয় ! মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত নিজ কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ [ও] অবশ [হইয়া তুমি] তাহাও করিবে।

৬১। [হে] অর্জ্জুন ! ঈশ্বর মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের [ন্যায়] ভূতগণকে ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে থাকেন।

৬২। [হে] ভারত ! সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকেই আশ্রয় কর, তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও শাশ্বতস্থান পাইবে।*

---

* ভগবৎপ্রসাদে মুক্তি বলিতে জীবচেষ্টার ফল নাই যেন ..ন না করা হয়। জীব ভগবদুপদেশানুসারে চলিলে অর্থাৎ

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪

৬৩। ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া তে আখ্যাতম্, এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি, তথা কুরু।

৬৪। সর্ব্বগুহ্যতমং মে পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু, [ত্বং] মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি ইতি, ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি।

৬৩। এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান আমাকর্ত্তৃক তোমাকে কথিত হইল, ইহা অশেষপ্রকারে আলোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর।

৬৪। সকলের গুহ্যতম আমার শ্রেষ্ঠ কথা পুনরায় শুন,[তুমি] অত্যন্ত প্রিয় হও, তজ্জন্য তোমার হিত বলিব।

বেদোক্তমার্গে সাধন করিলে তাঁহার প্রসাদে মুক্তি হয় বুঝিতে হইবে। আর তাই বলিয়া জ্ঞানের সহিত উপাসনাদির যে সমুচ্চয় (অর্থাৎ মিলন) অভিপ্রেত, তাহাও ঠিক্ নহে। কারণ তাহা হইলে ভগবদ্ বাক্যই বিরুদ্ধ হয়। উপাসনার ফল জ্ঞান আর জ্ঞানের ফল মুক্তি (১০।১০, ১৮।৫৫)। ভক্তি ও উপাসনা অভিন্ন। ভক্তিতে উপাস্য উপাসকভেদ থাকে, জ্ঞানে জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞান আবশ্যক। এজন্য উপাসনা ও জ্ঞান উভয়ে এককাল মিলিত হইয়া মুক্তি, ইহা সঙ্গত নহে। * দৃঢ়মিতি—দৃঢ়মতি—পাঠভেদ।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৬৬

৬৫। [ত্বং] মন্মনা মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু [তেন] মাম্ এব এষ্যসি, [অহং] তে [ইতি] সত্যং প্রতিজানে, যতঃ [ত্বং] মে প্রিয়ঃ অসি।

৬৬। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, [ত্বং] মা শুচঃ।

৬৫। [তুমি] মদ্‌গতচিত্ত, আমার ভক্ত ও আমার ভজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর, [তাহা হইলে] আমাকেই পাইবে; [আমি] তোমাকে [ইহা] সত্য সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, [যেহেতু তুমি] আমার প্রিয় হইতেছ।

৬৬। সকল ধর্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এক আমাকে শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। [তুমি] শোক করিও না।

---

৬৬ ত্বাং=ত্বা, মোক্ষয়িষ্যামি=মোচয়িষ্যামি—পাঠভেদ।

৬১-৬৩ শ্লোকে যে "গুহ্যাৎ গুহ্যতর" জ্ঞান উক্ত হইল ৬৪-৬৬ শ্লোকে তাহারই পুনরুক্তি। তবে ইহাকে গুহ্যতম বলিবার উদ্দেশ্য এই যে 'ঈশ্বরের শরণ লও' বলায় ঈশ্বর কি তাহার স্পষ্ট

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥৬৭

৬৭। ইদং তে কদাচন অতপস্কায় ন বাচ্যং, ন [চ] অভক্তায় ন চ অশ্রূষবে, চ যঃ মাম্ অভ্যসূয়তি ন [তস্মৈ বাচ্যম্]।

[৬৭। ইহা তোমাকর্ত্তৃক কথনও তপস্যাবিহীন ব্যক্তিকে যেন কথিত না হয়, এবং না অভক্তের নিকট এবং না গুরুশুশ্রূষাশূন্যের নিকট, আর যে আমাকে দ্বেষ করে, না তাহার নিকট যেন ব্যক্ত করা হয়।]

নির্দ্দেশ করা হয় না, কিন্তু 'আমার শরণ লও' বলায় তাহা করা হয়—এইমাত্র। নচেৎ শ্রীকৃষ্ণভাবের সহিত ঈশ্বরভাবের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন গুহ্যতম বলিতে ভক্তিযোগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দগিরি নামক টীকার মতে তাহাও অসঙ্গত বলা হইয়াছে। কারণ, ভক্তি জ্ঞানের সাধন। অবশ্য মধুসূদনও ভক্তির শেষ অবস্থায় "আমি তুমি অভিন্ন" ভাব বলিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত বিরোধ নাই। কেহ বলেন গীতার তাৎপর্য্য ঈশ্বরে, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে, যেহেতু এই শেষ শ্লোকে ঈশ্বরের 'শরণ লও' বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। অর্জ্জুন কর্ম্মযোগের অধিকারী তাই তাঁহাকে এই সগুণোপাসনারূপ উপদেশ শেষে আবার বলা হইল। আর এজন্য গীতার মধ্যে নির্গুণের উপদেশ (১২।৩-৪) নাই তাহাও বলা উচিত নহে। কারণ, উপদেশকাল সাধ্যসাধন উভয়ই বলা আবশ্যক, আর পথের কথা বলিতে গেলে পথের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই বলা আবশ্যক। নির্গুণোপাসনার পক্ষে সগুণোপাসনাটী উপায় বা সাধনবিশেষ। অতএব গীতার তাৎপর্য্য নির্গুণব্রহ্মেই বুঝিতে হইবে।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। *
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা নচ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥৭০

৬৮। যঃ ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি [সঃ] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ [সন্] মাম্ এব এষ্যতি।

৬৯। মনুষ্যেষু চ তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ ন [বিদ্যতে], চ তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ ভুবি ন ভবিতা।

৭০। যঃ চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে, [চ] তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ।

৬৮। যিনি এই পরম গুহ্য আমার ভক্তের নিকট বলিবেন, তিনি আমাতে পরা ভক্তি করিয়া সংশয়শূন্য [হইয়া] (অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানদ্বারা) আমাকেই পাইবেন।

৬৯। আর মনুষ্যগণের মধ্যে তাহা অপেক্ষা কেহ আমার শ্রেষ্ঠ প্রিয়কারী নাই, আর তাহা অপেক্ষা অন্য আমার প্রিয়তর জগতে হইবে না।

৭০। আর যিনি আমাদিগের এই ধর্ম্মযুক্ত

* ইমং—ইদং—পাঠভেদ।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়! ॥ ৭২

৭১। শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি মুক্তঃ [সন্] পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ।

৭২। [হে] পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ? [হে] ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ?

সংবাদ (জপরূপে) পাঠ করিবেন, তৎকর্ত্তৃক আমি জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা অর্চ্চিত হইব—ইহাই আমার জ্ঞান। *

৭১। শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন [হইয়া] যে ব্যক্তি [ইহা] শুনেও, সেও মুক্ত [হইয়া] পুণ্যকর্ম্মকারিগণের শুভ লোক সকল প্রাপ্ত হয়।

৭২। [হে] পার্থ! তোমাকর্ত্তৃক একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করা হইয়াছে কি? [হে] ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজন্য মোহ নষ্ট হইয়াছে কি?

---

* এস্থলে "জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা অর্চ্চিত হইব" বলায় জ্ঞানকেই ভগবান্ প্রকৃত সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিলেন, ভক্তি তাহার সহায়, কর্ম্ম আবার সেই ভক্তির উপায়। আর এই ভগবদ্গীতা যে জ্ঞানীর শাস্ত্র এবং জ্ঞানীর অবলম্বনীয় তাহাও ভগবদ্বাক্যদ্বারাই বুঝা গেল।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত !।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

৭৩। অর্জ্জুনঃ উবাচ,—[হে] অচ্যুত। ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ, ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা, স্থিতঃ অস্মি, গতসন্দেহঃ [সন্] তব বচনং করিষ্যে।

৭৪। সঞ্জয়ঃ উবাচ—ইতি অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং লোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্।

৭৩। অর্জ্জুন কহিলেন,—[হে] অচ্যুত ! তোমার প্রসাদে [আমার] মোহ নষ্ট হইয়াছে, মৎকর্ত্তৃক স্মৃতি লব্ধ হইয়াছে, [আমি তোমার শাসনে] স্থিত হইলাম, ও বিগতসন্দেহ [হইয়া] তোমার কথা পালন করিব। *

৭৪। সঞ্জয় কহিলেন,—এইরূপে আমি মহাত্মা বাসুদেবের ও পার্থের এই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সংবাদ শুনিয়াছিলাম।

---

*অর্জ্জুন এত উপদেশ শুনিয়াও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এতদ্দ্বারা বুঝাযায় জ্ঞান হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মবশে জ্ঞানী কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

ব্যাস-প্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্। *
যোগং যোগেশ্বরাৎকৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃস্বয়ম্॥৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্‌রাজন্ হৃষ্যামি চপুনঃপুনঃ॥৭৭

৭৫। ব্যাসপ্রসাদাৎ অহং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং শ্রুতবান্।

৭৬। [হে] রাজন্! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য [অহং] মুহুঃ মুহুঃ হৃষ্যামি চ।

৭৭। [হে] রাজন্! হরেঃ চ তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মে মহান্ বিস্ময়ঃ [ভবতি], চ [অহং] পুনঃপুনঃ হৃষ্যামি।

৭৫। ব্যাসপ্রসাদে আমি সাক্ষাৎ † বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণের নিকট হইতে এই পরম গুহ্যযোগ শুনিয়াছি।

৭৬। [হে] রাজন্! কেশবার্জ্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুতসংবাদ স্মরণ করিয়া করিয়া মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট হইতেছি।

৭৭। [হে] রাজন্! আর হরির সেই অত্যদ্ভুত রূপ

---

* ইমং—ইদং। গুহ্যমহং—গুহ্যতমম্—পাঠভেদ। † এতদ্দ্বারা গীতার প্রামাণ্য বর্ণিত হইল। ব্যাসশিষ্য সঞ্জয়ের এই দূরদর্শন ও দূরশ্রবণশক্তির দ্বারা ব্যাসেরও সেই শক্তি ছিল সন্দেহ নাই।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতি র্মম॥ ৭৮*

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥

৭৮। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ তত্র ধ্রুবা শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ নীতিঃ, ইতি মম মতিঃ।

স্মরণ করিয়া আমার মহা বিস্ময় [হইতেছে] এবং আমি পুনঃপুন আনন্দিত হইতেছি।

৭৮। যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ [ও] যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেইখানে নিশ্চয় লক্ষ্মী, বিজয়, ভূতি (অর্থাৎ উন্নতি) এবং নীতি—ইহা আমার জ্ঞান।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমন্মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে ২৪—৪২ অধ্যায় উপনিষৎ।

[শ্লোকসংখ্যা ৭৮। প্রথমাবধি—(৬২৩+৭৮)=৭০১।]

---

* নীতি—প্রীতি—পাঠভেদ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত-

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্। (১)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শৌনক উবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত! মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্‌বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎকুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥৩

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! পুরাকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে (নৈমিষারণ্যে) ব্যাসমুনি গীতামাহাত্ম্য যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট যথাবৎ বলুন। ।১॥ সূত বলিলেন,—হে ভগবান্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, যেহেতু গীতামাহাত্ম্য অত্যন্ত গুহ্যতম। সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে? ।২॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্যক্‌রূপে ইহার ফল বিদিত আছেন, কুন্তীসুত অর্জ্জুন, ব্যাসদেব বা তাঁহার পুত্র

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥৬
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥৭

শুকদেব, অথবা যাজ্ঞবল্ক্য কিংবা জনক, কিঞ্চিৎ জানেন ।৩॥ অন্যান্য মহাত্মা সকলে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া ইহার কিঞ্চিন্মাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব আমি মহামুনি ব্যাসদেবের মুখ হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।৪॥ উপনিষদ্ সকল গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধদোহনকর্ত্তা, পার্থ (অর্জ্জুন) তাহার বৎস, সুধীগণ ভোক্তা এবং দুগ্ধ এই গীতারূপ মহৎ অমৃত ।৫॥ যুদ্ধারম্ভে যে ভগবান্ অর্জ্জুনের সারথি হইয়া ত্রিলোকের উপকারার্থ এই গীতামৃত দান করিয়াছেন,

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥৯
গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥১০

সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। ৬। যে মানব ঘোর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকাবলম্বন করিয়া পরম সুখে পারে যাইতে পারেন। ৭॥ যে মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিয়া গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে নাই, অথচ মোক্ষ কামনা করে, সে বালকের নিকটেও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ৮॥ যাঁহারা অহোরাত্র গীতাশাস্ত্র শ্রবণ এবং পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য মনে করিবে না, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেবস্বরূপ। ৯॥ শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান দ্বারা অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন; তাহাতে সগুণ নির্গুণ ও উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ১০।

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশো চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মণি ॥১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥১৩
তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪

এইরূপ ভক্তি ও মুক্তি-সমুচ্ছ্রিত অষ্টাদশ সোপান দ্বারা প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়। ১১॥ সাধুগণের গীতারূপ জলাশয়ে অবগাহন, সংসাররূপ মলিনতার নাশক হয়। কিন্তু শ্রদ্ধাশূন্য মনুষ্যের সেই কার্য্য হস্তীর স্নানতুল্য বৃথা হয়। ১২ ॥ যে ব্যক্তি গীতা পড়িতে কিংবা পড়াইতে জানে না, সে-ই মনুষ্যলোকে বৃথা কর্ম্মকারী হইয়া থাকে। ১৩॥ অতএব যে জন গীতা জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই; তাহার জ্ঞান, কুল, শীল, এবং মনুষ্যদেহকে ধিক্। ১৪॥

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্‌গৃহাশ্রমম্ ॥১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ।

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ জানে না, তাহার তুল্য অধম আর নাই ; তাহার দেহ, শুভ, সদাচার, ধনাদি ও গৃহাশ্রমে ধিক্। ১৫॥ যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র জানে না, তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহই নাই, তাহার প্রারব্ধ প্রতিষ্ঠা পূজা মান মহত্ত্বকে ধিক্। ১৬॥ গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল, তাহার জ্ঞানদাতাকে এবং ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্। ১৭॥ যে জন গীতার্থ পাঠ করে নাই, তাহার তুল্য অধম আর নাই, যে জ্ঞান গীতাতে গীত হয় নাই, তাহা অসুর-

তমোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥১৮
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রৎ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥২০
শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।

সমস্ত বিদ্যা, তাহা নিষ্ফল, ধর্ম্মরহিত ও বেদান্তবিগর্হিত ॥ ১৮ ॥ সেইহেতু সেই ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িকা। সেই গীতা সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা, বিশুদ্ধ বলিয়া প্রধান। ১৯ ॥ যিনি. উহা বিষ্ণুপর্ব্বাহে কিংবা শ্রীহরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে পাঠ করেন, তিনি নিদ্রিতাবস্থায়. জাগ্রদবস্থায়, গমনকালে কিংবা অবস্থানকালে শত্রুগণের দ্বারা অবসন্নতা প্রাপ্ত হন না। ২০॥ শালগ্রাম শিলার নিকটে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে কিংবা পবিত্র নদীর তীরে গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ২১ ॥

যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিংপরাং লভেৎ॥২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে ।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সন্তোষলাভ করেন, সেরূপ বেদপাঠ কিংবা দান যজ্ঞ তীর্থ-ভ্রমণ ও ব্রতাদিদ্বারা করেন না । ২২ ॥ যিনি ভক্তি-যুক্তচিত্তে গীতা পাঠ করিয়াছেন, তিনি বেদশাস্ত্র ও পুরাণাদি সর্ব্বতোভাবে পাঠ করিয়াছেন । ২৩ ॥ যোগ-স্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম শিলার সম্মুখে, সজ্জন-সভাতে, যজ্ঞস্থলে কিংবা বিষ্ণুভক্তের নিকট গীতা পাঠ করিলে লোকে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । ২৪ ॥ যিনি প্রতিদিন গীতাপাঠ ও শ্রবণ করেন তিনি সদক্ষিণ অশ্বমেধাদিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । ২৫ ॥

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরম্ ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥২৯

যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ করেন, যিনি কীর্ত্তন করেন ও যিনি অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পরম পদ লাভ করেন ।২৬॥ যিনি বিধিপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বিশুদ্ধ গীতাপুস্তক সাদরে দান করেন, তাঁহার ভার্য্যা প্রিয়া হয়। ২৭ ॥ এবং নিঃসন্দেহে তিনি যশঃ, সৌভাগ্য, আরোগ্যলাভ ও দয়িতাদিগের প্রিয় হইয়া পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন—ইহাতে সংশয় নাই। ২৮॥ যে গৃহে গীতাপাঠ হইয়া থাকে, তথায় অভিচারজন্য দুঃখ বর বা শাপ-

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥৩২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥৩৩

জনিত ক্লেশ উপস্থিত হয় না। ২৯॥ আরও ত্রিতাপ-জনিত (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক তাপজনিত) পীড়া, কিংবা কোন প্রকার ব্যাধি হয় না; শাপ, পাপ কিংবা দুর্গতি বা নরকও হয় না। ৩০॥ দেহে কখন বিস্ফোটকাদি পীড়োদয়ও হয় না; কিন্তু কৃষ্ণপদে অব্যভিচারিণী দাস্য ও ভক্তি লাভ হয়। ৩১॥ যিনি সতত গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তাঁহার প্রারব্ধভোগ হইলেও সমুদয় প্রাণিগণের সহিত সখ্য জন্মায়, এই লোকমধ্যে তিনি মুক্ত,

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭

সুখী ও কর্ম্মে লিপ্ত হন না। ৩২ ॥ গীতাধ্যায়ী যদি মহাপাতক এবং অতিপাতক করেন, তাহা হইলেও পদ্মপত্রগত জলের ন্যায় তাঁহাকে কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৩॥ অনাচারসম্ভূত পাপ এবং অবাচ্যকথন, অভক্ষ্যভক্ষণ, অস্পৃশ্যস্পর্শদোষ এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত কিংবা ইন্দ্রিয়াদিজনিত পাপসমূহ গীতাপাঠে নিত্যই তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়। ৩৪-৩৫ ॥ সকল জাতির অন্ন ভোজন করিলে কিংবা সকলের দান গ্রহণ করিলে যে পাপ উৎপন্ন হয়, গীতাপাঠিব্যক্তি কখনও তাহাতে লিপ্ত হন না। ৩৬॥ অবিধিপূর্ব্বক

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১

রত্নভূষিতা সমুদায় পৃথিবী গ্রহণ করিলেও একমাত্র গীতাপাঠের দ্বারাই শুদ্ধ স্ফটিবৎ হওয়া যায়। । ৩৭ ॥ যাঁহার চিত্ত নিয়ত গীতাপাঠে আনন্দ পায়, তিনি সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়াবান্ এবং পণ্ডিত। ৩৮ ॥ আর তিনিই ধনবান্ ও দর্শনীয় ব্যক্তি এবং তিনি যোগী, জ্ঞানবান্, যাজ্ঞিক, যাজক এবং সর্ব্ববেদার্থ-দর্শী। ৩৯ ॥ যে স্থলে প্রতিদিন গীতাপাঠ হয়, ভূতল-স্থিত প্রয়াগাদি সমুদায় তীর্থ তথায় বিদ্যমান থাকে। ৪০ ॥ সকল দেবতা, ঋষি ও যোগিগণ শরীররক্ষক হইয়া দেহশেষেও সর্ব্বদা সেই দেহে

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৪২
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥৪৫

বাস করেন। ৪১॥ যেখানে গীতা প্রবর্ত্তিত হয়, যেখানে গোপাল, বালকৃষ্ণ, নারদ ও ধ্রুবাদি পার্ষদগণের সহিত শীঘ্র সহায় হন। ৪২॥ যে স্থলে গীতার বিচার, পঠন ও পাঠন হইয়া থাকে, তথায় রাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে অবস্থান করেন। ৪৩॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন;—পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার, গীতা আমার অত্যুগ্রজ্ঞান, গীতাই আমার অক্ষয় জ্ঞান। ৪৪॥ গীতাই আমার পরম স্থান, গীতাই আমার পরম পদ, গীতাই আমার পরম গুহ্য,

গীতাশ্রয়োঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব!।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥৪৯

গীতাই আমার পরম গুরু। ৪৫॥ আমি গীতাকে আশ্রয় করিয়া থাকি। গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতা-জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করি। ৪৬। গীতাই আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা—ইহাতে সংশয় নাই, গীতাই অর্দ্ধমাত্রাহরা অর্থাৎ পরতন্ত্রতানাশিনী ও অনির্ব্বচনীয় পদরূপা। ৪৭॥ হে পাণ্ডব! গীতার গুহ্য নামগুলি বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ৪৮। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তি-

অর্দ্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরা নন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদাঽর্দ্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৫৩

গেহিনী। ৪৯॥ অর্দ্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী; বেদত্রয়ী, পরা, নন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞান-মঞ্জরী। ৫০॥ যে মানব নিত্য নিশ্চল মনে এই সকল নাম জপ করে, সে নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করে ও অন্তে পরমপদ লাভ করে। ৫১॥ সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ হইলে তাহার অর্দ্ধ পাঠ করিবে, তাহা হইলে গোদানের পুণ্য লাভ হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৫২॥ একতৃতীয়াংশ পাঠ করিলে, সোমযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ষড়ংশ পাঠে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। ৫৩॥

তথাঽধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রীণি দ্বে বৈকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥৫৭

আর যিনি প্রতিদিন দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই কল্পান্তপর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৪ ॥ যিনি নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া চির কাল রুদ্রলোকে বাস করেন। ৫৫ ॥ যিনি কোন অধ্যায়ের অর্দ্ধেক কিংবা একপাদ প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তরপর্য্যন্ত সূর্য্যলোকে বাস করেন। ৫৬ ॥ যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক কিংবা অর্দ্ধশ্লোক

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১

প্রতিদিন পাঠ করেন, তিনি অযুতবর্ষকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র-চ লোকে বাস করেন। ৫৭॥ যে ব্যক্তি গীতার এক অধ্যায়ের, এক পাদের কিংবা এক শ্লোকের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৫৮॥ যে জন মরণকালে গীতাপাঠ কিংবা গীতা শ্রবণ করে, সে মহাপাপী হইলেও মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়। ৫৯॥ যে জন গীতাপুস্তকসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। ৬০॥ এক অধ্যায় গীতাপাঠ করিয়া মৃত্যু হইলে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয় এবং পুনর্ব্বার

গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬২
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টা পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥৬৩
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥৬৪
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।

গীতাভ্যাস করিয়া তিনি উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন। ৬১॥ "গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মরিলে সদ্গতি লাভ হয়। মনুষ্য কোন কর্ম্মানুষ্ঠানকালে গীতা পাঠ করিলে, সেই কার্য্য নির্দ্দোষ হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। ৬২॥ যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করে, তাহার পিতৃলোক সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ৬৩॥ পিতৃগণ গীতাপাঠে শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়াদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে যাইয়া থাকেন। ৬৪॥ যনি (চামর) সহিত গীতা পুস্তক দান করেন, তিনি

কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৬
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭
গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥৬৮
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মনসেপ্সিতম্॥৬৯

সেই দিনেই সম্যক্‌রূপে কৃতার্থতা লাভ করেন। ৬৫॥ যিনি স্বর্ণসহিত গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৬৬॥ যিনি শত গীতা পুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৬৭॥ গীতাদানের প্রভাবে বিষ্ণু-লোকে সপ্তকল্প পর্য্যন্ত বাস হয় ও বিষ্ণুর সহিত আনন্দ করিতে পারা যায়। ৬৮॥ যিনি গীতার্থ সমস্ত সম্যক্-রূপে শ্রবণ করিয়া গীতাপুস্তক দান করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনের বাঞ্ছিত ফল

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চতুর্ব্বর্ণেষু ভারত !
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥৭১
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনে চ্চারকেষু চ ।

দান করেন । ৬৯ ॥ হে ভারত ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্রকুলে মানুষদেহ লাভ করিয়া যে জন এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তস্থিত অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে । ৬০ ॥ যে জন সংসারদুঃখে কাতর, তাহার গীতাজ্ঞান লাভ করা উচিত, গীতারূপ অমৃত পান করিয়া ও ভক্তি লাভ করিয়া ইহলোকে সুখী হওয়া উচিত । ৭১ ॥ জনকাদি বহু রাজন্যবর্গ গীতাকে আশ্রয় করিয়া জগতে নিষ্পাপ হইয়া অন্তে পরমপদে গমন করিয়াছেন । ৭২ ॥ গীতাতে কোন ভেদ নাই এবং উচ্চারণকারী জনসমূহেরও কোন

জ্ঞানেষ্বের সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭

ভেদ নাই। সমগ্র জ্ঞানেই ব্রহ্মস্বরূপ গীতা সমান। ৭৩ ॥
যিনি অভিমান কিংবা গর্ব্ব করিয়া গীতানিন্দা করেন, তিনি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করেন। ৭৪ ॥
যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কার করিয়া গীতার্থ অবমাননা করে, সে কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫॥
নিকটে গীতার্থ ব্যাখ্যা করিলেও যিনি শ্রবণ করেন না, তিনি বহু শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।৬৭।
যে জন গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ॥ ৭৮
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ॥ ৭৯
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ॥ ৮০
মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ॥৮১

সফল হয়না, পাঠও বৃথা হয়। ৭৭॥ যে ব্যক্তি গীতার অর্থ শ্রবণ করিয়া পরমার্থবিষয়ে আনন্দ লাভ করেনা, উন্মত্তের শ্রমের ন্যায় তাহার লোকমধ্যে কোন ফলই হয় না।৭৮॥ গীতা শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার প্রীতির জন্য সুবর্ণ, ভোজ্য (খাদ্য), পট্টবস্ত্র (গরদ তসরাদি) দানের জন্য নিবেদন করিবে। ৭৯॥ গীতাব্যাখ্যা-কারীকে প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক নানারূপ অনেক দ্রব্য বস্ত্রাদি উপকরণে পূজা করিবে। ইহাতে ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। ৮০॥ কৃষ্ণ এই পুরাতন গীতামাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, গীতাপাঠান্তে

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ॥ ৮২
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৮৪

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

ইহা পাঠ করিলে যথোক্ত ফল পাওয়া যায়।৮১॥ যে জন গীতা পাঠ করিয়া গীতামাহাত্ম্য পাঠ না করে, তাহার গীতাপাঠের ফল বৃথা হয় ও তাহার শ্রমমাত্রই সার হয়।৮২॥ যিনি এই মাহাত্ম্যের সহিত গীতা পাঠ করেন, অথবা যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।৮৩॥ যিনি অর্থের সহিত গীতা ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার লোকমধ্যে সর্ব্বসুখাবহ পুণ্যফল হয়।৮৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবরাহপুরাণোক্ত-

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্। (২)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধরোবাচ।

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো! ॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ২

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ ॥ ৩

১। ধরা কহিলেন,—হে ভগবন্! হে পরমেশ্বর! হে প্রভো। প্রারব্ধভোগকারী ব্যক্তির কিরূপে অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মে? ২। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—প্রারব্ধভোগকারী যে ব্যক্তি সর্ব্বদা গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তিনিই জগতে মুক্ত, তিনিই সুখী এবং কর্ম্মে লিপ্ত হন না। ৩। গীতাধ্যান যদি করে, মহাপাপ ও অতিপাপসমূহ—পদ্মপত্র জলের ন্যায় কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ ॥ ৪
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাদয়ঃ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ নারদোদ্ধব-পার্ষদৈঃ।
সমায়ান্তি তত্র শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৫
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি ! নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬
গীতাশ্রয়োঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥৭

পারে না ।৪। গীতাপুস্তক যেখানে থাকে, অথবা যেখানে গীতাপাঠ হয়, সেই স্থানেই প্রয়াগাদি সমুদয় তীর্থ। ৫। যেখানে গীতা প্রবর্ত্তিত হয়, সেখানে সমুদয় দেবগণ, ঋষিগণ, যোগগণ, সর্পগণ, বালকগণ, গোপিকাগণ, সপার্ষদ নারদ ও উদ্ধবসহ শীঘ্র আগমন করেন। ৬। যেখানে গীতার বিচার, পঠন, পাঠন এবং শ্রবণ হয়, হে পৃথ্বি ! সেখানে আমি নিশ্চয়ই বাস করি। ৭। আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি, গীতা আমার উত্তম গৃহ ; গীতা জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমি এই তিন লোক পালন

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরা নন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
যোঽষ্টাদশজপো নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১

করিতেছি। ৮। অর্দ্ধমাত্রা, অক্ষররূপিণী, নিত্যস্বরূপা, অনির্ব্বচনীয়পদরূপিণী সেই ওঁকারস্বরূপা গীতা আমার পরমা বিদ্যা সন্দেহ নাই। ৯। বেদত্রয়রূপা, পরমানন্দস্বরূপা, যথার্থ জ্ঞানসংযুক্তা এই গীতা, সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। ১০। যে ব্যক্তি নিত্য নিশ্চলমনে অষ্টাদশ অধ্যায় জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন, অনন্তর পরম পদ লাভ করেন। ১১। সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে ইহার অর্দ্ধাংশ পাঠ করিবে; তাহাতে গোদানজ পুণ্য লাভ হয়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ১২। তৃতীয়াংশ পাঠকারী ব্যক্তি

ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ॥ ১২
একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ১৩
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে! ১৪
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্॥ ১৫

গঙ্গাস্নানের ফললাভ করেন এবং ষষ্ঠাং। পাঠকারী ব্যক্তি সোম যাগের ফললাভ করেন। ১৩। ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ যিনি এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় রুদ্রের গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল বাস করেন। ১৪। হে বসুন্ধরে! যিনি এক অধ্যায় বা শ্লোকাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি মন্বন্তর পর্য্যন্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৫। গীতার শ্লোক দশটি, সাতটি, পাঁচটি, চারিটি, দুইটি, তিনটি, একটি, অথবা তাহার আধটি, যিনি পাঠ করেন, তিনি

গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্॥ ১৬
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥১৭
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ১৮
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্॥ ১৯
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্॥২০

নিশ্চয়ই অযুত বৎসর কাল চন্দ্রলোকে বাস করেন। ১৬। গীতাপাঠ করিতে করিতে মরিলে লোকে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পুনরায় গীতা পাঠ করিয়া, উত্তমা মুক্তি লাভ করে। ১৭। "গীতা" এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মরিলে সদ্গতি লাভ হয়। ১৮। মহাপাপী ব্যক্তিও যদি গীতার অর্থশ্রবণে আসক্ত হয়, তবে তিনি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন এবং বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। ১৯। ভূরি ভূরি কর্ম্ম করিয়াও যিনি নিত্য গীতার অর্থধ্যান করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত জানিবে; তিনি দেহান্তে পরম পদ লাভ করেন। ২০। জনকাদি বহু ভূপালগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া ইহ-

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রমএব হ্যুদাহৃতঃ॥ ২১॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ২২

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ॥২৩
ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যম্ সমাপ্তম্।

লোকে নিষ্পাপ হইয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, এবং অন্তে পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ২১। যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিয়া মাহাত্ম্য পাঠ করে না, তাহার পাঠ বৃথা হয়, কেবল শ্রম মাত্র বলিয়া গণ্য হয়। ২২। যে ব্যক্তি মাহাত্ম্যযুক্ত গীতার অভ্যাস করেন, তিনি গীতা-পাঠের ফললাভ করেন এবং দুর্লভগতি প্রাপ্ত হন। ২৩
সূত কহিলেন।—আমি গীতার এই সনাতন মাহাত্ম্য বলিলাম; যিনি গীতাপাঠান্তে ইহা পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফললাভ করেন।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ